আউটসোর্সিং 2

কাজ শিখবেন যেভাবে

মো. আমিনুর রহমান

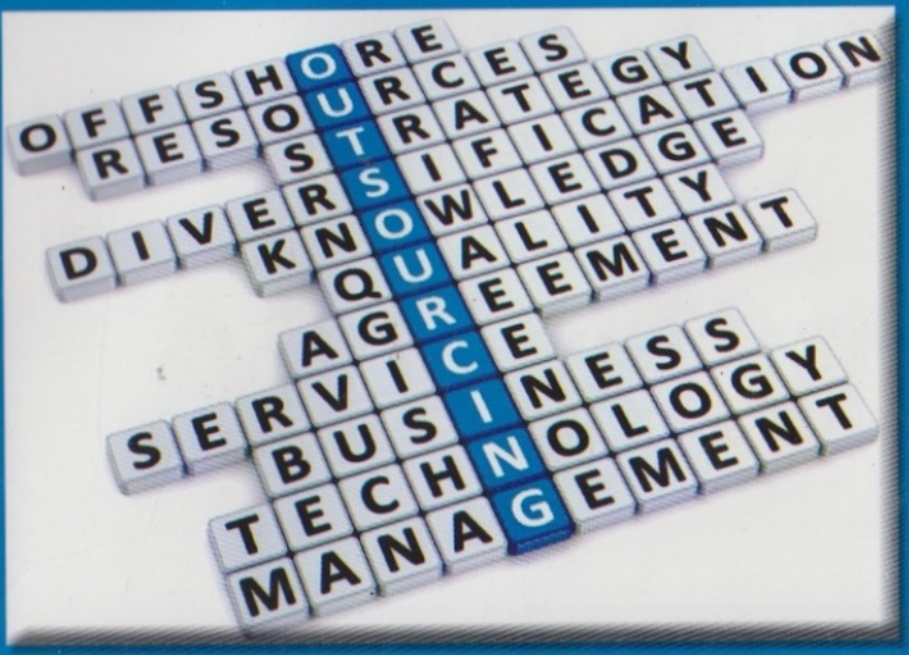

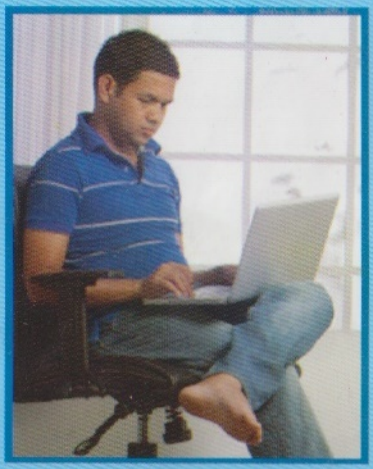

মো. আমিনুর রহমান। লেখাপড়া করেছেন সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগে। বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয়বর্ষে পড়ার সময় থেকেই প্রথম আলোর কম্পিউটার প্রতিদিন বিভাগে লেখালেখি শুরু করেন, চলছে এখনো। তৃতীয়বর্ষে পড়ার সময় ডাক্তারদের জন্য তৈরি করেন ডক্টর প্রেসক্রিপশন নামের একটি সফ্‌টওয়্যার। সেটি নিয়ে ১৮-০৭-২০০৮ তারিখ প্রথম আলোর প্রজন্ম ডটকমে এবং ২১-০৭-২০০৮ তারিখ দৈনিক ইনকিলাবে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। কয়েকজন ডাক্তার এখনো এই সফ্‌টওয়্যারটি ব্যবহার করছেন। চতুর্থ বর্ষে পড়ার সময় তৈরি করেন এসএমএসে টিকেট কাটার সফ্‌টওয়্যার। ২৩-১০-২০০৯ তারিখ প্রথম আলোর প্রজন্ম ডটকমে সেটি নিয়েও প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। তার মাস ছয়েক পর মোবাইল কোম্পানিগুলো এই ধরনের একটি সফ্‌টওয়্যার তৈরি করে ট্রেনের টিকেট কাটার জন্য ব্যবহার করেন।

গত বইমেলাতে লেখকের প্রথম বই 'আউটসোর্সিং : শুরুটা যেভাবে এবং শুরু করার পর' বের হয়। রকমারি.কমে বিক্রির দিক দিয়ে বইটি ২য় অবস্থানে আছে (http://rokomari.com/book/61910)। এটি লেখকের দ্বিতীয় বই। অনেকটা শখের বসেই লেখালেখি করেন। পেশায় তিনি একজন ফ্রিল্যান্স ওয়েব প্রোগ্রামার। ভালোবাসেন সমরেশ মজুমদার এবং সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বই পড়তে, সিনেমা দেখতে, আনিসুল হকের লেখা নাটক দেখতে এবং মুহম্মদ জাফর ইকবালের লেখা কলাম পড়তে।

লেখকের ইমেইল এবং ফেসবুক আইডি:
aminurrahmansust@facebook.com

www.pathagar.com

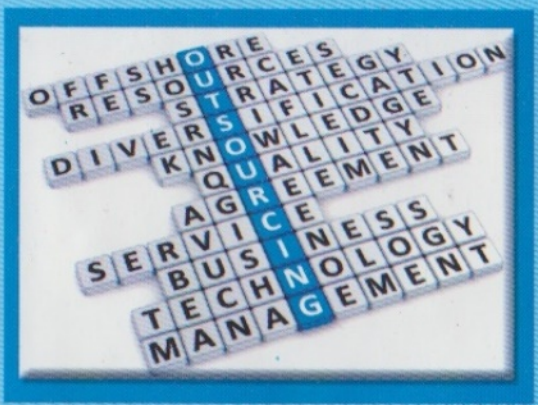

'আউটসোর্সিং : শুরুটা যেভাবে এবং শুরু করার পর' নামে গত বইমেলাতে আমার একটি বই বের হয়েছিল। বইটি ছিল আউটসোর্সিং শুরু করতে হবে কীভাবে তার উপর। বইটি পড়ে অনেক পাঠক অনুরোধ করেছে কাজ শিখতে হবে কীভাবে তার উপর আরেকটি বই লেখার জন্য। তাদের কথা মাথায় রেখেই বইটির সাজানো হয়েছে যেভাবে :

- ওয়েব ডেভেলপমেন্ট শিখবেন কীভাবে?
- গ্রাফিক্স ডিজাইন শিখবেন কীভাবে?
- সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন শিখবেন কীভাবে?
- সোস্যাল মিডিয়া মার্কেটিংশিখবেন কীভাবে?
- অ্যাফেলিয়েট মার্কেটিং শিখবেন কীভাবে?
- ইমেইল মার্কেটিং শিখবেন কীভাবে?
- আর্টিকেল রাইটিং শুরু করবেন কীভাবে?
- ডেটা এন্ট্রি শিখবেন কীভাবে?
- গুগল এ্যাডসেন্স শিখবেন কীভাবে?
- গুগল এ্যাডসেন্স থেকে মাসে হাজার ডলার আয় করা যায় কীভাবে?
- সফল ফ্রিল্যান্সার হওয়া যায় কীভাবে ?
- ছাত্রছাত্রীদের জন্য আউটসোর্সিংয়ের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু?

এছাড়াও বইটিতে আছে একজন সফল উদ্যোক্তার সাক্ষাৎকার এবং কয়েকজন ফ্রিল্যান্সারের সফলতার গল্প।

www.pathagar.com

আউটসোর্সিং 2

কাজ শিখবেন যেভাবে

মো. আমিনুর রহমান

তাম্রলিপি

www.pathagar.com

আউটসোর্সিং 2
মো. আমিনুর রহমান

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

দ্বিতীয় মুদ্রণ : মে ২০১৪
প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৪

তাম্রলিপি : ২১৭

পরিচালক
তাসনোভা আদিবা সেঁজুতি

প্রকাশক
এ কে এম তারিকুল ইসলাম রনি
তাম্রলিপি
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

প্রচ্ছদ
মশিউর রহমান

কম্পোজ
তাম্রলিপি কম্পিউটার

মুদ্রণ
একুশে প্রিন্টার্স
১৮/২৩, গোপালসাহা লেন, ঢাকা-১১০০।

মূল্য : ২০০.০০

OUTSOURCING 2
by : Md. Aminur Rahman
First Published : February 2014 by A K M Tariqul Islam Roni
Director : Tasnova Adiba Shanjute, Tamralipi, 38/2kha, Banglabazar, Dhaka-1100

Price : 200.00

ISBN : 984-70096-0217-7

www.pathagar.com

উৎসর্গ

মাহরুবা শারমিন ম্যাডামকে

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ভূমিকা

জব পেতে কত সময় লাগে? অনেকে এক বা দুইটা জবে অ্যাপ্লাই করেই পেয়ে যায় আবার অনেককে বলতে শোনা যায় কয়েক মাস হয়ে গেল এখনো জব পায়নি। আমি মনে করি জব পেতে সর্বোচ্চ এক মাস সময় লাগে। আপনি যদি প্রোফাইলকে ১০০% করেন এবং আইডি ভেরিফিকেশন করেন তাহলে প্রতি মাসে ৬০টি জবে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। ৬০টি জবে অ্যাপ্লাই করলে আপনি অবশ্যই জব পাবেন। তবে জবে অ্যাপ্লাই করার সময় কভার লেটারটি এমন ভাবে লিখবেন যেন বায়ার বুঝতে পারে আপনি জবের বিজ্ঞাপনটি পড়েছেন এবং কাজটি করতে পারবেন। একই ধরনের কভার লেটার সব জবের আবেদনে কখনোই দিবেন না।

–মো. আমিনুর রহমান

www.pathagar.com

কৃতজ্ঞতা

রণজিৎ কুমার মহন্ত, আশরাফি আকরাম চৈতি, আশরাফুল আলম, জাকারিয়া চৌধুরী, রাজিয়া বেগম, এ কে এম তারিকুল ইসলাম রনি, পল্লব মোহাইমেন, নুরুন্নবী চৌধুরী হাছিব, সাইদুর মামুন খান, এমরাজিনা ইসলাম খান, জাবেদ মোর্শেদ চৌধুরী, কাউছার আহমেদ, হাসান যোবায়ের, হাবিবুর রহমান সোহন, কামরুল ইসলাম জুয়েল, মুখলেছুর রহমান শামীম, ফারুক আহমেদ, দিদারুল ইসলাম, তাহের চৌধুরী সুমন, রাশেদ হাসান আকাশ, সাইফুল ইসলাম, মাসুদ আহমেদ, নন্দিনী দাস মিষ্টি, ঝুমা, তাপসী, সেলিম, রিন্টু, জহির, রাজিব, সোহেল, মানস, সোহাগ, ফরহাদ, রাসেল, কমল, ডলি, ইফতি, ইফ্‌ফাত, তানিম, সিয়াম, সিফাত, জিবরান, তানিশা, তৌসিফ।

www.pathagar.com

সূচিপত্র

১.	ওয়েব ডেভেলপমেন্ট শিখবেন যেভাবে	১১
২.	গ্রাফিক্স ডিজাইন	৩০
৩.	গ্রাফিক্স ডিজাইন শিখবেন যেভাবে	৩৩
৪.	সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন	৪৮
৫.	সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং	৫৮
৬.	অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং	৬০
৭.	ই-মেইল মার্কেটিং	৬৭
৮.	আর্টিকেল রাইটিং	৭০
৯.	আর্টিকেল রাইটিং শুরু করবেন কীভাবে?	৭২
১০.	ডেটা এন্ট্রি	৭৭
১১.	গুগল অ্যাডসেন্স	৮১
১২.	গুগল অ্যাডসেন্স থেকে মাসে হাজার ডলার আয় করছি যেভাবে	৮৪
১৩.	ফ্রিল্যান্স আউটসোর্সিং : ছাত্রছাত্রীদের জন্য করণীয়	৯২
১৪.	কীভাবে সফল ফ্রিল্যান্সার হওয়া যায়	৯৫
১৫.	একজন সফল উদ্যোক্তার সাক্ষাৎকার	৯৯
১৬.	অনলাইন আউটসোর্সিং এবং আমার প্রাপ্তি	১০৪
১৭.	একটি বই এবং আমার পথচলা	১০৭
১৮.	কম্পিউটার দোকানে কাজ করে পকেট খরচ চালাতাম	১০৯
১৯.	আমি আর্টিক্যাল রাইটিংয়ের কাজ করছি	১১২
২০.	আমি ডেটা এন্ট্রির কাজ করছি	১১৪
২১.	আমি অ্যাডপোস্টিংয়ের কাজ করছি	১১৭
২২.	লেগে থাকলে সাফল্য আসবেই	১১৯
২৩.	অনুপ্রেরণার আদর্শ : স্টিভ জবস	১২২

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ওয়েব ডেভেলপমেন্ট শিখবেন যেভাবে

ওয়েব ডেভেলপমেন্ট মানে হলো ওয়েবসাইট তৈরি করা। ওয়েব ডেভেলপমেন্টের মধ্যে আবার দুইটা ভাগ আছে। ১. ওয়েব ডিজাইন এবং ২. ওয়েব প্রোগ্রামিং। ওয়েব ডিজাইনের মধ্যে পড়ে ওয়েবসাইটের জন্য লোগো, ব্যানার ইত্যাদি তৈরি করে এইচটিএমএল, সিএসএস দিয়ে টেমপ্লেট ডিজাইন করা। আর ওয়েব প্রোগ্রামিংয়ের মধ্যে পড়ে ওয়েবসাইটের সব ফাংশনাল (প্রোগ্রামিং) কাজ করে ওয়েবসাইটটি সম্পন্ন করা। একটা ওয়েবসাইট তৈরি করার জন্য প্রথম কাজগুলো করে একজন ওয়েব ডিজাইনার এবং দ্বিতীয় কাজগুলো করে একজন ওয়েব প্রোগ্রামার। যে একাই সব কাজ করে, তাকে বলে ওয়েব ডেভেলপার।

অনেক ভাবে ওয়েবসাইট তৈরি করা যায়। বর্তমানে ওয়েবসাইট তৈরি করার জন্য সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় সিএমএস। সিএমএস (CMS) মানে হলো কনটেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম। ওয়ার্ডপ্রেস, জুমলা, দ্রুপাল ইত্যাদি এগুলোকে সিএমএস বলে। এগুলো দিয়ে ওয়েবসাইট তৈরি করতে ওয়েব ডিজাইন এবং ওয়েব প্রোগ্রামিং কোনো কিছুই জানতে হয় না। সবগুলো সিএমএস প্রায় একই রকম। একটা জানলে অন্যটা শিখতে আর বেশি সময় লাগে না। সিএমএস গুলোর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় হলো ওয়ার্ডপ্রেস। আমি এখানে দেখাব কীভাবে ওয়ার্ডপ্রেসের মাধ্যমে ওয়েবসাইট তৈরি করতে হয়।

ওয়ার্ডপ্রেস দিয়ে ওয়েবসাইট তৈরি করার জন্য প্রথমে ওয়ার্ডপ্রেস আপনার সার্ভারে ইনস্টল করতে হবে। অনলাইনের কোনো সার্ভারেও ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল করতে পারেন বা আপনার নিজের কম্পিউটারে কোনো সার্ভার ইনস্টল করে সেখানেও

www.pathagar.com

ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল করতে পারেন। কাজ শেখার জন্য, মানে ওয়েবসাইট তৈরি করা শেখার জন্য নিজের কম্পিউটারে সার্ভার ইনস্টল করে চর্চা করাই ভালো।

নিজের কম্পিউটারে ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল করা :

নিজের কম্পিউটারে, মানে লোকাল হোস্টে ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল করার জন্য প্রথমে xampp অথবা wamp server ইনস্টল করতে হবে। তারপর একটি ডেটাবেইজ তৈরি করতে হবে। ওয়ার্ডপ্রেস ডাউনলোড করে সি ড্রাইভের htdocs ফোল্ডারের মধ্যে রাখতে হবে। তারপর ডেটাবেইজের সাথে ওয়ার্ডপ্রেসের কানেকশন দিতে হবে। এখানে আমি xampp সফটওয়্যার ইনস্টল করে নিজের কম্পিউটারে ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল করা ধাপে ধাপে দেখাব।

প্রথমে xampp সফটওয়্যারটি www.abcomputertips.com/installing-wordpress/ থেকে ডাউনলোড(১১৮MB) করে নিন (ডাউনলোড করতে কোনো সমস্যা হলে গুগলে xampp লিখে সার্চ দিয়ে ডাউনলোড করে নেবেন। নিচে আমি ছবিসহ দেখাব কীভাবে ইনস্টল করতে হবে। ছবিগুলো যদি আপনার ইনস্টলের সাথে না মেলে তাহলেও কোনো প্রবলেম নেই। আপনি নিজের মতো করে ইনস্টল করে নেবেন।)। ডাউনলোড করার পর ইনস্টলার ফাইলটিতে ডবল ক্লিক করুন। নিচের ছবির মতো একটি উইন্ডো ওপেন হবে।

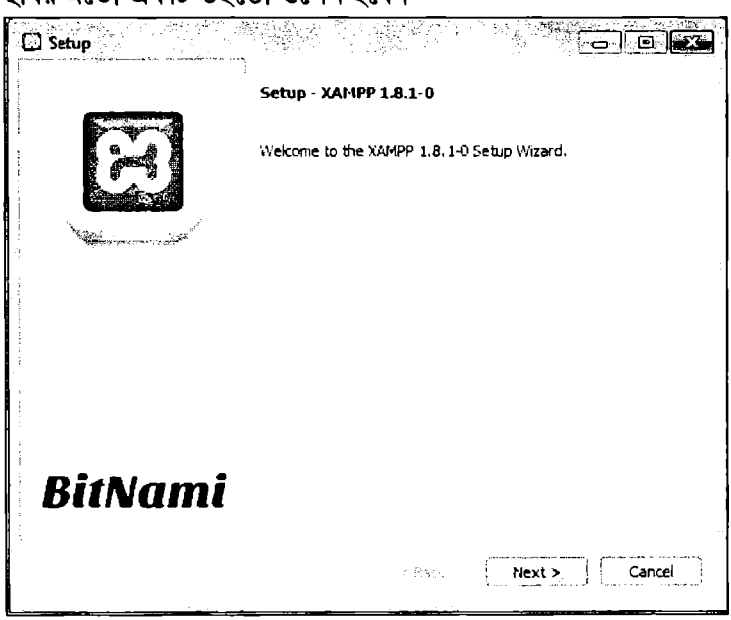

www.pathagar.com

তারপর Next-এ ক্লিক করুন। নিচের ছবির মতো আরেকটি উইন্ডো ওপেন হবে।

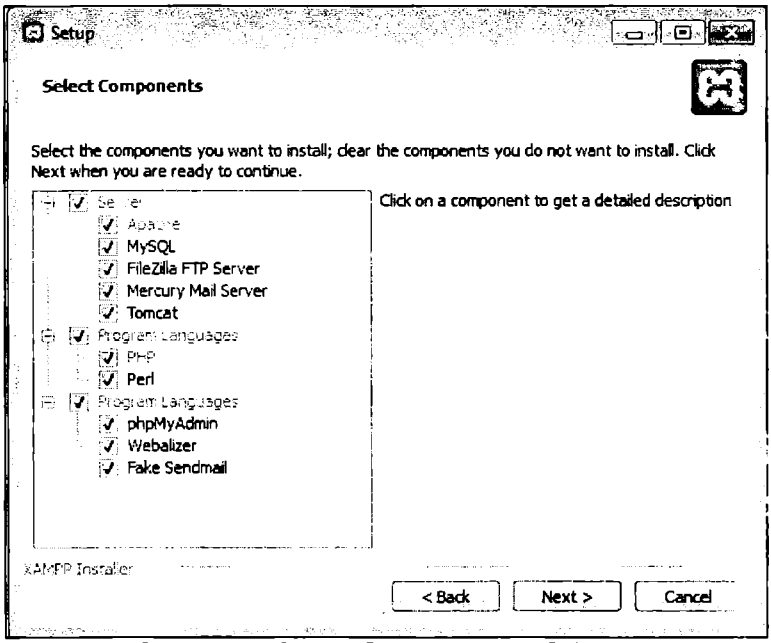

আবার Next-এ ক্লিক করুন। নিচের ছবির মতো আরেকটি উইন্ডো ওপেন হবে।

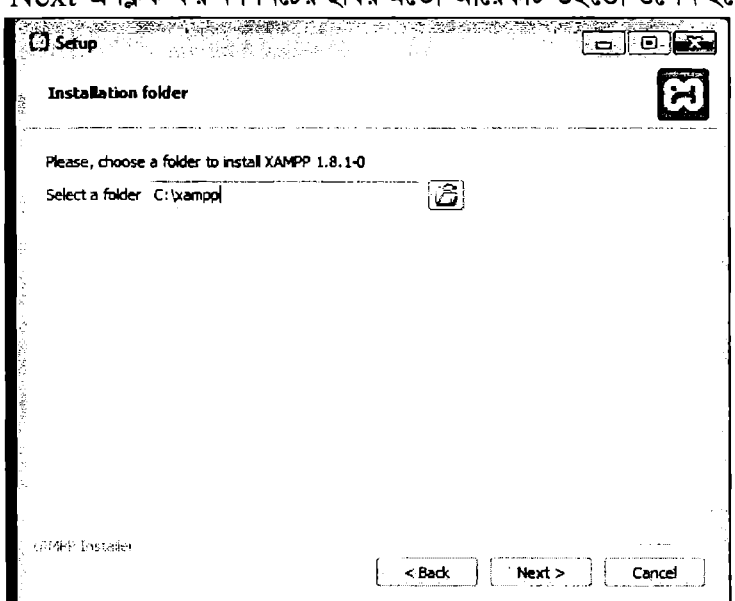

www.pathagar.com

আবার Next-এ ক্লিক করুন। নিচের ছবির মতো আরেকটি উইন্ডো ওপেন হবে।

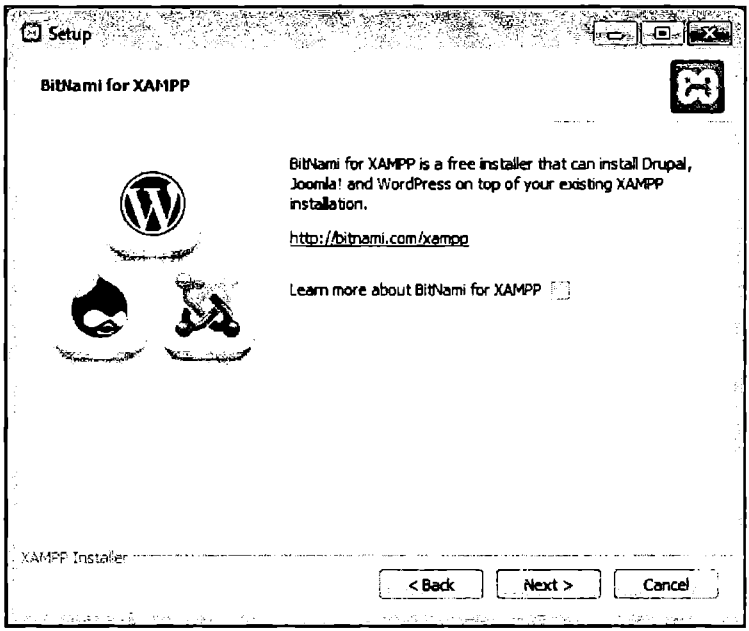

এখন Learn more about BitNami for XAMPP থেকে টিক চিহ্ন তুলে দিয়ে Next-এ ক্লিক করুন। নিচের ছবির মতো আরেকটি উইন্ডো ওপেন হবে।

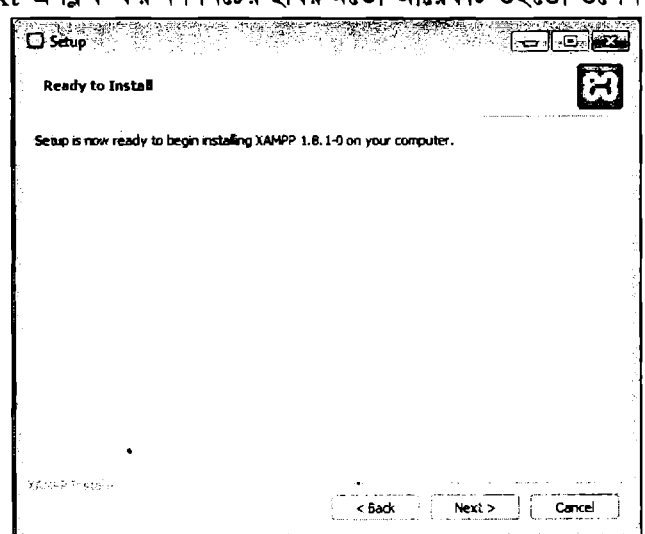

www.pathagar.com

আবারও Next-এ ক্লিক করুন। তারপর ইনস্টল শুরু হবে। ইনস্টল শেষ হওয়ার পর নিচের ছবির মতো একটি উইন্ডো ওপেন হবে।

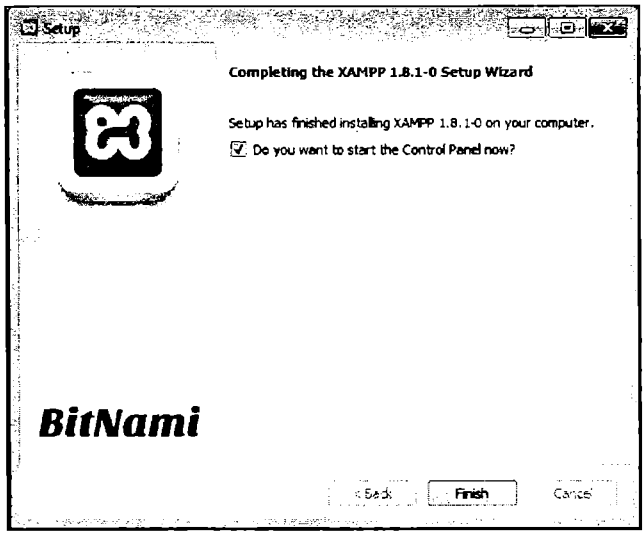

এখন Finish-এ ক্লিক করুন। তাহলে XAMPP Control Panel ওপেন হবে। যদি না হয় তাহলে ডেস্কটপের শর্টকাট আইকন থেকে বা All programs থেকে XAMPP Control Panel ওপেন করুন। ওপেন হওয়ার পর উইন্ডোটি নিচের ছবির মতো দেখাবে।

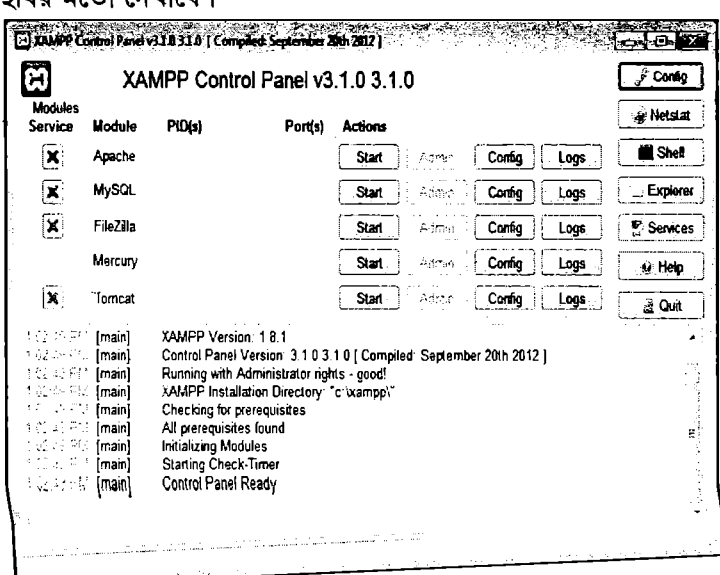

www.pathagar.com

এখানে Apache এবং MySQL- এর ডান পাশ থেকে Start বাটনে ক্লিক করে Apache এবং MySQL-কে চালু করুন। যদি আগে থেকেই চালু করা থাকে তাহলে আর কিছু করতে হবে না। আর যদি নিচের ছবির মতো কোনো ওয়ার্নিং আসে তাহলে Allow access বাটনে ক্লিক করুন।

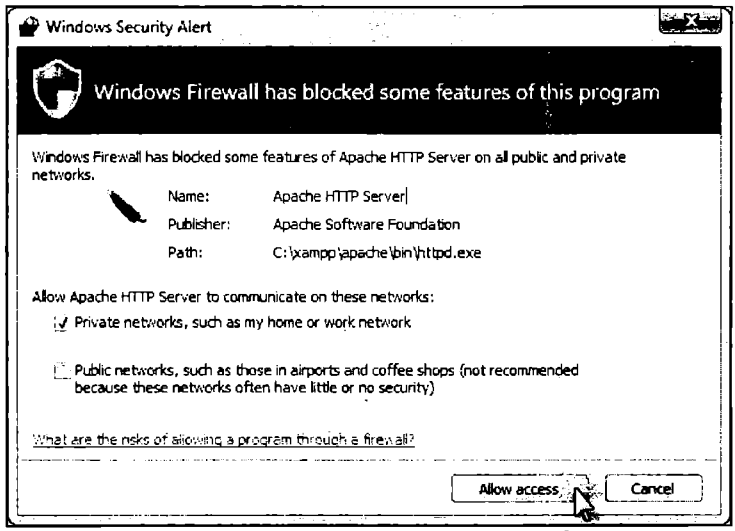

এখন MySQL-এর ডান পাশ থেকে Admin বাটনে ক্লিক করুন বা কোনো ওয়েব ব্রাউজার ওপেন করে http://localhost/phpmyadmin/ ঠিকানায় যান।

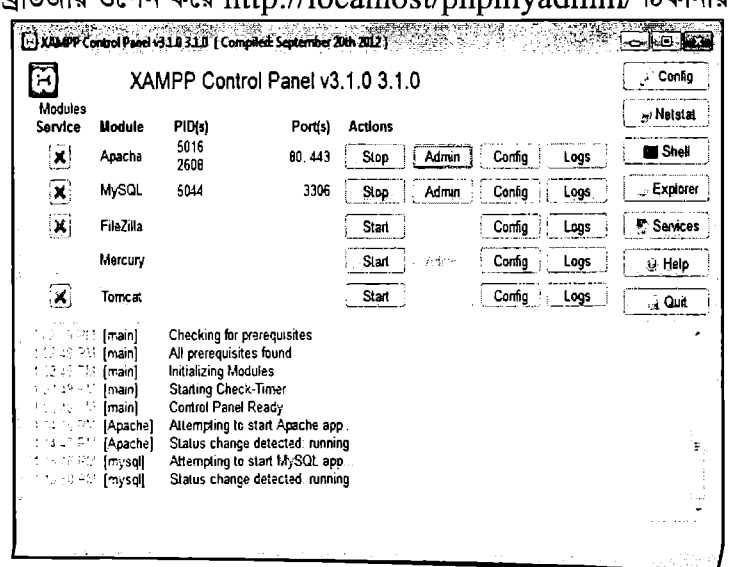

www.pathagar.com

এখন নিচের ছবির মতো একটি পেইজ দেখতে পাবেন।

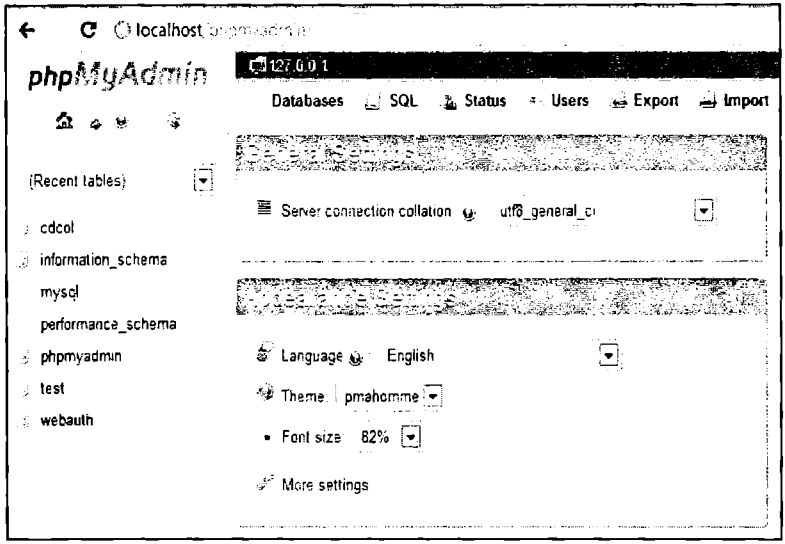

এখন ওপর থেকে Databases-এ ক্লিক করুন। ডেটাবেইজ তৈরি করার জন্য নিচের ছবির মতো একটি বক্স ওপেন হবে।

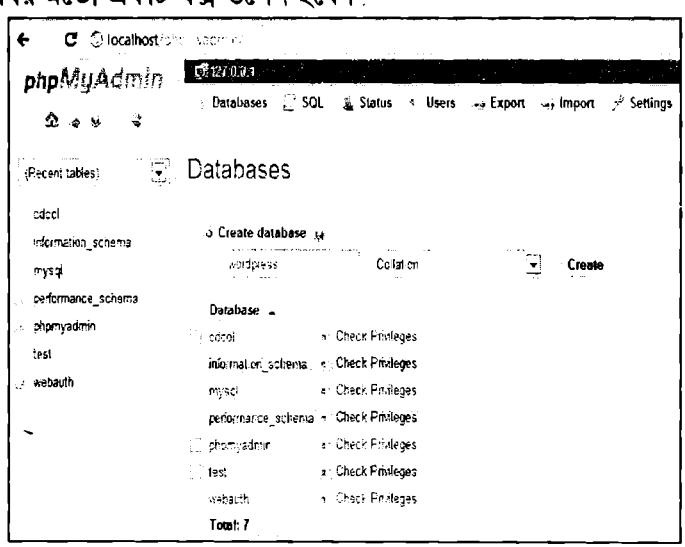

এখানে create a database-এ কোনো নাম লিখে Create বাটনে ক্লিক করুন (আমি ডেটাবেইজের নাম wordpress লিখেছি ছবিতে দেখা যাচ্ছে)। তাহলেই ডেটাবেইজ তৈরি হয়ে যাবে এবং তা বাঁ পাশের লিস্টে দেখা যাবে।

www.pathagar.com

এখন http://wordpress.org/download/ ঠিকানায় গিয়ে ডান পাশ থেকে ওয়ার্ডপ্রেস ডাউনলোড করুন। তারপর ওয়ার্ডপ্রেস ফাইলটিকে আনজিপ করুন। এখন wordpress ফোল্ডারটি সি ড্রাইভের xampp ফোল্ডারের ভেতর htdocs এর মধ্যে রাখুন (C:/xampp/htdocs/)। নিচের ছবিতে দেখুন

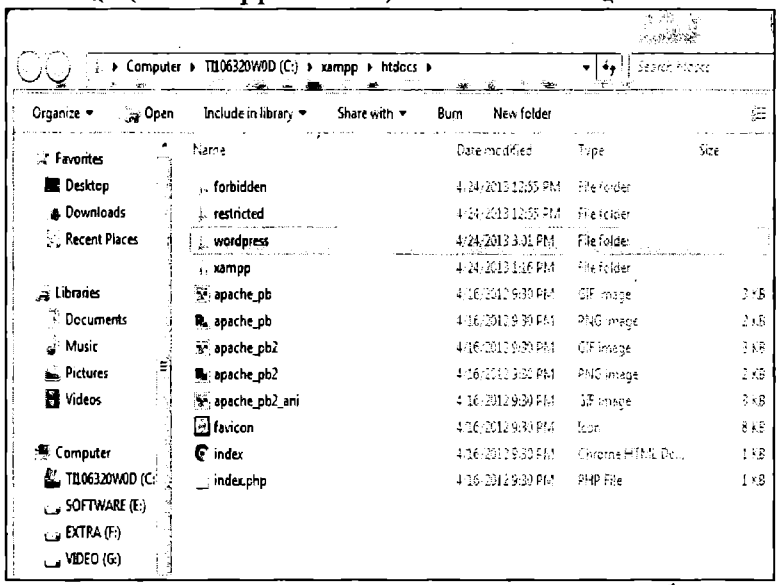

এখন ব্রাউজার ওপেন করে http://localhost/wordpress/ ঠিকানায় যান। তাহলে নিচের ছবির মতো একটি পেইজ দেখতে পাবেন।

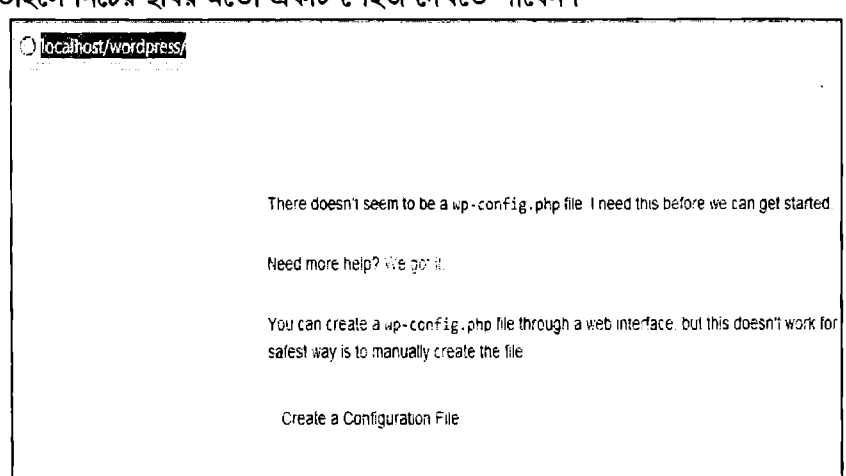

www.pathagar.com

এখন Create a Configuration File বাটনে ক্লিক করুন। তাহলে নিচের ছবির মতো আরেকটি পেইজ ওপেন হবে।

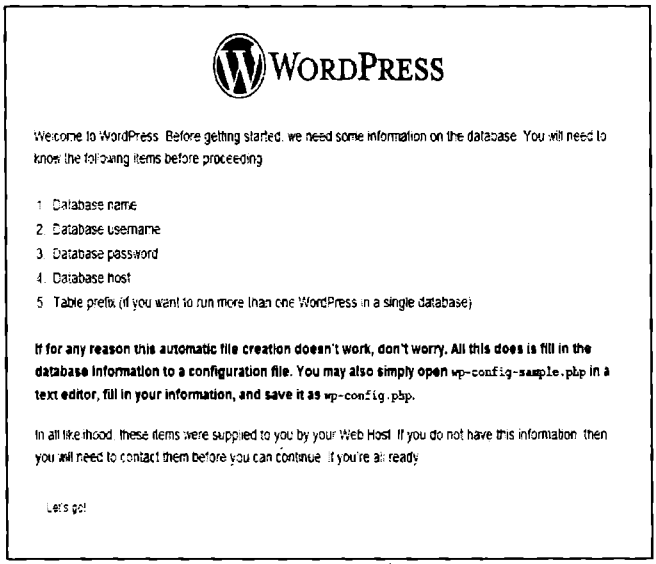

এখন Let's go! বাটনে ক্লিক করুন। তাহলে নিচের ছবির মতো আরেকটি পেইজ ওপেন হবে।

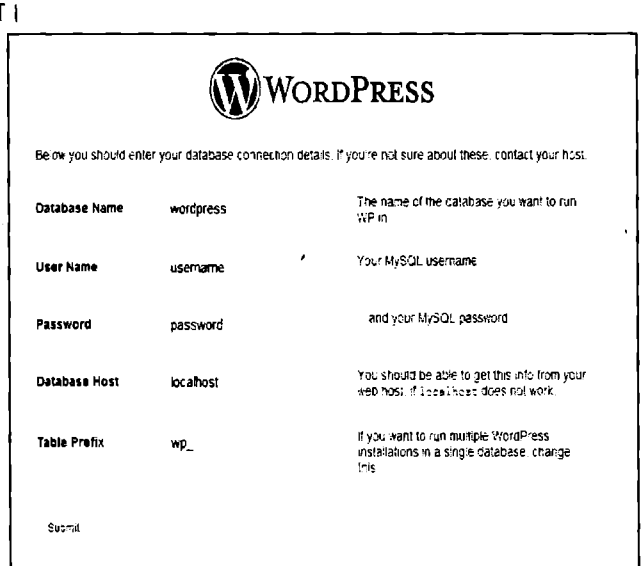

www.pathagar.com

এখানে database name-এ আপনার ডেটাবেইজের নাম দিন। আমি আমার ডেটাবেইজের নাম wordpress দিয়েছিলাম। User Name-এ root দিন। Password-এ কিছু লাগবে না (ফাঁকা)। আর কিছু পরিবর্তন করতে হবে না। নিচের ছবিতে দেখুন।

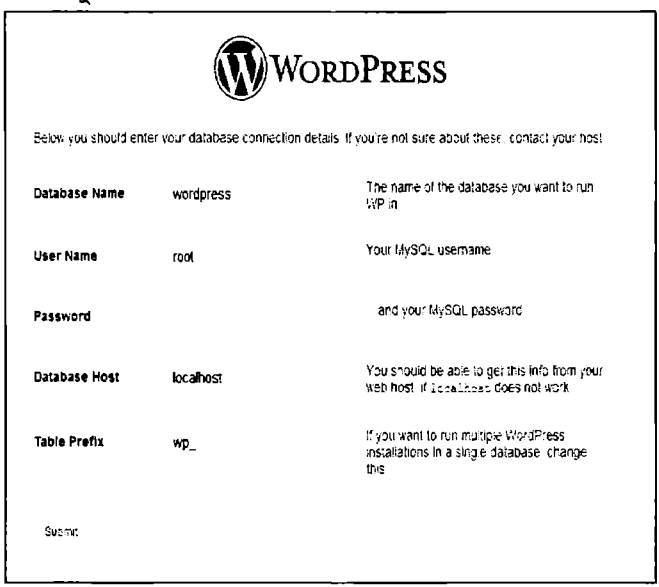

এখন Submit বাটনে ক্লিক করুন। তাহলে নিচের ছবির মতো আরেকটি পেইজ ওপেন হবে।

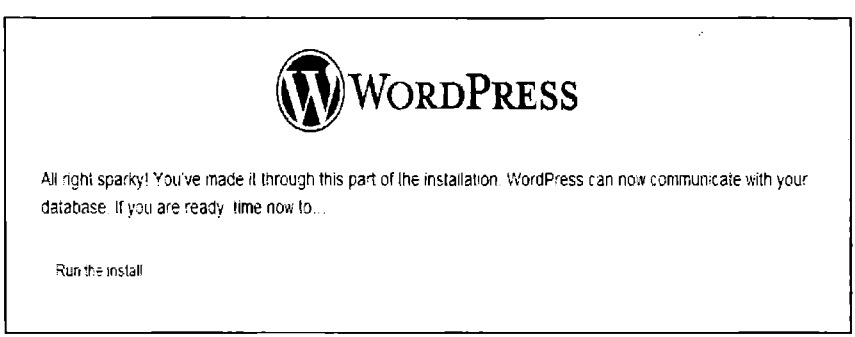

এখন Run the install বাটনে ক্লিক করুন। তারপর নিচের ছবির মতো আরেকটি পেইজ আসবে।

www.pathagar.com

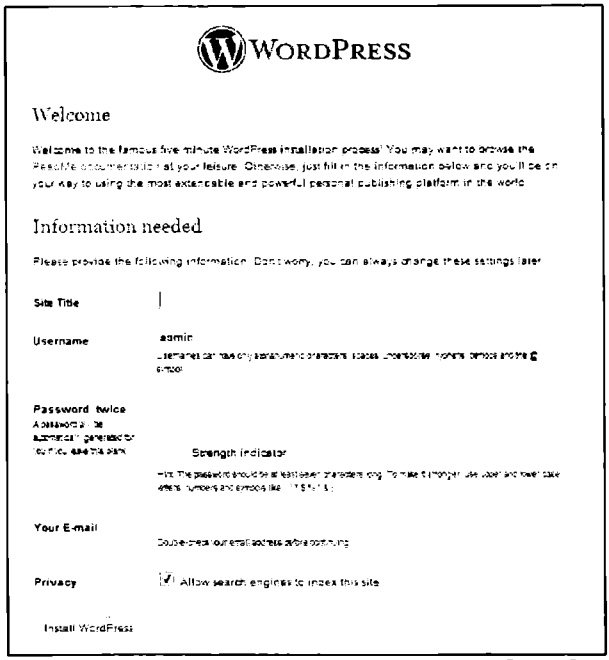

এখানে Site Title-এ কোনো নাম দিন। যেকোনো কিছু লিখতে পারেন। Username দেয়া আছে admin। Password-এ দুইবার একই পাসওয়ার্ড দিন। Your E-mail-এ আপনার ই-মেইল অ্যাড্রেস দিন। তারপর Install WordPress বাটনে ক্লিক করুন। তাহলেই ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল হয়ে যাবে। তারপর নিচের পেইজের মতো একটি পেইজ আসবে।

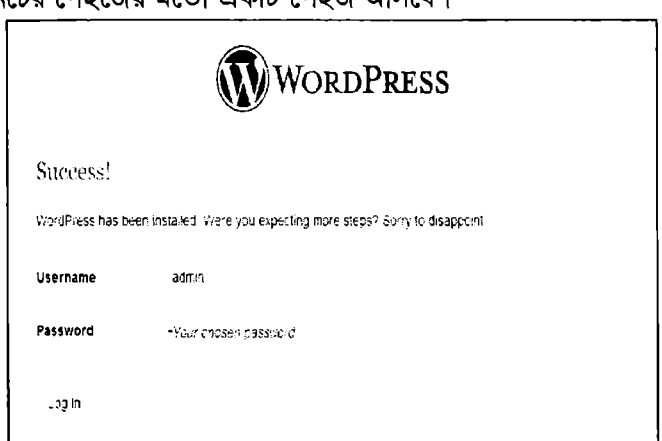

www.pathagar.com

এখানে Username-এ admin দেয়া আছে এবং Password-এ Your chosen password লেখা আছে। এখন Login বাটনে ক্লিক করুন বা সরাসরি http://localhost/wordpress/wp-login.php ঠিকানায় যান। তাহলে নিচের ছবির মতো একটি পেইজ ওপেন হবে।

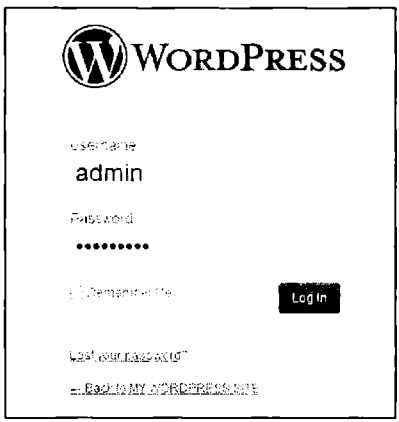

এখানে Username-এ admin এবং Password-এ আপনার পাসওয়ার্ড দিন। একটু আগে যে পাসওয়ার্ড দিয়েছিলেন। তারপর Login বাটনে ক্লিক করুন। লগইন হওয়ার পর ওয়ার্ডপ্রেস ড্যাশবোর্ডটি দেখতে নিচের ছবির মতো হবে।

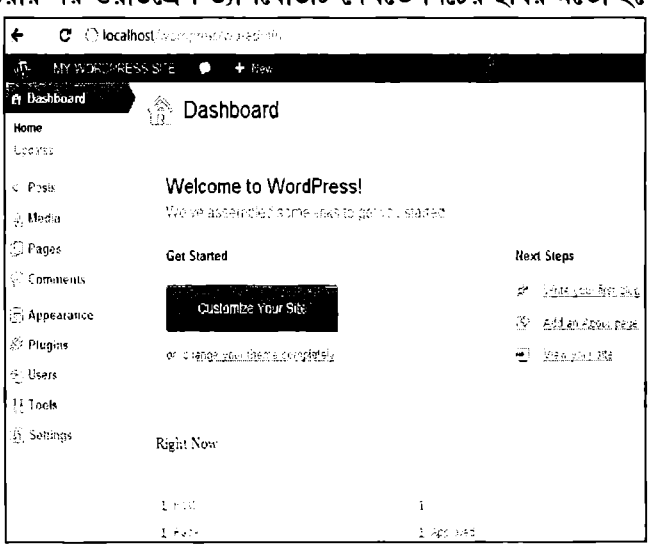

এখন বাঁ পাশ থেকে Post, Page-এ ক্লিক করে নতুন নতুন পোস্ট, পেইজ তৈরি করতে পারবেন।

www.pathagar.com

যাঁরা নিজের কম্পিউটারে wamp server ইনস্টল করে ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল করতে চান, তাঁরা নিচের ভিডিওটি দেখতে পারেন।
http://rrfoundation.net/263

অনলাইন সার্ভারে ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল করা :
আর যদি অনলাইন সার্ভারে ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল করতে চান তাহলে নিচের ভিডিওটি দেখতে পারেন।
http://rrfoundation.net/266

ওয়ার্ডপ্রেসের পরিচিতি এবং বেসিক :

ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল করা হয়ে গেছে। এখন ওয়ার্ডপ্রেসের পরিচিতি এবং এর বেসিক সম্পর্কে আলোচনা করব। লেখা পড়ে জানা বা শেখার চেয়ে ভিডিও দেখে শিখলে অনেক দ্রুত শেখা যায়। নিজের কম্পিউটারে ওয়ার্ডপ্রেস ইনস্টল করা মাত্র পাঁচ মিনিটের কাজ। এই পাঁচ মিনিটের কাজটি বইয়ে লিখতে প্রায় ২০ পেইজের মতো হয়ে গেছে। তাই আমি যদি ওয়ার্ডপ্রেসের পরিচিতি লাইন বাই লাইন ছবিসহ বইয়ে লিখি তাহলে এই বইয়ের সব পেইজ শেষ হয়ে যাবে। এ জন্য ওয়ার্ডপ্রেসের পরিচিতি এবং বেসিক সম্পর্কে জানার জন্য নিচে কয়েকটি ভিডিওর ঠিকানা দিয়েছি। প্রায় এক ঘণ্টার এই ভিডিওগুলো দেখলে আপনি মোটামুটি ওয়ার্ডপ্রেস সম্পর্কে অনেক কিছু জেনে যাবেন।
http://rrfoundation.net/269
http://rrfoundation.net/272
http://rrfoundation.net/275
http://rrfoundation.net/299

ওয়ার্ডপ্রেস সাইট ট্রান্সফার :

আশা করছি, ওয়ার্ডপ্রেসের পরিচিতি এবং বেসিকও হয়ে গেছে। এখন দেখাব কীভাবে ওয়ার্ডপ্রেস সাইট এক হোস্টিং থেকে অন্য হোস্টিংয়ে ট্রান্সফার করা যায়। ফ্রিল্যান্স মার্কেটপ্লেসগুলোতে এই ধরনের (হোস্টিং ট্রান্সফার) অনেক কাজ পাওয়া যায়। এই কাজগুলোর বাজেট থাকে ২০-৫০ ডলার পর্যন্ত। ইন্টারনেটের স্পিড মোটামুটি ভালো থাকলে এক ঘণ্টার মধ্যেই এই কাজগুলো করে ফেলা যায়। কীভাবে হোস্টিং ট্রান্সফার করা হয় এটি জানার জন্য নিচের ভিডিও দুইটি দেখেন।
http://rrfoundation.net/168

www.pathagar.com

http://rrfoundation.net/1561

ওয়ার্ডপ্রেসের ব্যাকআপ :

ওয়েবসাইট জনপ্রিয় হলে তখন অনেক হ্যাকার বা ভাইরাস সাইটে আক্রমণ করে। অবার অনেক সময় সার্ভারের সমস্যার কারণেও সাইটের অনেক সমস্যা হতে পারে। এ জন্য সাইটের ব্যাকআপ রাখার প্রয়োজন হয়। ফ্রিল্যান্স মার্কেটপ্লেসগুলোতে এই ধরনের অনেক কাজ পাওয়া যায়। কীভাবে ওয়ার্ডপ্রেস সাইটের ব্যাকআপ রাখা যায় তার জন্য নিচের ভিডিওটি দেখতে পারেন।

http://rrfoundation.net/164

ওয়ার্ডপ্রেস দিয়ে ওয়েবসাইট তৈরি :

ওয়ার্ডপ্রেস দিয়ে এক ঘণ্টার মধ্যেই পূর্ণাঙ্গ একটি ওয়েবসাইট তৈরি করা যায়। নিচে ইউটিউবের কয়েকটি ঠিকানা দেয়া হলো। এই ভিডিওগুলো দেখে আপনি নিজেই এক থেকে দুই ঘণ্টার মধ্যে একটি ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারবেন।

How To Make a Website -EASY!
http://www.youtube.com/watch?v=wLKui1x1JFk
Make a Website Step by Step
http://www.youtube.com/watch?v=mxphj0U5BGc
Beginner WordPress Tutorial (Step By Step) - 2013
http://www.youtube.com/watch?v=-1WYXrGOAA0
Create Your Own Website - 2013
http://www.youtube.com/watch?v=lP8WtOGicv0

ই-কমার্স (অনলাইন স্টোর) সাইট তৈরি :

বর্তমান সময়কে বলা হয় ই-কমার্সের যুগ/সময়। ফ্রিল্যান্স মার্কেটপ্লেসগুলোতে ই-কমার্সের প্রচুর কাজ পাওয়া যায়। একটি ই-কমার্স সাইটের কাজের বাজেট থাকে ১০০ থেকে ১০০০ ডলার পর্যন্ত। ওয়ার্ডপ্রেস দিয়ে দুই থেকে তিন ঘণ্টার মধ্যেই পূর্ণাঙ্গ একটি ই-কমার্স সাইট তৈরি করা যায়। নিচে ইউটিউবের কয়েকটি ঠিকানা দেয়া হলো। এই ভিডিওগুলো দেখে প্র্যাকটিস করলে এক দিনের মধ্যেই আপনি ই-কমার্স সাইট তৈরি করা শিখে যাবেন।

How To Create an Online Store (ecommerce) - EASY!
http://www.youtube.com/watch?v=wHwcbJI3Ryc

www.pathagar.com

Build Your Online Store! - 2013
http://www.youtube.com/watch?v=2_oQo6C6Yxo
Build a Website, Store & Blog! - 2013
http://www.youtube.com/watch?v=HokYFCIBPVY
Create An Ecommerce Website In 3 Hours! (Woothemes Wootique) 2013
http://www.youtube.com/watch?v=y1m3xAyVgqk
How To Create An AMAZING Website & E-Commerce Store! (VIRTU Wordpress theme) 2013
http://www.youtube.com/watch?v=jo1TYvnsawI
How To Create A Clean & White E-Commerce Website (MYSTILE WooThemes Wordpress)2013
http://www.youtube.com/watch?v=hU_aXDENsOA
How To Create Your E-Commerce Website (ARTIFICER WordPress theme)2013
http://www.youtube.com/watch?v=YuMdSftQpfA
How To Create A GORGEOUS E-Commerce Website! (WooThemes superstore wordpress)
http://www.youtube.com/watch?v=s5CVDcZQfko
Create An Ecommerce WordPress Website In 3 Hours! (Woothemes Wootique) 2013
http://www.youtube.com/watch?v=y1m3xAyVgqk
How To Create an Online Store (ecommerce) - EASY!
http://www.youtube.com/watch?v=wHwcbJI3Ryc

ফটোগ্রাফি ওয়েবসাইট তৈরি :

ফ্রিল্যান্স মার্কেটপ্লেসগুলোতে ফটোগ্রাফি ওয়েবসাইটেরও অনেক কাজ পাওয়া যায়। একটি ফটোগ্রাফি ওয়েবসাইটের বাজেট থাকে ১০০ থেকে ৩০০ ডলার পর্যন্ত। ওয়ার্ডপ্রেস দিয়ে দুই থেকে তিন ঘণ্টার মধ্যেই পূর্ণাঙ্গ একটি ফটোগ্রাফি ওয়েবসাইট তৈরি করা যায়। নিচে ইউটিউবের কয়েকটি ফটোগ্রাফি সাইটের টিউটরিয়ালের ঠিকানা দেয়া হলো। এই ভিডিওগুলো দেখে প্র্যাকটিস করলে অল্প সময়ের মধ্যে নিজেই একটি ফটোগ্রাফি সাইট তৈরি করতে পারবেন।

Create a Photography Website & Make Money!!
http://www.youtube.com/watch?v=ltfBiJSa5Sg

www.pathagar.com

How To Create A Photography Website: EASY! (BURO WooThemes)2013
http://www.youtube.com/watch?v=2MwcmWam1dA
Create A WordPress Website (FREE Photography "HATCH" Theme)! 2013
http://www.youtube.com/watch?v=3n6748vEGrY

বিজনেস ওয়েবসাইট তৈরি :

ফ্রিল্যান্স মার্কেটপ্লেসগুলোতে বিজনেস ওয়েবসাইটেরও অনেক কাজ পাওয়া যায়। একটি বিজনেস ওয়েবসাইটের বাজেট থাকে ১০০ থেকে ৫০০ ডলার পর্যন্ত। ওয়ার্ডপ্রেস দিয়ে এক থেকে দুই ঘণ্টার মধ্যেই পূর্ণাঙ্গ একটি বিজনেস ওয়েবসাইট তৈরি করা যায়। নিচে ইউটিউবের কয়েকটি বিজনেস সাইটের টিউটরিয়ালের ঠিকানা দেয়া হলো। এই ভিডিওগুলো দেখে প্র্যাকটিস করলে এক থেকে দুই ঘণ্টার মধ্যে নিজেই একটি বিজনেস সাইট তৈরি করতে পারবেন।

Making a Business Website with WordPress: Step by Step
http://www.youtube.com/watch?v=VtTA8pqkOfk
How To Create A WordPress Website For Your Business! CUSTOMIZER 2013 theme
http://www.youtube.com/watch?v=OKDZoIaVg60
Make a Small Business Website - 2013 (Tenis website)
http://www.youtube.com/watch?v=51yRtT2dADk

ব্লগ তৈরি :

ফ্রিল্যান্স মার্কেটপ্লেসগুলোতে ব্লগ তৈরি করে দেয়ারও অনেক কাজ পাওয়া যায়। একটি ব্লগ তৈরি করে দেয়ার কাজের বাজেট থাকে ৫০ থেকে ১০০ ডলার পর্যন্ত। ওয়ার্ডপ্রেস দিয়ে এক ঘণ্টার মধ্যেই পূর্ণাঙ্গ একটি ব্লগ তৈরি করা যায়। নিচে ইউটিউবের কয়েকটি ব্লগের টিউটরিয়ালের ঠিকানা দেয়া হলো। এই ভিডিওগুলো দেখে প্র্যাকটিস করলে এক ঘণ্টার মধ্যে একটি ব্লগ তৈরি করতে পারবেন।

How To Make a Blog - Step by Step for Beginners!
http://www.youtube.com/watch?v=Oiov0L4blIw
How To Create A Website + Blog With WordPress Twenty Thirteen 2013

www.pathagar.com

http://www.youtube.com/watch?v=DxlLibzteHs
Create a Website + Blog in 1 Hour!
http://www.youtube.com/watch?v=doj_Q5y2kJg

বিউটিফুল ওয়েবসাইট তৈরি :

পারসোনাল কাজের জন্য বা ছোটখাটো কোনো বিজনেসের জন্য অনেক ক্লায়েন্ট ওয়েবসাইট তৈরি করে দিতে বলে। নিচে ইউটিউবের কয়েকটি বিউটিফুল সাইটের টিউটরিয়ালের ঠিকানা দেয়া হলো। এই ভিডিওগুলো দেখে প্র্যাকটিস করলে দুই থেকে তিন ঘণ্টার মধ্যে নিজেই একটি বিউটিফুল সাইট তৈরি করতে পারবেন।

Create a BEAUTIFUL Website in Wordpress - Easy!
http://www.youtube.com/watch?v=3UbBsotUzCU
How To Create A Blog + Website: BEAUTIFUL! ("Adelle" BluChic) 2014
http://www.youtube.com/watch?v=TMOLiIR704o
How To Create A GORGEOUS Website? EASY! (MEETA WPZoom wordpress theme) 2013
http://www.youtube.com/watch?v=JyK-JWT6bsg

মেম্বারশিপ ওয়েবসাইট তৈরি :

ফ্রিল্যান্স মার্কেটপ্লেসগুলোতে মেম্বারশিপ ওয়েবসাইটেরও অনেক কাজ পাওয়া যায়। একটি মেম্বারশিপ ওয়েবসাইটের কাজের বাজেট থাকে ২০০ থেকে ১০০০ ডলার পর্যন্ত। ওয়ার্ডপ্রেস দিয়ে দুই থেকে তিন ঘণ্টার মধ্যেই পূর্ণাঙ্গ একটি মেম্বারশিপ ওয়েবসাইট তৈরি করা যায়। নিচে ইউটিউবের কয়েকটি মেম্বারশিপ সাইটের টিউটরিয়ালের ঠিকানা দেয়া হলো। এই ভিডিওগুলো দেখে প্র্যাকটিস করলে দুই ঘণ্টার মধ্যেই একটি মেম্বারশিপ সাইট তৈরি করতে পারবেন।

Create a Membership Website - No Coding!
http://www.youtube.com/watch?v=mxre2g_gVrI
How To Create a Membership Website in WordPress (FREE Paid Membership Pro 2013)
http://www.youtube.com/watch?v=kLo_Vpv--w0

www.pathagar.com

রেসপনসিভ ওয়েবসাইট তৈরি :

রেসপনসিভ ওয়েবসাইট সব ধরনের ডিভাইস দিয়ে ভিসিট করা যায়। এই জন্য রেসপনসিভ ওয়েবসাইটের চাহিদা এখন অনেক বেশি। ফ্রিল্যান্স মার্কেটপ্লেসগুলোতে রেসপনসিভ ওয়েবসাইটের অনেক কাজ পাওয়া যায়। রেসপনসিভ থিম/টেমপ্লেট ব্যবহার করলেই সাইট রেসপনসিভ হয়ে যায়। নিচে ইউটিউবের একটি রেসপনসিভ সাইটের টিউটরিয়ালের ঠিকানা দেয়া হলো। এই ভিডিওটি দেখে এক ঘণ্টার মধ্যেই একটি রেসপনসিভ সাইট তৈরি করতে পারবেন।

How To Make a Responsive Website - AMAZING!
http://www.youtube.com/watch?v=8Jv47_VIBOQ

আর্কিটেকচার ওয়েবসাইট তৈরি :

আর্কিটেকচার ওয়েবসাইট কীভাবে তৈরি করতে হবে তার ইউটিউবের ভিডিও টিউটরিয়ালের ঠিকানা নিচে দেয়া হলো। এই ভিডিওটি দেখে দুই ঘণ্টার মধ্যেই একটি আর্কিটেকচার সাইট তৈরি করতে পারবেন।

How to Create a WordPress Website From Scratch
http://www.youtube.com/watch?v=IehBhDXCTts

ওয়েডিং (Wedding) ওয়েবসাইট তৈরি :

ফ্রিল্যান্স মার্কেটপ্লেসগুলোতে ওয়েডিং ওয়েবসাইটেরও কাজ পাওয়া যায়। একটি ওয়েডিং ওয়েবসাইটের কাজের বাজেট থাকে ২০০ থেকে ৫০০ ডলার পর্যন্ত। ওয়ার্ডপ্রেস দিয়ে দুই ঘণ্টার মধ্যেই পূর্ণাঙ্গ একটি ওয়েডিং ওয়েবসাইট তৈরি করা যায়। নিচে ইউটিউবের একটি ওয়েডিং সাইটের টিউটরিয়ালের ঠিকানা দেয়া হলো।

Create a Wedding Website - Step By Step
http://www.youtube.com/watch?v=p_9P8nLVZ7s

ম্যাগাজিন (Magazine-Style) ওয়েবসাইট তৈরি :

ফ্রিল্যান্স মার্কেটপ্লেসগুলোতে ম্যাগাজিন ওয়েবসাইটেরও অনেক কাজ পাওয়া যায়। একটি ম্যাগাজিন ওয়েবসাইটের কাজের বাজেট থাকে ১০০ থেকে ৫০০ ডলার পর্যন্ত। ওয়ার্ডপ্রেস দিয়ে এক থেকে দেড় ঘণ্টার মধ্যেই পূর্ণাঙ্গ একটি ম্যাগাজিন ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারবেন। নিচে ইউটিউবের একটি ম্যাগাজিন সাইটের টিউটরিয়ালের ঠিকানা দেয়া হলো।

www.pathagar.com

How To Create A Magazine-Style Website!
http://www.youtube.com/watch?v=OyeRYZ_6I2E

ওয়ার্ডপ্রেস সাইটের স্পিড বাড়ানো :

ফ্রিল্যান্স মার্কেটপ্লেসগুলোতে ওয়ার্ডপ্রেস সাইটের স্পিড বাড়ানোর অনেক কাজ পাওয়া যায়। এক থেকে দুই ঘন্টার মধ্যেই ওয়ার্ডপ্রেস সাইটের স্পিড বাড়ানো যায় ২০-৩০% পর্যন্ত। কোনো কোনো সাইটের ক্ষেত্রে সময় আরো বেশি লাগে। এই ধরনের কাজের বাজেট থাকে ২০ থেকে ১০০ ডলার পর্যন্ত। কীভাবে ওয়ার্ডপ্রেস সাইটের স্পিড বাড়ানো যায় তা নিচের ঠিকানায় গেলেই জানতে পারবেন।
www.abcomputertips.com

ওয়ার্ডপ্রেস থিম ডেভেলপমেন্ট :

ফ্রিল্যান্স মার্কেটপ্লেসগুলোতে ওয়ার্ডপ্রেস থিম ডেভেলপমেন্টেরও অনেক কাজ পাওয়া যায়। ওয়ার্ডপ্রেস থিম ডেভেলপমেন্ট (থিম/টেমপ্লেট বানানো) করতে এইচটিএমএর, সিএসএস, পিএইচপি, জাভা-স্ক্রিপ্ট ইত্যাদি জানতে হবে। এগুলো জানার জন্য www.w3schools.com সাইটটি ভিজিট করতে পারেন। এগুলো জানার পর কীভাবে থিম ডেভেলপমেন্ট করবেন তার জন্য http://rrfoundation.net/sitemap সাইটটি ভিজিট করতে পারেন। এখানে সব কিছু বাংলায় বলা হয়েছে এবং অনেক সহজভাবে। এই সাইটে প্রয়োজনীয় আরও অনেক বাংলা ভিডিও টিউটরিয়াল পাবেন। এগুলো দেখে দেখে প্র্যাকটিস করলে আপনি ওয়ার্ডপ্রেসের মাস্টার হয়ে যাবেন। আর যখনই কোনো প্রবলেমে পড়বেন, সেই প্রবলেম লিখে গুগলে সার্চ দেবেন, সমাধান পেয়ে যাবেন। তার পরও ফেসবুকের তিনটি গ্রুপের ঠিকানা দিচ্ছি এই গ্রুপগুলোতে সমস্যার কথা জানালে আশা করি সমাধান পেয়ে যাবেন।
https://www.facebook.com/groups/rrfkstbd/
https://www.facebook.com/groups/Wordpress2Smashing/
https://www.facebook.com/groups/html.web/

আর বিভিন্ন ফ্রিল্যান্সিং মার্কেটপ্লেসে HTML, CSS, Wordpress ইত্যাদির উপর টেস্ট দেওয়ার পূর্বে abcomputertips.com সাইট থেকে এগুলো ভালো করে পড়ে নিতে পারেন। তাহলে টেস্টে বেশি নম্বর পেয়ে পাশ করতে পারবেন।

www.pathagar.com

গ্রাফিক্স ডিজাইন

আউটসোর্সিং জগতে গ্রাফিক্স ডিজাইনিং একটি অন্যতম পেশা। সব সময়ই চাহিদা থাকে এমন একটি কাজ হলো গ্রাফিক্স ডিজাইনের কাজ। প্রতিটি কোম্পানি তাদের প্রতিষ্ঠানের জন্য ব্যানার, লিফলেট, লোগো, ওয়েব পেইজ, বিজনেস কার্ড ইত্যাদি তৈরি করে থাকে এবং এসব কাজ সাধারণত বাইরের গ্রাফিক্স ডিজাইনার দ্বারাই করানো হয়। অন্যান্য কাজের মধ্যে আছে ইলাস্ট্রেশন, কার্টুন আঁকা, ছবি এডিট করা, কার্ড ডিজাইন করা ইত্যাদি।

বিভিন্ন অনলাইন মার্কেটপ্লেসে গ্রাফিক্স ডিজাইন কাজের প্রচুর চাহিদা দেখা যায়। জনপ্রিয় ফ্রিল্যান্স মার্কেটপ্লেস elance.com-এর সার্চ-জব পেইজ থেকে দেখা যায় এই মুহূর্তে ইল্যান্সে প্রায় ৪ হাজার জব ওপেন আছে, যেখানে ক্লায়েন্টরা গ্রাফিক্স ডিজাইনার চাচ্ছেন। এসব জবে মূলত ফটোশপ এবং ইলাস্ট্রেটর জানা ফ্রিল্যান্সারদের চাহিদা থাকে বেশি। শুধু ফটোশপ খুব ভালোভাবে জানেন–এমন ফ্রিল্যান্সারের মাসিক আয় পঞ্চাশ হাজার টাকারও বেশি হতে পারে এই আউটসোর্সিং জগতে। এমন অনেক নজিরও আছে। তাই যে সফটওয়্যারটি শিখবেন সেটি ভালোভাবেই শেখুন।

www.pathagar.com

যে সফটওয়্যারগুলো দিয়ে সাধারণত গ্রাফিক্সের কাজগুলো করা হয় সেগুলো হলো- ফটোশপ, ইলাস্ট্রেটর, ইনডিজাইন, লাইটরুম ইত্যাদি। যে সফটওয়্যারটি শিখবেন সেটির আধুনিক সংস্করণ শেখা ভাল। কেননা পুরনো সংস্করণ দিয়ে আমাদের দেশের ক্লায়েন্টদের জন্য কাজ করা গেলেও বিদেশি অধিকাংশ ক্লায়েন্টই চায় আপনি সফটওয়্যারের আধুনিক সংস্করণ দিয়েই কাজ করুন। ব্যক্তিগতভাবে আমার পরামর্শ হলো ফটোশপ, ইলাস্ট্রেটর, ইনডিজাইন, লাইটরুম যেটিই শিখুন না কেন সেটির অন্তত CS3 সংস্করণটি ভালোভাবে রপ্ত করুন।

গ্রাফিক্স ডিজাইনার হতে হলে কী করতে হবে? অনেকেই এই প্রশ্নটি করেন। আমার মতে, গ্রাফিক্স ডিজাইনার হতে হলে প্রথমত, এই কাজের প্রতি আগ্রহ থাকতে হবে। যার কখনই আঁকাআঁকি বা ডিজাইনের প্রতি কোনো ঝোঁক ছিল না তার এই পেশায় প্রতিষ্ঠিত হওয়াটা সহজ হবে না।

দ্বিতীয়ত, গ্রাফিক্স ডিজাইন করার জন্য যে সফটওয়্যারগুলো আছে সেগুলো ভালোভাবে শেখতে হবে। অনেকে কোনো প্রতিষ্ঠানে গিয়ে শিখেন, অনেকে ইন্টারনেট থেকে ভিডিও টিউটরিয়াল দেখে শেখেন, অনেকে বাজার থেকে গ্রাফিক্স ডিজাইনের টিউটরিয়ালের ডিভিডি কিনে তা দেখে দেখে শেখেন, অনেকে বই পড়ে ছবি দেখে দেখে শিখেন, অনেকে আবার এই সব উপায়েই শেখেন। তাই আপনি কীভাবে শিখবেন, সেটি আপনার পরই নির্ভর করবে। যেখান থেকেই শিখুন বা যে উপায়েই শিখুন না কেন, শুধু শিখলে কোনো লাভ হবে না। শেখার সাথে সাথে প্রচুর চর্চা করতে হবে। দিনে যদি দুই ঘণ্টা শিখেন তাহলে চার ঘণ্টা অন্তত চর্চা করবেন, তা না হলে সামনে আর এগোতে পারবেন না। যত চর্চা করবেন তত দক্ষতা বাড়বে এবং দেখবেন যে আপনি নিজে নিজেই অনেক কিছু শেখতে পারছেন, যেটা ক্লাসে বা অন্য কোথাও কখনো শেখানো হয়নি। আর গুগলকে আপনার বন্ধু বানিয়ে ফেলুন। কোনো কিছুতে আটকে গেলে বা কোনো বিষয় বুঝতে না পারলে গুগলে ওই বিষয়টি লিখে সার্চ দিন। দেখবেন ওখানে অনেক উত্তর আপনি খুঁজে পাবেন। গুগলে আছে হাজারো ছবি, যেখান থেকে আপনি ধারণা নিতে পারবেন লোগো কত রকমের হতে পারে, আন্তর্জাতিক মানের ডিজাইন দেখতে কেমন হয়, কোন রংগুলো ডিজাইনের ক্ষেত্রে বেশি ব্যবহার করা হয়, বিদেশি ক্লায়েন্টরা কী ধরনের ডিজাইনকে প্রাধান্য দেয় ইত্যাদি। কোনো আন্তর্জাতিক কোম্পানির লোগো দেখে দেখে আপনি সেই রকম লোগো বানানোর চেষ্টা করুন। এতে আপনি আপনার ঘাটতিগুলো সহজেই বুঝতে পারবেন এবং সেগুলো শিখে নিজেকে আরো দক্ষ করে তুলতে পারবেন। রাস্তা দিয়ে যখন কোথাও যাবেন, তখন আশপাশে ব্যানার, বিলবোর্ড প্রভৃতির ডিজাইনগুলো খেয়াল করবেন। চিন্তা করবেন, এগুলো কীভাবে বানানো হয়েছে,

www.pathagar.com

আপনি এগুলোর মতো বানাতে পারবেন কি না। এভাবেই কিন্তু আমরা চারপাশ থেকে শিখি এবং যা শিখি তার চর্চা করতে থাকি। আর চর্চা আমাদের দক্ষতা বাড়ায়। আপনি যত দক্ষ হবেন, তত ভালো ডিজাইনার হবেন এবং আপনার কাজের চাহিদা তত বাড়বে।

তৃতীয়ত, কাজ শেখা হলে কাজ পাওয়ার জন্য আউটসোর্সিংয়ের যেসব নামকরা প্রতিষ্ঠিত ওয়েবসাইট আছে, সেখানে আপনার অ্যাকাউন্ট খুলবেন। অ্যাকাউন্টটিকে দক্ষ একজন গ্রাফিক্স ডিজাইনারের অ্যাকাউন্ট হিসেবে দাঁড় করাবেন। আপনার নিজের করা কিছু সুন্দর প্রফেশনাল কাজের উদাহরণ আপনার অ্যাকাউন্টের পোর্টফলিওতে দেবেন, যাতে ক্লায়েন্ট আপনার কাজের মান বুঝতে পারে এবং আপনার কাজ দেখে আপনাকে তার কাজ দিতে আগ্রহী হয়। কাজ পেয়ে গেলে সেটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে করে দিতে হবে। আপনার পছন্দ অনুযায়ী নয়, ক্লায়েন্টের পছন্দ অনুযায়ী আপনাকে কাজটি সম্পন্ন করতে হবে। ক্লায়েন্টের সাথে কাজের ব্যাপারে যোগাযোগ রাখতে হবে অর্থাৎ কাজটি কত দূর হলো, কত সময় লাগবে, কাজটি আপনি সঠিকভাবে করছেন কি না তা আপনার ক্লায়েন্টকে সময়ে সময়ে জানাতে হবে। এতে আপনার ক্লয়েন্ট আপনার ওপর সন্তুষ্ট থাকবে এবং আপনাকে ভালো ফিডব্যাক দেবে। মনে রাখবেন, ভালো ফিডব্যাক আপনাকে নতুন আরও কাজ পেতে সহযোগিতা করবে। যেহেতু এখানে ক্লায়েন্টের সাথে যোগাযোগের বিষয়টি আসছে সেহেতু আমি বলব আপনি আপনার যোগাযোগের যে দক্ষতা সেটির ওপরও নজর দিন। এখানে যোগাযোগের মাধ্যম হল ইংরেজি। তাই ইংরেজিতে কথা বলা ও বুঝতে পারা এবং লেখা-এই বিষয়গুলোতেও ধীরে ধীরে নিজেকে রপ্ত করে তুলতে হবে। আপনাকে বিদেশীদের মতো করে ইংরেজি বলতে হবে না। কিন্তু আপনি যা বুঝাতে চান তা আপনার ক্লায়েন্টকে বোঝাতে পারার মতো ইংরেজি জানা থাকলে এই ক্ষেত্রে আপনার কাজ পাওয়া ও কাজ করা অনেক সহজ হবে। একইভাবে আপনার ক্লায়েন্ট কী বলছে তা বোঝতে না পারলে আপনি কাজটিই হয়তো ঠিকভাবে করে দিতে পারবেন না। তাই বোঝতে পারা ও বোঝাতে পারার মতো ইংরেজি জানা থাকলে আউটসোর্সিং জগতে সফল হওয়াটা শুধু সময়ের ব্যাপার।

এমরাজিনা ইসলাম খান
ফ্রিল্যান্স গ্রাফিক্স ডিজাইনার
বেসিস আউটসোর্সিং অ্যাওয়ার্ড ২০১৩ পুরস্কারপ্রাপ্ত
www.emrazina.com

www.pathagar.com

গ্রাফিক্স ডিজাইন শিখবেন যেভাবে

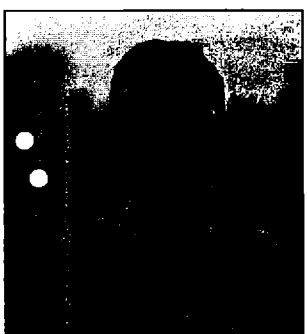

আপনি যদি ক্রিয়েটিভ ডিজাইনার হতে চান তাহলে প্রচুর পরিমাণে ডিজাইন দেখতে হবে। অভিজ্ঞ ডিজাইনাররা কীভাবে ডিজাইন করে তা ভালো করে লক্ষ করতে হবে। ইন্টারনেটে সার্চ দিলে অসংখ্য ডিজাইন পাওয়া যাবে। লোগো ডিজাইন, ব্যানার ডিজাইন, বিজনেস কার্ড ডিজাইন, বুক কভার ডিজাইন ইত্যাদি যা লিখেই সার্চ দেন না কেন। সার্চ করে করে এই ডিজাইনগুলো দেখে আপনার ডিজাইনার চোখ তৈরি করতে হবে। আঁকা-আঁকির অভ্যাস থাকলে ভালো। যদি না থাকে তাহলে ধীরে ধীরে করে ফেলুন। ডিজাইন সেক্টরে স্কেচিং- এর বিকল্প নেই। বড় বড় সকল ডিজাইনারই স্কেচ করে থাকেন। একটি লোগো ডিজাইনের পূর্বে সেই লোগো যদি খাতায় পেনসিল দিয়ে স্কেচ (আঁকা) করা হয় তাহলে সেটা সফটওয়্যারে ডিজাইন করতে অনেক সহজ হয়।

গ্রাফিক্স ডিজাইনের জন্য এডবি ফটোশপ এবং এডবি ইলাস্ট্রেটর সফটওয়্যার সব চেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়। পিক্সেল বেইজড কাজের জন্য ফটোশপ এবং ভেক্টর নিয়ে কাজ করার জন্য ইলাস্ট্রেটর। একজন ভালো গ্রাফিক্স ডিজাইনারের অবশ্যই এ দুটি

www.pathagar.com

সফটওয়্যারের ওপর ভালো দখল থাকতে হবে। লোগো ডিজাইন বা প্রিন্ট করা হবে এমন সকল ডিজাইন করার জন্য অবশ্যই এডবি ইলাস্ট্রেটর ব্যবহার করা ভালো। আপনি যদি প্রথম থেকে ডিজাইন করা শিখতে চান তাহলে সফটওয়্যারগুলোর লেটেস্ট ভার্সন দিয়ে শুরু করাই ভালো।

আপনি যদি ঘরে বসে নিজে নিজে গ্রাফিক্স ডিজাইন শিখতে চান তাহলে আপনাকে অনেক অনেক টিউটরিয়াল দেখতে হবে। ইন্টারনেটে ফ্রি অনেক টিউটরিয়াল পাওয়া যায়, যা দেখে আপনি প্র্যাকটিস করতে পারেন। বাংলা টিউটরিয়ালের জন্য www.projuktiteam.com সাইটটি দেখতে পারেন। এখানে ফটোশপ, ইলাস্ট্রেটর, লোগো ডিজাইন, বিজনেস কার্ড ডিজাইনসহ অনেক টিউটরিয়াল রয়েছে যা দেখে আপনি খুব সহজেই ডিজাইন করা শিখতে পারবেন। শুধু একটি সাইট দেখলেই হবে না। ইন্টারনেটে অনেক সাইট রয়েছে ডিজাইন শেখার জন্য যেমন www.lynda.com, www.digitaltutors.com, www.tutsplus.com ইত্যাদি। তবে সবচেয়ে ভালো হয় যদি ইউটিউবের ভিডিও দেখে দেখে শেখেন। যা শিখতে চান তা লিখেই গুগল বা ইউটিউবে সার্চ দিন।

বাসায় বসে প্র্যাকটিস করে তা অনলাইনে শেয়ার করুন। ফেসবুকসহ অনেক জায়গা রয়েছে, যেখানে ডিজাইনারদের গ্রুপ থাকে। সেখানে আপনার ডিজাইন শেয়ার করুন এবং সবার মতামত দেখুন। এভাবেই ধীরে ধীরে আপনি হয়ে উঠবেন একজন সফল ডিজাইনার। ফেসবুকের এই গ্রুপটিতে যোগ দিতে পারেন। www.facebook.com/groups/bedesigner

গ্রাফিক্স ডিজাইনার হিসেবে ড্রয়িং কেন দরকার?

পেনসিল স্কেচ বা ড্রয়িং জানা কতটা দরকার তা প্রতিটি অভিজ্ঞ ডিজাইনার হাড়ে হাড়ে টের পান। অনেকেই ড্রয়িং পারেন না বলে হতাশ হয়ে যান। আসলে ড্রয়িং বা স্কেচিং শেখা কঠিন কিছু নয়। শিখতে হলে সবার প্রথমে যেটা লাগবে, সেটা হচ্ছে ধৈর্য এবং সময়। অর্থাৎ কেউ যদি সময় নিয়ে চেষ্টা করে তাহলে খুব অল্প সময়েই স্কেচিং শেখা সম্ভব। শুধু গ্রাফিক্স ডিজাইনই নয়, সকল ডিজাইনের ক্ষেত্রেই পেনসিল স্কেচের প্রয়োজন হয়। লোগো ডিজাইন করার আগে খাতায় যদি অনেকগুলো লোগো আঁকা হয় তাহলে ফাইনাল লোগো সিলেক্ট করাও অনেক সহজ হয়ে যায়। এ ছাড়া অ্যানিমেশন ডিজাইনের জন্য ড্রয়িং অবশ্যই দরকার। সব মিলিয়ে স্কেচিং– এর বিকল্প নেই।

www.pathagar.com

কীভাবে ড্রয়িং শিখবেন?

www.drawspace.com এই ওয়েবসাইটে শুরু থেকে অর্থাৎ যে আগে কখনো ড্রয়িং করেনি সেও যেন শিখতে পারে, সেইভাবে টিউটরিয়ালগুলো সাজানো রয়েছে। এখানে প্রায় ১৫০+ টিউটরিয়াল রয়েছে, যা বিনা মূল্যে ডাউনলোড করা যাবে। ইংলিশে সব টিউটরিয়াল লেখা হলেও শুধুমাত্র ছবি দেখেই যে কেউ ধাপে ধাপে ড্রয়িংগুলো প্র্যাকটিস করতে পারবে। যখন কিছু আর্ট করবেন তখন নিজেই দেখবেন অনেক ভালো লাগছে এবং আরো আর্ট করতে ইচ্ছে করবে।

প্রথমে www.drawspace.com সাইটে রেজিস্ট্রেশন করে www.drawspace.com/lessons থেকে সকল টিউটরিয়াল অনুসরণ করুন। সব টিউটরিয়াল যদি শেষ করতে পারেন তাহলে নিশ্চিত আপনি জীবনে কোনো দিন ড্রয়িং করা ভুলবেন না। ডিজাইন নিয়ে এমন আরো অনেক কিছু জানতে পারবেন www.projuktiteam.com। এখানে সব কিছু বাংলাতে পাবেন।

লোগো কী?

লোগো। এক শব্দে একটি কোম্পানি, দেশ, জাতি বা ব্যক্তিত্বসহ অনেক কিছুই প্রকাশ করতে পারে। কোনো প্রতীক বা সিম্বল দেখলেই যদি আমাদের চোখের সামনে ঐ কোম্পানির চেহারা ভেসে উঠে, তাহলে সেটাই হচ্ছে লোগো। একজন সাধারণ মানুষের চোখে লোগো মানে কোম্পানি বা প্রডাক্ট, একজন ক্লায়েন্টের কাছে

www.pathagar.com

নিজের কোম্পানির ব্র্যান্ড। একজন ডিজাইনারের কাছে লোগো মানে ক্লায়েন্টের ভাবাদর্শ, যা মাত্র একটি গ্রাফিক দিয়ে প্রকাশ করা। লোগো দেখতে অনেক ছোট এবং সহজ মনে হলেও ডিজাইন করার সময় অনেক দিকেই লক্ষ রাখতে হয়।
বিস্তারিত দেখুন এই ভিডিওগুলোতে
http://www.youtube.com/watch?v=xhEdnCHxxYo
http://www.youtube.com/watch?v=FYqGC0KZrO4
http://www.youtube.com/watch?v=yHBYnJJk-eI

লোগো ডিজাইনের পূর্বপ্রস্তুতি :

অডিয়েন্স সম্পর্কে গবেষণা

লোগো শুধু দেখতে সুন্দর হলেই হবে না ব্র্যান্ডের মেসেজও প্রকাশ করতে হবে। আপনি যখন লোগো ডিজাইন করবেন তখন একটি ব্র্যান্ডের মেসেজ সবার সামনে একটি গ্রাফিক সিম্বল দিয়ে প্রকাশ করবেন। আর তাই আপনি লোগো ডিজাইন করার পূর্বে এই ব্র্যান্ডের অডিয়েন্স কারা হবে সেই অনুযায়ী রিসার্চ করবেন। এই বিষয়গুলো ক্লায়েন্টের কাছে শুরুতেই ভালোমতো জেনে নেবেন। আপনার কাছে যেটা সেরা, সেটা তার কাছে নাও হতে পারে। দেশ, জাতি, বর্ণভেদে লোগোর ডিজাইনও পরিবর্তন হবে। যেমন আমাদের দেশে লাল সবুজ অনেক জনপ্রিয় রং। তার মানে এই নয় যে এই রং পশ্চিমাবিশ্বেও জনপ্রিয়। তাদেরও নিজস্ব কিছু জনপ্রিয় বিষয় রয়েছে, যা আপনি ডিজাইন শুরু করার পূর্বে জেনে নেবেন।

ব্র্যান্ডের ভেতরে নিজেকে মগ্ন করুন

লোগো ডিজাইনের স্কেচ শুরু করার আগেই ক্লায়েন্টের ব্র্যান্ডের পেছনে কিছু সময় ব্যয় করুন। ক্লায়েন্ট যদি পূর্বে কোনো লোগো ডিজাইন করিয়ে থাকে তাহলে সেগুলোও আগে দেখে নিন। কী ধরনের লোগো ক্লায়েন্ট রিজেক্ট করেছে, কেন করেছে বা কী ধরনের লোগো পূর্বে ক্লায়েন্ট সিলেক্ট করেছে এই সব কিছুই আপনি জেনে নিন আপনার ডিজাইন শুরু করার পূর্বে। ক্লায়েন্টের রুচিবোধ সম্পর্কে তাহলে আপনার অনেকটা ধারণা চলে আসবে এবং খুব দ্রুতই কাঙ্ক্ষিত লোগো ডিজাইনে পৌঁছে যেতে পারবেন।

www.pathagar.com

আপনার করা সকল স্কেচগুলোই জমা রাখুন

আপনার করা প্রতিটি লোগো ডিজাইনের পূর্বে হয়তো অনেক অনেক স্কেচ করতে হয়েছে, যেখান থেকে একটি স্কেচ নিয়ে ফাইনালি কাজ করেছেন। তার মানে এই নয় যে অন্য স্কেচগুলো ফেলে দেবেন। আপনার এই আইডিয়াগুলোই পরবর্তীতে অনেক কাজে লাগতে পারে। আপনার করা পূর্বের স্কেচ একজন ক্লায়েন্টের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি বলে মনে করবেন না যে অন্য ক্লায়েন্টও এটা গ্রহণ করবে না। আপনার পূর্বের এই স্কেচগুলোকে একটু পরিবর্তন করেই হয়তো তৈরি করে ফেলতে পারবেন আপনার কাঙ্ক্ষিত লোগো।

ইলাস্ট্রেটরে লোগো তৈরি :

লোগো অনেক সফটওয়্যার দিয়েই তৈরি করা যায়। তবে সবচেয়ে জনপ্রিয় সফটওয়্যার হলো এডবি ইলাস্ট্রেটর। এবার আমরা ইলাস্ট্রেটর সফটওয়্যার দিয়ে কীভাবে অ্যাপল কোম্পানির অ্যাপলের লোগো তৈরি করা যায়, সেটা ধাপে ধাপে দেখব। এখানে এডোবি ইলাস্ট্রেটর সিএস ৬ সফটওয়্যারটি ব্যবহার করা হয়েছে। তবে সকল ভার্সন দিয়েই এই টিউটরিয়ালটি চর্চা করা যাবে। নিচের ছবিটি হলো অ্যাপল কোম্পানির লোগো।

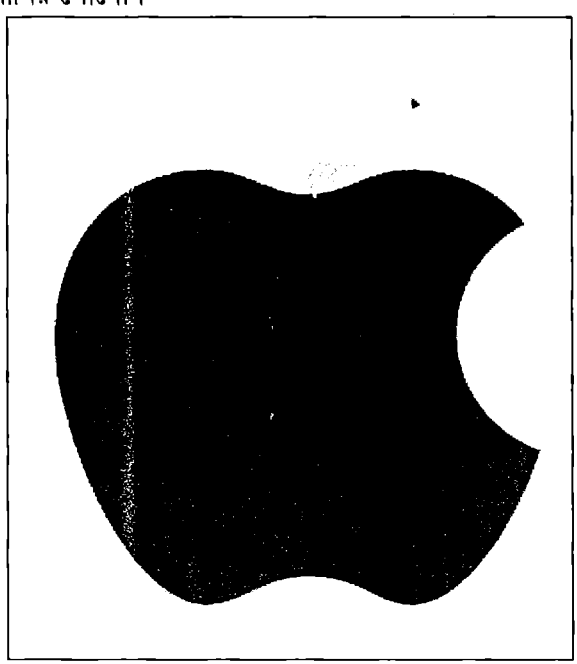

www.pathagar.com

প্রথমে একটি নতুন ডকুমেন্ট নিন। কিবোর্ড থেকে ctrl+n চাপলেই নতুন ডকুমেন্ট ওপেন হবে। ডকুমেন্টের সাইজ যেন 640×480px হয়। নিচের ছবিতে দেখানো হলো।

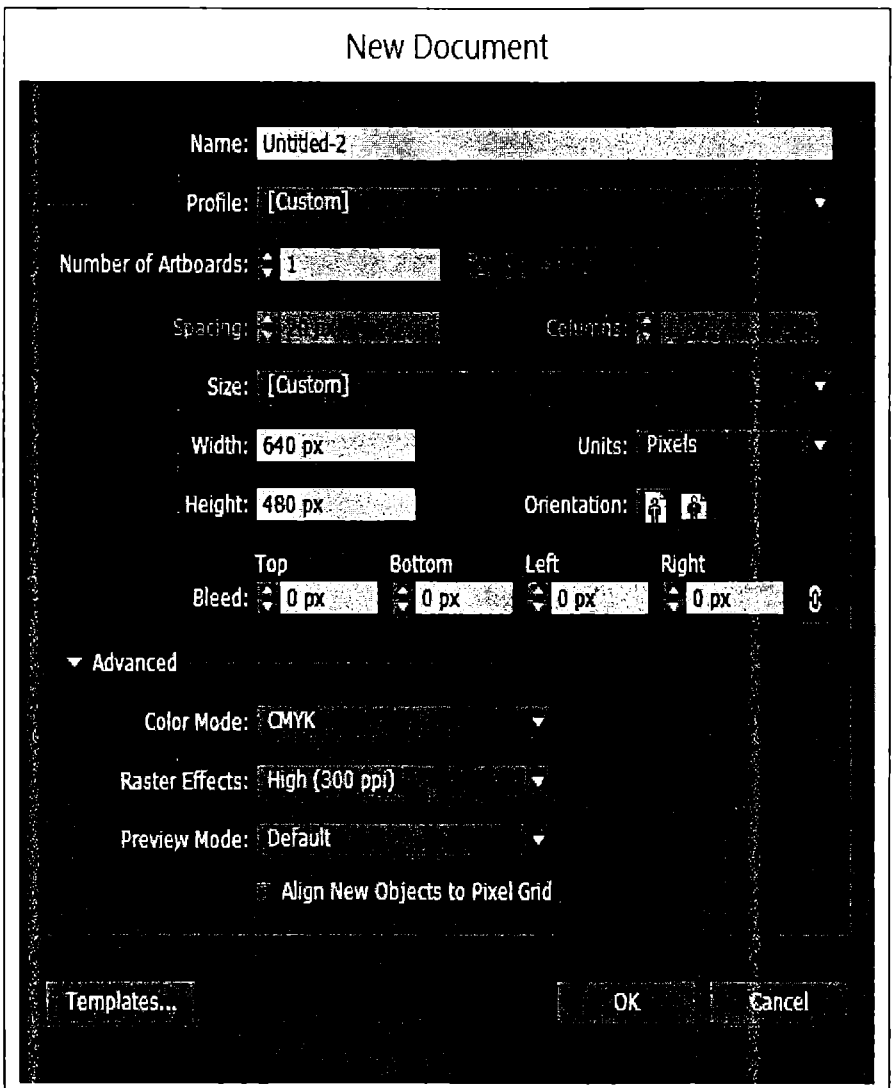

www.pathagar.com

এখন Ellipse tool (L) সিলেক্ট করুন। কিবোর্ড থেকে L চাপলেও হবে। তারপর ক্যানভাসের যেকোনো স্থানে ক্লিক করার পর যে বক্সটি আসবে সেখানে 73 width, 110 height দিন। এই সাইজগুলো দেখার জন্য window>info প্যানেলটি ওপেন করে রাখুন।

উপরের মেন্যু থেকে Effect>Warp>Shell Upper-এ যান। তারপর নিচের ছবির মতো করে সেটিংস দিন।

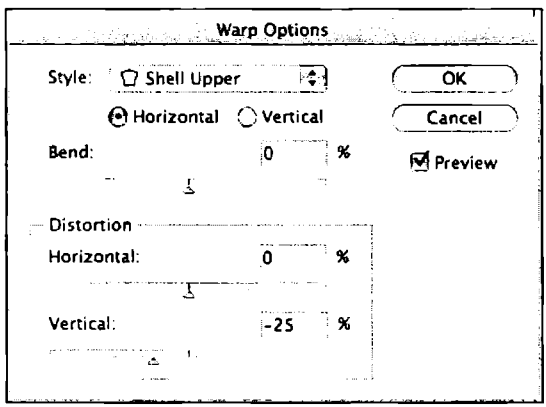

অনেকটা ডিমের শেপের মতো হবে। এখন এই শেপটি ডুপ্লিকেট করুন। Alt চেপে ঐ শেপটি ডুপ্লিকেট করুন বা Edit>Copy তারপর Edit>Paste in Place দিন। নতুন করে করা শেপটি ডান দিকে 51.6pt মুভ করান। এটা করার জন্য right arrow-কি ব্যবহার করতে পারেন অথবা মাউস দিয়ে করতে পারেন। এখন দেখতে অনেকটা নিচের ছবির মতো হবে।

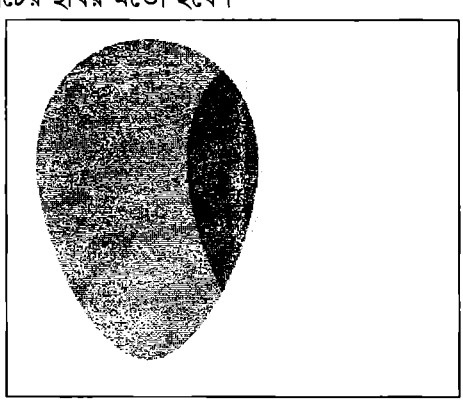

www.pathagar.com

এবার দুটি শেপকেই সিলেক্ট করুন। তারপর উপরের মেন্যু থেকে Object> Expand Appearance-এ ক্লিক করুন। এটা করার কারণ হচ্ছে warp ইফেক্টটি সব সময় যেন থাকে।

দুটি শেপকে সিলেক্ট করে মেন্যু থেকে window>pathfinder থেকে Merge অপশনে ক্লিক করুন। তখন দেখতে অনেকটা এমন হবে।

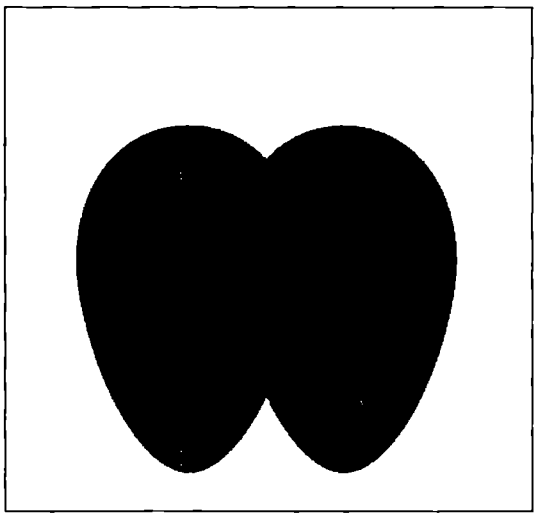

এখন এই শেপকে আপেলের শেপের মতো করার জন্য Direct selection (A) টুল সিলেক্ট করুন বা কিবোর্ড থেকে A চাপুন। তারপর নিচের যে অংশে আগের দুটি ডিমের শেপ মিলিত হয়েছে, সেখানে ক্লিক করুন। ক্লিক করার পর প্যাথ হ্যান্ডেল দেখতে পাবেন নিচের ছবির মতো।

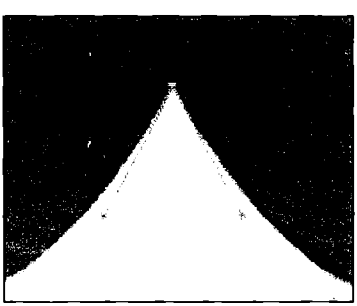

এই দুটি প্যাথ হ্যান্ডেলকে shift কি চেপে সোজা করুন নিচের ছবির মতো।

www.pathagar.com

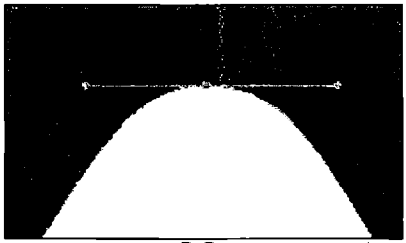

এখন এই দুটি প্যাথ হ্যান্ডেল যেখান মিলিত হয়েছে সেই পয়েন্টকে সিলেক্ট করে নিচের দিকে 16.8pt নামান। এটা করার জন্য down arrow কি ব্যবহার করুন। এভাবে উপরের মিলিত পয়েন্টও 4pt উপরের দিকে নিন Up arrow কি ব্যবহার করে। নিচের ছবিগুলো ভালোমতো খেয়াল করুন।

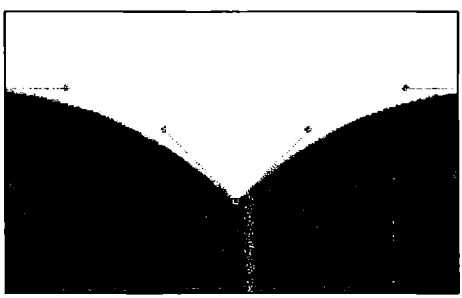

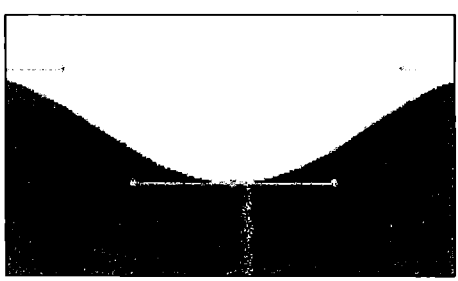

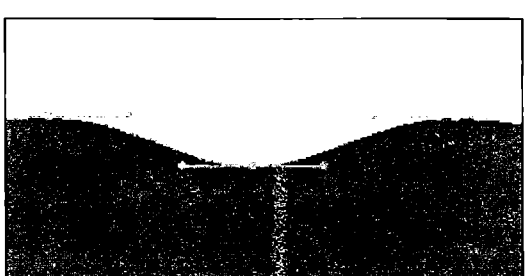

www.pathagar.com

এখন অনেকটা আপেলের শেপ চলে এসেছে তবে পুরোপুরি নয়। দেখুন নিচের ছবির মতো হয়েছে কি না।

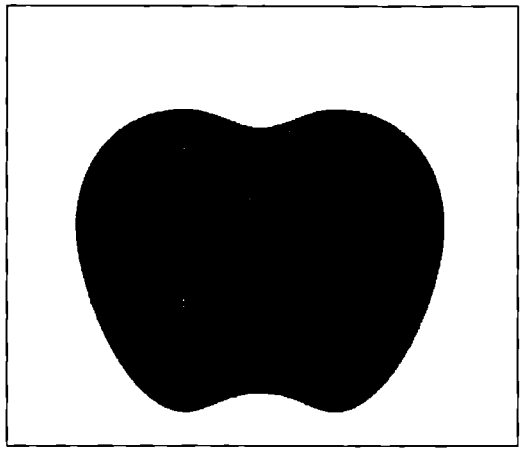

এবার এই আপেলে কামড় বসাব যা লোগোতে রয়েছে। এটা করার জন্য Ellipse tool (L) সিলেক্ট করে 62x62pt একটি সার্কেল তৈরি করুন। তারপর এই রাউন্ড শেপকে অ্যাপল শেপের ডান দিকে 24.8pt-এ রাখুন এবং উপর থেকে 11.6pt-এ রাখুন। সূক্ষ্মভাবে করতে ctrl+r চেপে রুলার টুলটি ব্যবহার করতে পারেন। দেখুন নিচের ছবির মতো হয়েছে কি না।

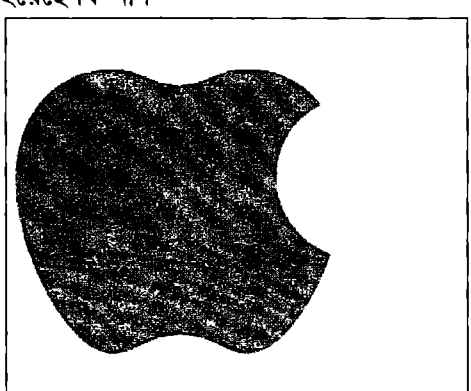

এবার অ্যাপল শেপ আর সার্কেল শেপ দুটিকে সিলেক্ট করুন। মেন্যুবার থেকে window>pathfinder থেকে Minus Front বাটনে ক্লিক করুন। এখন দেখবেন অ্যাপলে কামড়ের চিহ্ন চলে এসেছে। অনেকটা নিচের ছবির মতো।

www.pathagar.com

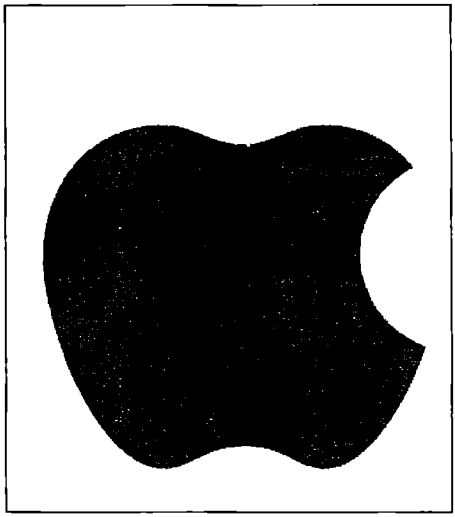

এখন শুধু অ্যাপল লোগোর পাতাটা যুক্ত করা বাকি। পাতা অনেকভাবে করা যায়। তবে আমরা সঠিক সাইজে করব। এটা করার জন্য Line Segment Tool (\) সিলেক্ট করুন। এখন যেকোনো স্থানে ক্লিক করার পর যে বক্স আসবে সেখানে 44 length, 90 degree angle দিন নিচের ছবির মতো।

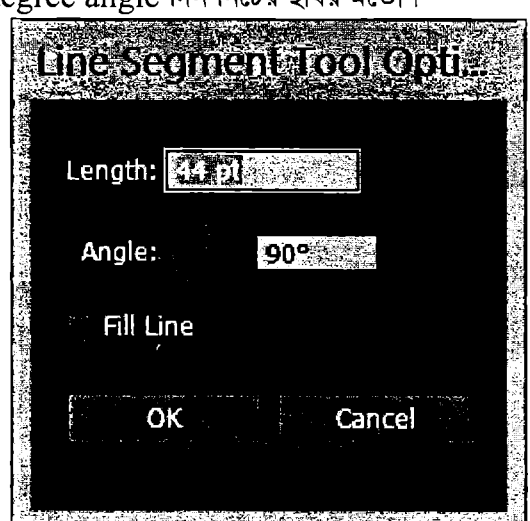

www.pathagar.com

এখন তৈরি করা এই লাইন সিলেক্ট করা অবস্থায় Stroke থেকে 18pt সিলেক্ট করে দিন। Stroke ডিফল্টভাবে uniform দেয়া থাকে। কিন্তু এখন নিচের ছবির মতো Stroke সিলেক্ট করে দিন।

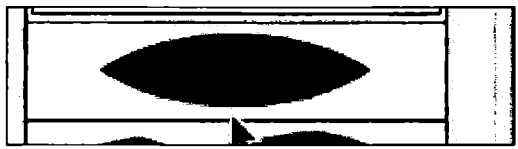

Choose the rotate tool
and rotate the leaf by -39

এবার পাতাটিকে -৩৯ ডিগ্রি রোটেট করুন। রোটেট করার জন্য selection tool (v) ব্যবহার করতে পারেন। এবার এই পাতাটিকে অ্যাপলের মাঝ বরাবর উপরের বিন্দু থেকে নিচের ছবির মতো 6.8pt উপরে স্থাপন করুন।

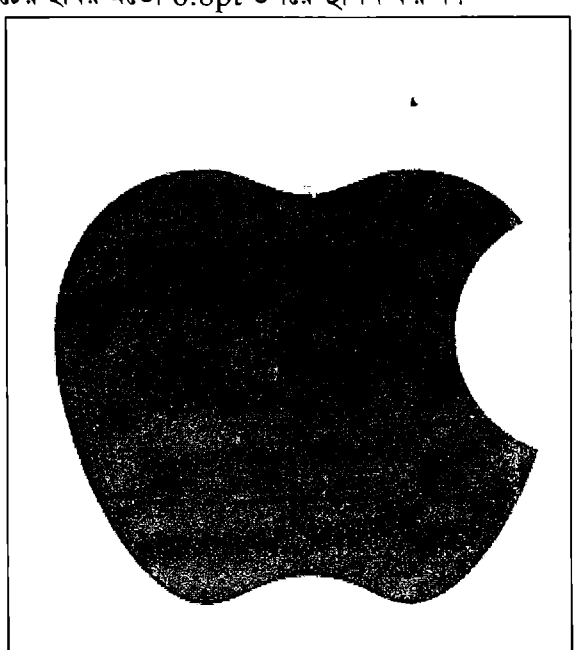

পাতাটিকে স্থায়ীভাবে রাখার জন্য মেন্যুবার থেকে Object> Path > Outline Stroke সিলেক্ট করুন। ব্যস, এবার আপনার পছন্দমতো রং দিয়ে অ্যাপল লোগো

www.pathagar.com

তৈরির কাজ শেষ করুন। apple টেক্সটি লেখার জন্য Myriad বা Helvetica Neue ফন্টটি ব্যবহার করতে পারেন।

এভাবে বুঝতে সমস্যা হলে এই ভিডিওটি দেখতে পারেন। এখানে বিস্তারিত দেখিয়ে দেয়া হয়েছে কীভাবে এই অ্যাপল লোগো বানাতে হবে।
http://www.youtube.com/watch?v=6VoO5eZSrgg

বিজনেস কার্ড ডিজাইন :

অনলাইনে আয় করার জন্য যে ডিজাইনগুলো খুব সহজেই করা যায় তার মধ্যে একটি হচ্ছে বিজনেস কার্ড ডিজাইন। বিজনেস কার্ড ডিজাইনের চাহিদাও অনেক সেটা অনলাইন মার্কেটপ্লেস হোক বা লোকাল মার্কেট। বিজনেস কার্ড কেমন হতে পারে এবং কত ক্রিয়েটিভ ভাবে ডিজাইন করা যেতে পারে, তা জানতে গুগলে এবং ইউটিউবে সার্চ দিন। অনেক অনেক ডিজাইন দেখুন। যত বেশি ডিজাইন দেখবেন, তত বেশি আইডিয়া পাবেন।

বিজনেস কার্ড ফটোশপ বা ইলাস্ট্রেটর যেকোনো সফটওয়্যার দিয়েই করা যায়। বিজনেস কার্ডে অনেক তথ্য থাকে। যেমন লোগো, কোম্পানি নাম, ট্যাগলাইন, ঠিকানা, ই-মেইল অ্যাড্রেস, মোবাইল নম্বরসহ অনেক কিছু। এই তথ্যগুলো সুন্দরভাবে সাজানোই হলো বিজনেস কার্ড ডিজাইন। বিজনেস কার্ড ডিজাইনের কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে।

বিস্তারিত দেখুন এই ভিডিওতে
http://www.youtube.com/watch?v=jQEbVDEY1SQ

বিজনেস কার্ড বিভিন্ন সাইজের হতে পারে। তবে স্ট্যান্ডার্ড সাইজ হিসেবে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। Horizontal, Vertical এবং Squire সাইজ। এ ছাড়া আরো ভিন্ন সাইজের বিজনেস কার্ড রয়েছে। সাধারণ বিজনেস কার্ডের সাইজ হলো 3.5x2।

বিস্তারিত দেখুন এই ভিডিওতে
http://www.youtube.com/watch?v=iv93nnr129M

www.pathagar.com

গ্রাফিক্স ডিজাইনের কিছু ফ্রি রিসোর্স :

ইন্টারনেটে সাধারণত সকল ভালো রিসোর্সগুলো টাকা দিয়ে কিনতে হয়। তবে এখানে যে গ্রাফিক্স রিসোর্সগুলো শেয়ার করা হয়েছে, তা বিনা মূল্যে ব্যবহার করা যাবে।

www.bluevertigo.com.ar

স্টক ইমেজের কী পরিমাণ চাহিদা তা প্রতিটি ডিজাইনারই জানেন। আর এই ব্লুভার্টিগো ওয়েবসাইটের কাজই হলো স্টক ইমেজের সাইটের নাম জানানো। এখানে প্রায় ১০০+ স্টক ইমেজ ওয়েব সাইট রয়েছে। শুধু তা-ই নয়, সাথে সাথে ব্রাশ, আইকনস, সাউন্ডস, মিক্সিং টুলস এবং আরো অনেক কিছু। এক কথায় বলা যায় এখানেই পাওয়া যাবে সকল কিছু।

http://viewlike.us

ওয়েব ডিজাইনারদের জন্য এই টুলটা অনেক কাজে দেবে। অনেক ধরনের ডিভাইসের যুগে আপনার ওয়েবসাইটটি কোন ডিভাইসে কেমন দেখাবে, তা অনায়াসেই এই টুল ব্যবহার করে দেখতে পারবেন।

www.typetester.org

ডিজাইনারদের জন্য ভালো ফন্টের কোনো বিকল্প নেই। কিন্তু ডিজাইনিংয়ের সময় সঠিক ফন্টটি খুঁজে পেতে অনেক ঝামেলা পোহাতে হয়। এই ধরনের সমস্যা সমাধানের জন্য রয়েছে টাইপ টেস্টার। এখানে একই সাথে তিন কলামে বিভিন্ন ফন্টের প্রিভিউ দেখাবে এবং আপনার ডিজাইনের জন্য সেরা ফন্টটি বাছাই করতে সাহায্য করবে। প্রিন্ট ডিজাইন বা ওয়েব ডিজাইন উভয়ের জন্যই এই টুলস কাজে আসবে। ফটোশপ এবং ইলাস্ট্রেটর এমনকি CSS কোডও এক ক্লিকেই তৈরি করে দেবে এই টুল।

www.brushking.eu

ফটোশপে ব্রাশ ব্যবহার করে না এমন ডিজাইনার পাওয়া দুষ্কর। ফটোশপের জন্য এই সাইটে রয়েছে প্রায় ৭০০০+ ফ্রি ফটোশপ ব্রাশ, যা প্রায় ৪০০ প্যাকে সাজানো রয়েছে। গ্রাফিক্স ডিজাইনারদের জন্য এই কালেকশন হতে পারে বিশাল কিছু।

হাসান যোবায়ের
গ্রাফিক্স ডিজাইনার
www.projuktiteam.com

www.pathagar.com

গ্রাফিক্স ডিজাইন সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে চাইলে গুগলে সার্চ দিন। যা জানতে চান তা লিখেই সার্চ দিন। সমাধান পেয়ে যাবেন। নিচে ইউটিউবের অনেকগুলো ভিডিওর ঠিকানা দিয়েছি। এই ভিডিওগুলো দেখলে আরো বিস্তারিত জানতে পারবেন।

http://www.youtube.com/user/pfltuts/videos
http://www.youtube.com/user/visualrevolt/videos
http://www.youtube.com/user/GimpKnowHow
http://www.youtube.com/user/xperpetualmotion/videos

Logo design
http://www.youtube.com/watch?v=8-UyzjDOH40
http://www.youtube.com/watch?v=kkcElgEPbuc
http://www.youtube.com/watch?v=zC1Fzn0kStI

Banner design
http://www.youtube.com/watch?v=SJQobCKMrPs
http://www.youtube.com/user/EvanEckard/videos
http://www.youtube.com/user/bluelightningtv/videos
http://www.youtube.com/user/ChChCheckItsClan/videos

www.pathagar.com

সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন

সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন বা এসইও হচ্ছে ধারাবাহিক পরিবর্তনের মাধ্যমে একটি ওয়েবসাইটের উন্নতি সাধন করা। যারা আউটসোর্সিং-এর সাথে জড়িত তারা নিশ্চয়ই সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন বা SEO শব্দটার সাথে পরিচিত। বিভিন্ন আউটসোর্সিং মার্কেটপ্লেসে প্রতিদিনই এ ধরনের কাজ পাওয়া যায়। বাংলাদেশি অনেক ফ্রিল্যান্সার রয়েছেন, যাঁরা অত্যন্ত সফলতার সাথে এ কাজগুলো করছেন। তবে অনেকের কাছে বিষয়টি প্রায় সময়ই বোধগম্য হয় না, ফলে আগ্রহ থাকার পরও কীভাবে শুরু করতে হবে, তা বুঝে উঠতে পারেন না। সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন একটি বিশাল ক্ষেত্র, এর সাথে অনেক ধরনের বিষয় জড়িত।

সার্চ ইঞ্জিন :

প্রথমেই দেখা যাক সার্চ ইঞ্জিন বলতে কী বোঝায়। সার্চ ইঞ্জিন হচ্ছে এক ধরনের কম্পিউটার প্রোগ্রাম, যা ইন্টারনেটে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন তথ্যকে তার নিজের ডেটাবেইজে সংরক্ষণ করে রাখে এবং পরবর্তীতে ব্যবহারকারীর চাহিদা অনুসারে ওয়েবসাইটে প্রদর্শন করে। সার্চ ইঞ্জিনগুলো এক ধরনের রোবট প্রোগ্রামের সাহায্যে নিরলসভাবে বিভিন্ন ওয়েবসাইটের তথ্য সংরক্ষণ করতে থাকে, যা ইন্ডেক্সিং (Indexing) নামে পরিচিত। জনপ্রিয় সার্চ ইঞ্জিনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় গুগল, তারপর মাইক্রোসফটের বিং, তারপর ইয়াহু।

সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন :

সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন (SEO) হচ্ছে এমন এক ধরনের পদ্ধতি, যার মাধ্যমে একটি ওয়েবসাইটকে সার্চ ইঞ্জিনের কাছে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলা, যাতে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের সার্চ রেজাল্টে ওয়েবসাইটি অন্য সাইটকে পেছনে ফেলে সবার আগে

www.pathagar.com

প্রদর্শিত হতে পারে। এই ধরনের সার্চ রেজাল্টকে Organic বা Natural সার্চ রেজাল্ট বলা হয়। সার্চ রেজাল্টের প্রথম পৃষ্ঠায় দশটি ওয়েবসাইটের মধ্যে নিজের ওয়েবসাইটকে নিয়ে আসাই সবার লক্ষ্য থাকে। এর কারণ হিসেবে দেখা যায় ব্যবহারকারীরা সাধারণত শীর্ষ দশের মধ্যে তার কাঙ্ক্ষিত ওয়েবসাইটকে না পেলে দ্বিতীয় পাতায় না গিয়ে অন্য কোনো শব্দ ব্যবহার করে পুনরায় সার্চ করেন। শীর্ষ দশে থাকার মানে হচ্ছে ওয়েবসাইটে বেশিসংখ্যক ভিজিটর পাওয়া আর বেশিসংখ্যক ভিজিটর মানে হচ্ছে বেশি আয় করা। এজন্য সবাই মরিয়া হয়ে নিজের ওয়েবসাইটকে সার্চ ইঞ্জিনের জন্য উপযুক্ত করে তুলেন।

সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনের সাথে অনেক বিষয় জড়িত। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। এ ক্ষেত্রে প্রথমেই সাইটের জন্য এক বা একাধিক নির্দিষ্ট কিওয়ার্ড (Keyword) বা শব্দগুচ্ছ বাছাই করতে হয়। কিওয়ার্ড বাছাই করার পূর্বে সময় নিয়ে গবেষণা করা প্রয়োজন। এমন একটি কিওয়ার্ড বাছাই করতে হয়, যাতে এর প্রতিদ্বন্দ্বী কম থাকে। ধরা যাক, অনলাইনে গেম খেলার একটি সাইটের জন্য যদি 'Play Online Game' কিওয়ার্ড বাছাই করা হয়, তাহলে এই শব্দ দিয়ে গুগলে সার্চ করলে ১.৬ কোটি সাইটের ফলাফল হাজির হবে। তাদের মধ্যে হাজারও জনপ্রিয় সাইট পাওয়া যাবে যেগুলোকে অতিক্রম করে প্রথম পাতায় আসাটা প্রায় অসম্ভব হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে কিওয়ার্ডের সাথে আরো কয়েকটি শব্দ যদি যোগ করা যায়, তাহলে দেখা যাবে প্রতিদ্বন্দ্বী ওয়েবসাইটের সংখ্যা কমে আসবে। কিওয়ার্ড নিয়ে গবেষণার জন্য সবচেয়ে ভালো হচ্ছে গুগল এডওয়ার্ডের কিওয়ার্ড টুলটি https://adwords.google.co.uk/o/KeywordTool

অন পেইজ অপটিমাইজেশন :

সাইটের জন্য সঠিক কিওয়ার্ড বাছাইয়ের পর এর বিভিন্ন অংশে এই কিওয়ার্ডটির প্রতিফলন থাকতে হয়। প্রথমত, ওয়েবসাইটের ডোমেইন নামে যদি বাছাইকৃত কিওয়ার্ডটি থাকে তাহলে সবচেয়ে ভালো। দ্বিতীয়ত, HTML-এর title ট্যাগে কিওয়ার্ড থাকা উচিত। সাইটের title ট্যাগটি ঠিকভাবে সাজানো খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই অংশটি একজন ব্যবহারকারী এবং সার্চ ইঞ্জিনকে সেই পৃষ্ঠায় কী তথ্য রয়েছে, তা নির্দেশ করে। তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, ওয়েবসাইটের 'description' meta ট্যাগ। এর মাধ্যমে ওই পৃষ্ঠার সারমর্ম লেখা হয়, যা সার্চ ইঞ্জিনকে সঠিকভাবে সেই পৃষ্ঠা ইন্ডেক্সিং-এ সহায়তা করে। এই ধরনের পদ্ধতিকে On Page Optimization বলা হয়।

www.pathagar.com

title-ট্যাগের ব্যবহার

একটি HTML পৃষ্ঠার টাইটেল ট্যাগ থেকে সেই পৃষ্ঠার বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা পাওয়া যায়, যা একজন ব্যবহারকারী এবং সার্চ ইঞ্জিনের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। HTML ডকুমেন্টের <head> ট্যাগের মধ্যে <title> ট্যাগ লেখা হয়। টাইটেল ট্যাগটি ওয়েব ব্রাউজারের টাইটেলবারে এবং সার্চের সময় প্রথমেই দৃশ্যমান হয়। টাইটেল ট্যাগের মধ্যে সাধারণত সাইটের নাম এবং পৃষ্ঠার বিষয়বস্তু যুক্ত করা হয়। একটি সাইটের প্রতিটি পৃষ্ঠার জন্য ভিন্ন ভিন্ন টাইটেল ট্যাগ থাকা প্রয়োজন। এতে সাইটের পৃষ্ঠাগুলোকে গুগল আলাদাভাবে শনাক্ত করতে পারে। পৃষ্ঠার বিষয়বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত নয়, এমন শিরোনাম পরিহার করা উচিত। টাইটেল ট্যাগে অপ্রয়োজনীয় এবং অপ্রাসঙ্গিক কিওয়ার্ড যুক্ত না করাই ভালো। টাইটেল ট্যাগ হতে হবে বর্ণনামূলক অথচ সংক্ষিপ্ত। অনেক লম্বা টাইটেল ট্যাগ ব্যবহার করলে সার্চের ক্ষেত্রে গুগল শুধুমাত্র এর অংশবিশেষ প্রদর্শন করে।

description-মেটা ট্যাগ

একটি HTML ডকুমেন্টের description মেটা ট্যাগের মধ্যে ওই পৃষ্ঠা সারসংক্ষেপ যুক্ত করা হয়, যা গুগল এবং অন্যান্য সার্চ ইঞ্জিনকে সাইটের পৃষ্ঠাটি সম্পর্কে ভালো ধারণা দেয়। যেখানে title ট্যাগ কয়েকটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত সেখানে description মেটা ট্যাগের মধ্যে এক বা একাধিক লাইনের একটি প্যারাগ্রাফ দিতে হয়। টাইটেল ট্যাগের মতো এটিও <head> ট্যাগের মধ্যে <meta name="description" content="..."> এর মাধ্যমে যুক্ত করতে হয়। সাইটের প্রতিটি পৃষ্ঠায় ভিন্ন ভিন্ন এবং সঠিক description যুক্ত করা প্রয়োজন, কারণ সার্চের ফলাফলে প্রায় সময় এটি প্রদর্শিত হয়। শুধুমাত্র কিওয়ার্ড দিয়ে description মেটা ট্যাগটি তৈরি করা উচিত নয়। অনেকে আবার পৃষ্ঠার মূল লেখাকে সরাসরি এই ট্যাগে লিখে ফেলেন, যা মোটেও ঠিক নয়।

সাইটের কাঠামো URL পুনর্গঠন

সহজবোধ্য ও বর্ণনামূলক URL সার্চ ইঞ্জিন এবং ব্যবহারকারীদের কাছে সমান গুরুত্বপূর্ণ। সাইটের প্রতিটি পৃষ্ঠার URL যাতে সেই পৃষ্ঠার বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। ID বা ব্যবহারকারীদের কাছে অর্থহীন বিভিন্ন প্যারামিটার ব্যবহার না করে অর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করা উচিত।

www.pathagar.com

উদাহরণসরূপ http://yoursite.com?category_id=1&product_id=2 এর পরিবর্তে http://yoursite.com/books/book-title এভাবে URL লিখলে সার্চ ইঞ্জিন এবং ব্যবহারকারীদের কাছে পৃষ্ঠার বিষয়বস্তু পরিষ্কার হয়ে যায়। URL-এ যাতে অত্যধিক কিওয়ার্ড না থাকে, সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে।

সহজ নেভিগেশন

সাইটের নেভিগেশন অর্থাৎ এক পৃষ্ঠা থেকে অন্য পৃষ্ঠায় যাওয়া যাতে সহজ হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। সহজ নেভিগেশন একদিকে ব্যবহারকারীদের যে রকম সাইটের তথ্য সহজেই খুজে পেতে সাহায্য করে, অন্যদিকে সাইটের গুরুত্বপূর্ণ পৃষ্ঠাগুলোকে সার্চ ইঞ্জিন সহজেই খুজে পায়। সাইটের প্রথম পৃষ্ঠা বা হোমপেজ থেকে অন্যান্য সকল পৃষ্ঠায় কীভাবে যাওয়া যাবে তা প্রথমেই প্ল্যান করা উচিত। সাইটে অসংখ্য পৃষ্ঠা থাকলে সেগুলোকে বিভাগ এবং উপবিভাগে ভাগ করে রাখা প্রয়োজন। প্রতিটি পৃষ্ঠায় breadcrumb লিস্ট যুক্ত করা ভালো, এর মাধ্যমে ব্যবহারকারী কত ধাপ ভেতরের পৃষ্ঠায় রয়েছে তা জানতে পারে এবং ইচ্ছে করলে লিংকে ক্লিক করে পূর্বের পৃষ্ঠায় যেতে পারে। এই লিস্টটি দেখতে সাধারণত এই রকম হয়ে থাকে– Home > Products > Books।

সাইট ম্যাপের ব্যবহার

সাইট ম্যাপ দুই ধরনের হয়ে থাকে, প্রথমটি হচ্ছে, একটি সাধারণ HMLT পৃষ্ঠা যেখানে সাইটের সকল পৃষ্ঠার লিংক যুক্ত করা হয়। মূলত কোনো পৃষ্ঠা খুঁজে পেতে অসুবিধা হলে ব্যবহারকারীরা এই সাইট ম্যাপের সহায়তা নেয়। সার্চ ইঞ্জিনও এই সাইট ম্যাপ থেকে সাইটের সকল পৃষ্ঠার লিংক পেয়ে থাকে। দ্বিতীয় সাইটম্যাপ হচ্ছে একটি XML ফাইল, যা 'গুগল ওয়েবমাস্টার টুলস' নামক গুগলের একটি সাইটে সাবমিট করা হয়। সাইটের ঠিকানা হচ্ছে http://www.google.com/webmasters/tools ! এই ফাইলের মাধ্যমে সাইটের সকল পৃষ্ঠা সম্পর্কে গুগল ভালোভাবে অবগত হতে পারে। এই সাইটম্যাপ ফাইল তৈরি করতে গুগল একটি ওপেনসোর্স স্ক্রিপ্ট প্রদান করে, যা এই লিংক থেকে পাওয়া যাবে
http://code.google.com/p/googlesitemapgenerator

404 পেইজের গুরুত্ব

ইন্টারনেট ব্যবহারকারীরা ব্রাউজিং করার সময় প্রায় সময় 404 নামক একটি পৃষ্ঠার সম্মুখীন হন। সাইটের লিংক ভুল থাকলে কিংবা কাঙ্ক্ষিত পৃষ্ঠাটি না পাওয়া গেলে

www.pathagar.com

এটি যেকোনো সাইটেই দৃশ্যমান হয় এবং এ ক্ষেত্রে সাধারণত '404 File Not Found' লেখাটি দেখা যায়। তবে এর সাথে অন্যান্য সাহায্যকারী তথ্য বা সাইটের অন্যান্য পৃষ্ঠার লিংক যুক্ত করতে পারলে ব্যবহারকারীদের জন্য অনেক সুবিধা হয়।

কনটেন্ট অপটিমাইজেশন

মানসম্মত ও স্বতন্ত্র কনটেন্ট বা তথ্য হচ্ছে একটি ওয়েবসাইট জনপ্রিয় করার মূল হাতিয়ার। এটি একদিকে যেমন ব্যবহারকারীদেরকে সাইটে নিয়মিত আসতে প্রভাবিত করে, তেমনি গুগলের কাছেও সাইটের গুরুত্ব বেড়ে যায়। ওয়েবসাইটে লেখা সংযোজন করার পূর্বে কিওয়ার্ড নিয়ে গবেষণা এবং লেখায় এর প্রতিফলন থাকা প্রয়োজন। গুগলের 'এডওয়ার্ডস' সাইটে এজন্য একটি টুল রয়েছে, যা একটি কিওয়ার্ড কতটা জনপ্রিয় তা যাচাই করতে সাহায্য করে। পাশাপাশি এই টুলের মাধ্যমে নতুন নতুন কিওয়ার্ড সম্পর্কে জানা যায়। সাইটটির ঠিকানা হচ্ছে- https://adwords.google.com/o/KeywordTool। তাছাড়া গুগলের 'ওয়েবমাস্টার টুলস' সাইটে শীর্ষ কিওয়ার্ডের একটি লিস্ট পাওয়া যায়, যা থেকে ব্যবহারকারীরা সাইটে ভিজিট করার পূর্বে গুগলে কোন কিওয়ার্ড ব্যবহার করে আসে তা জানা যায়। ওয়েবসাইটের কনটেন্ট তৈরি করার সময় বানান এবং ব্যাকরণের দিকে খেয়াল রাখা উচিত। লেখায় একাধিক বিষয়বস্তু থাকলে সেটিকে কয়েকটি প্যারাগ্রাফে ভাগ করে এবং শিরোনাম সহকারে লেখা উচিত।

অ্যাংকর টেক্সটের যথাযথ ব্যবহার

অ্যাংকর টেক্সট (Anchor Text) হচ্ছে HTML এর বা অ্যাংকর ট্যাগের ভেতরের শব্দগুচ্ছ যাতে ক্লিক করে অন্য কোনো পৃষ্ঠা বা সাইটে যাওয়া যায়। এই টেক্সটি গুগল এবং ব্যবহারকারীদেরকে লিংক সম্পর্কে পূর্ব ধারণা দেয়। এই লিংকটি একই সাইটের অন্য কোনো পৃষ্ঠার সাথে হতে পারে অথবা ভিন্ন কোন সাইটের সাথে সংযুক্ত হতে পারে। অ্যাংকর টেক্সটে 'Click here', 'Page' বা 'Article' এই জাতীয় সাধারণ শব্দ ব্যবহার না করে লিংককৃত পৃষ্ঠার বর্ণনামূলক হওয়া উচিত। অ্যাংকর টেক্সটটি যাতে অল্প কয়েকটি শব্দের সমন্বয়ে হয় সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে, সম্পূর্ণ একটি বাক্যকে অ্যাংকর টেক্সট হিসেবে ব্যবহার করা ঠিক নয়। একটি সাধারণ লেখা থেকে লিংককে যাতে আলাদাভাবে চেনা যায় সেজন্য অ্যাংকর টেক্সটে ভিন্ন রং, আন্ডারলাইন ইত্যাদি CSS স্টাইল ব্যবহার করা যেতে পারে।

www.pathagar.com

ছবির ব্যবহার

ওয়েবসাইটে ছবি বা ইমেজ যুক্ত করার সময় HTML-এর ট্যাগের মধ্যকার alt এট্রিবিউটে ছবির বর্ণনা যুক্ত করা উচিত। এর ফলে কোনো ব্রাউজারে যদি ছবিটি না আসে তাহলে এই এট্রিবিউটের লেখাটি দৃশ্যমান হবে। একটি ছবিকে লিংক হিসেবে ব্যবহার করার সময় এটি অ্যাংকর টেক্সটেরও কাজ করে। অন্যদিকে এর মাধ্যমে গুগলের ইমেইজ সার্চের সাহায্য ব্যবহারকারীরা ছবিটি খুঁজে পাবে। ছবির বর্ণনার পাশাপাশি ছবির ফাইলে নামও বর্ণনামূলক ও সংক্ষিপ্ত হওয়া প্রয়োজন। সাইটের সাইটম্যাপ ফাইলের মতো ছবির জন্যও একটি XML সাইটম্যাপ তৈরি করা যায়, যা গুগলকে ওয়েবসাইটের সকল ছবি সম্পর্কে ভালো ধারণা দেয়।

হেডিং ট্যাগ

HTML এ <h1> থেকে শুরু করে <h6> পর্যন্ত ৬টি হেডিং ট্যাগ রয়েছে যার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিরোনামকে <h1> ট্যাগের মধ্যে এবং কম গুরুত্বপূর্ণ তথ্যকে পর্যায়ক্রমে অন্যান্য হেডিং ট্যাগের মধ্যে লেখা হয়। হেডিং ট্যাগের লেখা যেহেতু পৃষ্ঠার অন্যান্য লেখা থেকে আকারে বড় হয়ে থাকে তাই এটি ব্যবহারকারীদের দৃষ্টি সহজেই আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয় এবং লেখার বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবহিত করতে ব্যবহারকারী ও গুগলকে সহায়তা করে। তবে একটি পৃষ্ঠায় মাত্রাধিক হেডিং ট্যাগ যাতে ব্যবহৃত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

robots.txt ফাইলের ব্যবহার

ক্রাউলার (Crawler) হচ্ছে এক ধরনের কম্পিউটার প্রোগ্রাম, যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইন্টারনেট ব্রাউজিং করে এবং নতুন নতুন তথ্য তার ডেটাবেইজে সংরক্ষণ (বা ক্রাউলিং) এবং সাজিয়ে (বা ইন্ডেক্সিং) রাখে। ক্রাউলার প্রোগ্রামকে প্রায় সময় ইন্ডেক্সার, বট, ওয়েব স্পাইডার, ওয়েব রোবট ইত্যাদি নামে ডাকা হয়। গুগলের ক্রাউলারটি 'গুগলবট' নামে পরিচিত। গুগলবট নিরবিচ্ছিন্নভাবে ইন্টারনেটে বিচরণ করে বেড়ায় এবং যখনই নতুন কোনো ওয়েবসাইট বা নতুন কোনো তথ্যের সন্ধান পায়, এটি গুগলের সার্ভারে সংরক্ষণ করে রাখে। robots.txt হচ্ছে এমন একটি ফাইল যার মাধ্যমে একটি সাইটের নির্দিষ্ট কোনো অংশকে ইন্ডেক্সিং করা থেকে সার্চ ইঞ্জিন তথা ক্রাউলারকে বিরত রাখা যায়। এই ফাইলটিকে সার্ভারের মূল ফোল্ডারের মধ্যে রাখতে হয়। একটি সাইটে এমন অনেক পৃষ্ঠা থাকতে পারে, যা ব্যবহারকারী ও সার্চ ইঞ্জিন উভয়ের কাছে অপ্রয়োজনীয়, সেক্ষেত্রে এই ফাইলটি হচ্ছে একটি কার্যকরী সমাধান। গুগলের ওয়েবমাস্টার টুলস সাইট থেকে এই ফাইল তৈরি করা যায়।

www.pathagar.com

nofollow লিংক সম্পর্কে সতর্কতা

গুগলবট একটি সাইটকে যখন ক্রাউলিং করতে থাকে তখন সেই সাইটে অন্য সাইটের লিংক পেলে তাতে ভিজিট করে এবং সেই সাইটকেও ক্রাউলিং করে। এ ক্ষেত্রে একটি সাইটের পেজরেংক (PR)-এর ওপর অন্য সাইটের পেজরেংকের প্রভাব পড়ে। HTML ট্যাগের <a> ট্যাগের মধ্যে "rel" এট্রিবিউটে "nofollow" দিয়ে রাখলে গুগল সেই লিংকে ভিজিট করা থেকে বিরত থাকে। nofollow লেখার নিয়ম হচ্ছে- Site Name। এটি মূলত বিভিন্ন ব্লগিং সাইটে পাঠকদের মন্তব্যে অবস্থিত লিংকে ব্যবহৃত হয়, যা স্প্যামার বা অনাকাঙ্ক্ষিত ভিজিটরদেরকে তাদের সাইটের পেজরেংক বাড়ানো প্রতিরোধ করে। এটি অযাচিত মন্তব্য প্রদানে স্প্যামারদেরকে নিরুৎসাহিত করে। তবে যে সকল ক্ষেত্রে স্প্যাম প্রতিরোধের ব্যবস্থা রয়েছে সেখানে nofollow ব্যবহার না করা ভালো এতে পাঠকরা মন্তব্য প্রদানে উৎসাহিত হবে এবং সাইটের সাথে তাদের যোগাযোগ আরো বেশি হবে।

ওয়েবসাইটের প্রচারণা এবং বিশ্লেষণ

একটি সাইটকে যখন অপর একটি সাইট লিংকের মাধ্যমে সংযুক্ত করে তখন একে বলা হয় ব্যাকলিংক (Backlink)। একটি সাইটের ব্যাকলিংক যত বেশি হবে গুগলের কাছে সেই সাইটের গুরুত্ব তত বাড়তে থাকবে এবং এর পেজরেংকও বাড়তে থাকবে। ফলস্বরূপ সার্চের মাধ্যমে আরো বেশিসংখ্যক ব্যবহারকারী সাইটে আসবে। বেশি করে ব্যাকলিংক পাবার জন্য ওয়েবসাইটে মানসম্মত তথ্য থাকা এবং এর সঠিক প্রচারণা প্রয়োজন। একটি সাইটে ভালো তথ্য থাকলে ব্যবহারকারীরা তাদের ওয়েবসাইটে স্বেচ্ছায় ব্যাকলিংক সংযুক্ত করবে। একটি ওয়েবসাইটের প্রচারণা দুই ধরনের হতে পারে–অনলাইন এবং অফলাইন। অনলাইন প্রচারণার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ব্লগিং। ওয়েবসাইটের সাথে একটি ব্লগ সংযুক্ত থাকলে এর মাধ্যমে ওয়েবসাইটের নতুন নতুন সার্ভিস বা পণ্যের সাথে ব্যবহারকারীদেরকে সহজেই পরিচয় করিয়ে দেয়া যায়। অনলাইন প্রচারণার মধ্যে আরেকটি পদ্ধতি হচ্ছে বিভিন্ন সামাজিক নেটওয়ার্কিং ও কমিউনিটি সাইটে প্রচারণা। তবে এসব সাইটে প্রচারণার ক্ষেত্রে একটু সংযমী হওয়া প্রয়োজন। ওয়েবসাইটের প্রতিটি নতুন তথ্য বা যেকোনো ছোটখাটো পরিবর্তন শেয়ার না করে বেছে বেছে ভালো তথ্যগুলো সবাইকে জানানো উচিত। অন্যথায় এটি অন্যদের বিরক্তির উদ্রেক করে। নিজের সাইটের সমজাতীয় কমিউনিটি সাইট বা বিভিন্ন ফোরামে প্রচারণা করা ভালো, তবে

www.pathagar.com

সে সকল সাইটে অযথা পোস্ট প্রদান বা স্প্যামিং যাতে না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। অফলাইন প্রচারণার মধ্যে রয়েছে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন, বিজনেস কার্ড তৈরি, পোস্টার, লিফলেট, নিউজলেটার প্রকাশ ইত্যাদি।

ফ্রি ওয়েবমাস্টার টুলের ব্যবহার

গুগলসহ অন্যান্য জনপ্রিয় সার্চ ইঞ্জিনগুলো ওয়েবমাস্টারদের জন্য এসইও সহায়ক বিভিন্ন ফ্রি টুল প্রদান করে। গুগলের ওয়েবমাস্টার টুলস সাইটের মাধ্যমে একজন ওয়েবমাস্টার তার সাইট সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেতে পাওে, যা গুগলের সার্চ রেজাল্টে আরো ভালোভাবে ওয়েবসাইটটি উপস্থিত হতে সহায়তা করে। এই সাইট থেকে যে সকল সার্ভিস বিনা মূল্যে পাওয়া যায় সেগুলো হলো–

- গুগলবট একটি সাইটের কোন অংশ ক্রাউলিং করতে না পারলে তা যায়।
- গুগলে একটি XML সাইটম্যাপ সাবমিট করা যায়।
- robots.txt ফাইল তৈরি করা যায়।
- title এবং description মেটা ট্যাগে কোনো সমস্যা থাকলে তা শনাক্ত করা যায়।
- যে সকল সার্চ কিওয়ার্ডের ব্যবহারকারীরা ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে সেগুলো সম্পর্কে জানা যায়।
- অন্য কোন কোন সাইট ব্যাকলিংক করেছে তা জানা যায়।
- আরো নানা ধরনের বিশ্লেষণধর্মী টুল।

পেজরেংক

PageRank বা সংক্ষেপে PR হচ্ছে গুগল কর্তৃক ব্যবহৃত এক ধরনের লিংক অ্যানালাইসিস এলগরিদম, যা দ্বারা একটি ওয়েবসাইট কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা নির্ধারণ করা হয় এবং সার্চের ফলাফলে এটিকে প্রধান্য দেয়া হয়। গুগলের কাছে যে ওয়েবসাইট যতটা গুরুত্বপূর্ণ তার পেজরেংক তত বেশি হয়ে থাকে এবং সার্চের ফলাফলে সেটি তত সামনের দিকে থাকার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। সর্বোচ্চ পেজরেংক হচ্ছে ১০ এবং সর্বনিম্ন পেজরেংক হচ্ছে ০। গুগল টুলবারের সাহায্যে একটি সাইটের পেজরেংক জানা যায়।

www.pathagar.com

ব্যাকলিংক

ব্যাকলিংক (BackLink) লিংক হচ্ছে একটি সাইটের পেজরেংক বাড়ানোর মূল হাতিয়ার। একটি ওয়েবসাইটের কোনো পৃষ্ঠায় যদি অন্য একটি সাইটের লিংক থাকে তাহলে দ্বিতীয় সাইটের জন্য এই লিংককে বলা হয় ব্যাকলিংক বা ইনকামিং লিংক। আর প্রথম সাইটের জন্য এই লিংকটি হচ্ছে আউটগোয়িং লিংক অর্থাৎ এই লিংকে ক্লিক করে ব্যবহারকারী দ্বিতীয় সাইটে চলে যাবে। এইভাবে একটি ওয়েবসাইটের যত বেশি ব্যাকলিংক থাকবে, সেই ওয়েবসাইটে ব্যবহারকারী আসার প্রবণতা বেড়ে যাবে। পাশাপাশি সার্চ ইঞ্জিনের রোবট প্রোগ্রাম সেই সাইটকে খুব সহজেই খুঁজে পাবে। ব্যাকলিংক বাড়ানোর অনেকগুলো পদ্ধতি রয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি পদ্ধতি হচ্ছে–

১) লিংক বিনিময় : এটি হচ্ছে ভালো পেজরেংকের বিভিন্ন ওয়েবসাইটের সাথে নিজের ওয়েবসইটের লিংক বিনিময় অর্থাৎ অন্য ওয়েবসাইটের লিংক নিজের সাইটে যোগ করা এবং সেই সাইটে নিজের ওয়েবসাইটের লিংক যোগ করানো। এজন্য সাধারণত বিভিন্ন ওয়েবসাইটের অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের সাথে যোগাযোগ করে তাদেরকে লিংক বিনিময়ের প্রস্তাব জানানো হয়। আবার লিংক আদান-প্রদানের জন্য বিভিন্ন ওয়েবসাইট রয়েছে, যেখানে লিংক বিনিময়ে আগ্রহী ওয়েবসাইটের ঠিকানা পাওয়া যায়।

২) ফোরামে পোস্ট করা : এই পদ্ধতিতে প্রথমে একটি ভালো পেজরেংকের ফোরামের Signature- এ নিজের ওয়েবসাইটের লিংক যোগ করতে হয়। তারপর সেই ফোরামে নতুন কোনো পোস্ট করলে বা অন্যের পোস্টে মন্তব্য দিলে লিংকটি সেই পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত হয়।

৩) আর্টিকেল জমা দেয়া : ইন্টারনেটে বিভিন্ন ওয়েবসাইট রয়েছে যেখানে নিজের সাইটের কোনো লেখা সেই সাইটগুলোতে জমা দেয়া যায় এবং সেই লেখার মধ্যে প্রয়োজন অনুসারে নিজের সাইটের লিংক দিয়ে ব্যাকলিংক বাড়ানো যায়।

৪) ডাইরেক্টরিতে জমা দেয়া : বিভিন্ন ওয়েব ডাইরেক্টরি রয়েছে, যেখানে বিনা মূল্যে নিজের সাইটের তথ্য এবং লিংক জমা দেয়া যায়।

৫) অন্যের ব্লগে মন্তব্য দেয়া : অন্যের ব্লগে মন্তব্য দিয়ে এবং সাথে নিজের সাইটের লিংক যুক্ত করেও ব্যাকলিংক বাড়ানো যায়।

www.pathagar.com

আয়ের উপায়

SEO -এর মাধ্যমে আয়ের বিভিন্ন উপায় রয়েছে। আপনি যদি নিজের সাইটের জন্য SEO করে থাকেন এবং এর মাধ্যমে সাইটে অধিক সংখ্যক ভিজিটর নিয়ে আসতে পারেন তাহলে নিঃসন্দেহে সাইটটি থেকে যেকোনো ধরনের সার্ভিস বা পণ্য বিক্রি করতে পারবেন। অনেকে আবার বিজ্ঞাপন থেকে আয় করেন। ইন্টারনেটে বিজ্ঞাপন থেকে আয়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় পদ্ধতি হচ্ছে Google Adsense। সাইটের মধ্যে গুগল অ্যাডসেন্সের কোড যোগ করলে এটি ওয়েবসাইটের তথ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিজ্ঞাপন দেখায়। সেই বিজ্ঞাপনে কোনো ভিজিটর ক্লিক করলে সাইটির মালিক একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ আয় করেন। পরবর্তীতে চেকের মাধ্যমে সেই অর্থ তাঁর কাছে পাঠানো হয়। বিজ্ঞাপনের পাশাপাশি আউটসোর্সিং মার্কেটপ্লেসগুলোতেও SEO ভিত্তিক নানা কাজ পাওয়া যায়। কাজগুলোর মধ্যে রয়েছে কিওয়ার্ড রিসার্চ, ব্যাকলিংক জোগাড় করা, অন পেইজ অপটিমাইজেশন, কনটেন্ট লেখা, এসইও কনসালট্যান্ট ইত্যাদি।

তথ্যসূত্র : http://www.freelancerstory.com

সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে চাইলে গুগলে সার্চ দিতে পারেন বা নিচের সাইটগুলো ভিজিট করতে পারেন

http://earntricks.com/category/onpageseo
http://earntricks.com/category/offpageseo

www.pathagar.com

সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং

ইদানীং অনেকেই অনলাইনে যতক্ষণ সময় থাকেন তার অনেকটাই কাটান ফেসবুকে। কারো কারো কাছে আবার ফেসবুক নেশার মতো হয়ে গেছে। রাত-দিন শুধু ফেসবুক নিয়েই পড়ে থাকেন। আর তাই এই ফেসবুককেই অনেক প্রতিষ্ঠান ব্যবসার ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিয়েছে। এখন অনেক প্রতিষ্ঠানই তাদের ব্যবসায়িক পণ্যের বিজ্ঞাপন দেয় ফেসবুকে। ফেসবুকে এখন ওয়েবসাইটের মতো করে ফেসবুক ফ্যান পেইজ তৈরি করা যায়। এতে ভিডিও, ফটো, বিভিন্ন ওয়েব ঠিকানাসহ বিভিন্ন কিছু যুক্ত করা যায়। আমরা যখন এই পেইজগুলোতে লাইক দিই তখন এই পেইজগুলো আমাদের ফেসবুক অ্যাকাউন্টের সাথে যুক্ত হয়ে যায়। যখনই এই পেইজে কোনো কিছু পোস্ট করা হয় তখনই এই পেইজগুলো ফেসবুক ওয়ালে আমাদের নজরে আসে। তখন এই পেইজে থাকা বিভিন্ন পন্যের বিজ্ঞাপন হয়। এই পেইজে ওয়েবসাইটের ঠিকানা দেয়া থাকে। এতে অনেকে ঐ ওয়েবসাইট ভিজিট করে। তখন ঐ ওয়েবসাইটের ভিজিটর বেড়ে যায়। তাদের পণ্যের প্রচারও বেশি হয়, বিক্রয়ও বেশি হয়। ফেসবুকের মাধ্যমে এভাবে মার্কেটিং করাকে ফেসবুক মার্কেটিং বলে। আর ফেসবুক, টুইটার, গুগল প্লাস, ইউটিউব ইত্যাদির মাধ্যমে অর্থাৎ সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটগুলোর মাধ্যমে মার্কেটিং করাকে সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং (SMM- Social Media Marketing) বলে।

সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটগুলোতে বিনা মূল্যে ফ্যান পেইজ খোলা যায়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাদের ফ্যান পেইজের জন্য ফেসবুক লাইক, টুইটার ফলোয়ার, গুগলপ্লাস, ইউটিউব ভিউয়ার ইত্যাদি কিনে। মানে বিভিন্ন ফ্রিল্যান্সারকে ভাড়া করে তাদের ফ্যান পেইজে অনেক ফেসবুক লাইক, টুইটার ফলোয়ার, গুগল প্লাস, ইউটিউব ভিউয়ার ইত্যাদি কালেক্ট করে দেয়ার জন্য। এতে অল্প সময়ে অল্প ব্যয়ে ঐ প্রতিষ্ঠানের

www.pathagar.com

প্রচারও ভালো হয়, বিক্রিও বেশি হয়। আর ফ্রিল্যান্সারাও এই জাতীয় অনেক কাজ পেয়ে থাকে। এই সব কাজ করার জন্য তেমন দক্ষতারও প্রয়োজন হয় না। শুধু সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটগুলো সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকলেই চলে। আপনি যদি সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটগুলোর ওয়ালে এই ফ্যান পেইজগুলো পোস্ট করেন ক্লিক/লাইক দেয়ার জন্য, বন্ধুদেরকে ইনভাইট করেন, বিভিন্ন গ্রুপে পোস্ট করেন তাতেই হয়ে যায়। সোস্যাল মিডিয়া মার্কেটিং সম্পর্কিত যে কাজ/জব গুলো আউটসোর্সিং সাইটে পাওয়া যায় সেগুলো হলো কাউকে (কোনো প্রতিষ্ঠানের জন্য) ফেসবুকে, টুইটারে, গুগল প্লাসে অ্যাকাউন্ট খুলে দেয়া, ফ্যান পেইজ তৈরি করে দেয়া, ফ্যান পেইজে লাইক, ফলোয়ার, ভিউয়ার কালেক্ট করে দেয়া, ফেসবুকে বা অন্য কোনো সাইটে ভোট দেয়া, ভোট কালেক্ট করে দেয়া ইত্যাদি। কোন আউটসোর্সিং সাইটে অ্যাকাউন্ট খুলে ফেসবুক, টুইটার, গুগল প্লাস, ইউটিউব ইত্যাদি লিখে সার্চ দিলেই এই রিলেটেড অসংখ্য কাজ/জব দেখতে পাবেন।

সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং সম্পর্কে আরো দক্ষ হতে চাইলে গুগলে সার্চ দেন দেখবেন অনেক অনেক টিউটরিয়াল পাবেন। টিউটরিয়াল শুধু পড়লে বা দেখলেই হবে না সাথে সাথে প্রচুর পরিমাণে প্র্যাকটিস করতে হবে। দক্ষতা বাড়াতে বেশি বেশি প্র্যাকটিস-এর কোনো বিকল্প নেই।

বাংলা টিউটরিয়ালের জন্য বাংলায় লিখে সার্চ দেন। আর ইংরেজি টিউটরিয়ালের জন্য ইংরেজিতে লিখে সার্চ দেন।

www.pathagar.com

অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং

৩ দিন ধরে আপনার ঠাণ্ডা জ্বর। ডাক্তারের কাছে গেলেন চিকিৎসার জন্য। ডাক্তার আপনাকে কিছুক্ষণ দেখে বললেন, কিছু মেডিকেল টেস্ট করা লাগবে। টেস্টের ফলাফল না দেখে আমি কোনো ঔষধ দিতে পারব না। সাথে বলে দিলেন এবিসি ডায়াগনস্টিক সেন্টার থেকে টেস্টগুলো করাতে।

ডাক্তার কেন এবিসি ডায়াগনস্টিক সেন্টারের নাম বললেন? তিনি তো অন্য কোনো ডায়াগনস্টিক সেন্টারের নামও বলতে পারতেন। এর কারণ হলো– পূর্ব থেকে ডাক্তারের সাথে এবিসি ডায়াগনস্টিক সেন্টারের চুক্তি রয়েছে, যেখানে বলা ছিল- ডাক্তারের রেফারেন্সে যত রোগী এই ডায়াগনস্টিক সেন্টারে আসবেন তাঁদের প্রত্যেকের কাছ থেকে প্রাপ্ত টাকার ওপর নির্দিষ্ট হারের কমিশন ডাক্তারকে দেওয়া হবে। ডাক্তার এই যে রোগীকে একটি রেফারাল দিয়ে নির্দিষ্ট অর্থ আয় করলেন এটিই উক্ত ডাক্তারের অ্যাফিলিয়েট আয়।

অন্যের পণ্য বা সেবা প্রচার এবং প্রচারণার মাধ্যমে বিক্রি করে দেওয়া বা বিক্রি করতে সাহায্য করা এবং সেটা থেকে নির্দিষ্ট হারে কমিশন গ্রহণ করা হচ্ছে একজন মার্কেটারের অ্যাফিলিয়েশন আয়। আর এই পুরো প্রক্রিয়াটিই অ্যাফিলিয়েট

www.pathagar.com

মার্কেটিং। ইন্টারনেটের মাধ্যমে পণ্য বিক্রি করার যত উপায় আছে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং হচ্ছে তন্মধ্যে অন্যতম কার্যকরী মাধ্যম। এই মাধ্যমকে ব্যবহার করে ইন্টারনেটের মাধ্যমে কোনো প্রতিষ্ঠানের পণ্যের প্রচার চালিয়ে আয় করতে পারেন ইন্টারনেট মার্কেটাররা।

অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিংয়ে তিনটি পক্ষ থাকে :

১. পণ্য বা সেবা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান

২. নেটওয়ার্ক

৩. অ্যাফিলিয়েট মার্কেটার

[অনেক ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পক্ষটি থাকে না। শুধু থাকে পণ্য বা সেবা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান আর আপনি নিজে]

উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান: ইন্টারনেটে পণ্যের প্রচার এবং দ্রুত পণ্যকে সর্বত্র ছড়িয়ে দিতেই অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং সুবিধাটি চালু করে উৎপাদনকারী বা সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান। আমি উপরে যে এবিসি ডায়াগনস্টিক সেন্টারের উদাহরণ দিয়েছিলাম এ ক্ষেত্রে এবিসি ডায়াগনস্টিক সেন্টারই সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান, অর্থাৎ প্রথমপক্ষ।

যে কারণে উৎপাদনকারী বা সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিংয়ের মাধ্যমে পণ্য বিক্রি করতে চান সেগুলো হলো :

১. বিশ্বব্যাপী দ্রুত পণ্যের প্রচারণার জন্য

২. বিক্রি বাড়ানোর জন্য

৩. পণ্য বা সেবার মার্কেটিং খরচ কমানোর জন্য

৪. পণ্য বা সেবার ব্র্যান্ডিং বাড়ানোর জন্য

নেটওয়ার্ক: নেটওয়ার্ক হলো মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান। এরা পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ও অ্যাফিলিয়েট মার্কেটারদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে দেয় এবং পণ্য বিক্রি ও অর্থ পাবার নিশ্চয়তা দেয়। অ্যাফিলিয়েট নেটওয়ার্কে পৃথিবীর নামি-দামি সব প্রতিষ্ঠানের পণ্য ও সেবা তালিকাভুক্ত থাকে যেখান থেকে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটাররা খুব সহজেই তার পছন্দের পণ্য বা সেবা বেছে নিতে পারে এবং সেটিকে নিজস্ব চ্যানেলে প্রচার চালিয়ে উক্ত পণ্যের বিক্রি বাড়াতে পারে।

নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠানগুলো ঠিক করে দেয় কোনো পণ্য বিক্রি করলে একজন অ্যাফিলিয়েট মার্কেটার কত কমিশন পাবেন। নেটওয়ার্কে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটার ও উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য আলাদা আলাদা অ্যাকাউন্ট থাকে যেখানে তারা তাদের আর্থিক লেনদেন সম্পন্ন করতে পারে। এ ছাড়াও নেটওয়ার্ক পাবলিশার এবং

www.pathagar.com

উৎপাদনকারীকে নিরাপত্তা দেয়। উৎপাদনকারীর কোনো পণ্য বা সেবা যদি কোনো অ্যাফিলিয়েট মার্কেটার বিক্রি করে দেয় তাহলে তার প্রাপ্য কমিশন প্রদান করতে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান বাধ্য থাকবে। অপরদিকে উৎপাদনকারীর পণ্য বা সেবা যাতে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটার তার নির্দিষ্ট নিয়মকানুন মেনে বিক্রি করে সেটার নিশ্চয়তা দিয়ে থাকে। আর এই কাজের জন্য নেটওয়ার্ক উভয় পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট হারে কমিশন রাখে। নিচে জনপ্রিয় কিছু নেটওয়ার্কের নাম দেওয়া হলো :

ক্লিকব্যাংক- http://www.clickbank.com/
কমিশন জাংশন- http://www.cj.com/
লিংকশেয়ার- http://www.linkshare.com/
আমাজন- http://www.amazon.fr/
শেয়ারএসেল- http://www.shareasale.com/
ওয়ারিয়রপ্লাস- http://www.warriorplus.com/
অ্যাফিলিয়েটউইন্ডো- http://www.affiliatewindow.com/

অ্যাফিলিয়েট মার্কেটার : অ্যাফিলিয়েট মার্কেটার হলেন যাঁরা পণ্য ইন্টারনেটে প্রচার চালিয়ে সেটি বিক্রিতে সহায়তা করেন এবং এর মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ আয় করেন। এজন্য অ্যাফিলিয়েট মার্কেটাররা যে ধরনের পণ্য পছন্দ করেন সেগুলো অ্যাফিলিয়েশন নেটওয়ার্ক থেকে পছন্দ করতে হয়। এরপর অ্যাফিলিয়েট নেটওয়ার্কে উক্ত পণ্য বিক্রি করার জন্য অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে হয়। নেটওয়ার্ক অ্যাফিলিয়েট মার্কেটারের আবেদন যাচাই-বাছাই করার পর তাকে উক্ত পণ্য অ্যাফিলিয়েট করার অনুমতি দেবে আর সাথে দেবে একটা গোপনীয় লিংক। এই লিংকের মাধ্যমে উক্ত পণ্যকে প্রমোট করতে হয় একজন অ্যাফিলিয়েট মার্কেটারের। এরপর উক্ত লিংক ধরে যত ক্রেতা পণ্য কিনবে তার একটি নির্দিষ্ট অংশ অ্যাফিলিয়েট মার্কেটারের অ্যাকাউন্টে যুক্ত হয়। আর নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ জমা হলে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটার সেই অর্থ উত্তোলন করতে পারে।

অ্যাফিলিয়েট পণ্য বা সেবা প্রমোট করার জন্য মার্কেটারকে অবশ্যই কিছু পন্থা অবলম্বন করতে হয়। অধিকাংশ অ্যাফিলিয়েট মার্কেটার ব্লগিং ও ই-মেইল মার্কেটিংয়ের সাহায্যে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং করে থাকেন। এখন হয়তোবা প্রশ্ন জাগতে পারে ব্লগিং ও ই-মেইল মার্কেটিং কী?

ব্লগিং হলো অ্যাফিলিয়েট পণ্য বা সেবার ওপর বিভিন্ন তথ্য নিজের বা অন্যের ওয়েবসাইটে লেখা। যাতে ক্রেতারা উক্ত পণ্য সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠে। আর অ্যাফিলিয়েট মার্কেটারকে উক্ত লেখায় পাঠককে পণ্য কেনার জন্য আগ্রহী করা হয়।

www.pathagar.com

এরপর লেখায় নির্দিষ্ট পণ্যের অ্যাফিলিয়েট লিংকও থাকে। এ লিংক ধরেই সাধারণত পাঠকরা পণ্যটি কিনে থাকে।

তবে ব্লগ লিখলেই যে উক্ত ব্লগ অনেক মানুষ পড়বে এমনটি নয়। এজন্য ব্লগ লেখার পর উক্ত ব্লগের জন্যও মার্কেটিং করার প্রয়োজন পড়ে। এজন্য সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং জানার প্রয়োজন পড়ে, সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন করতে হয়।

আর ই-মেইল মার্কেটিং হলো, কাঙ্ক্ষিত গ্রাহকদের নিকট পণ্য সম্পর্কে অবহিত করে ই-মেইল দেওয়া যেখানে পণ্যের অ্যাফিলিয়েট লিংক থাকবে। যেখান থেকে কাঙ্ক্ষিত গ্রাহক পণ্য কিনতে পারবে এবং পণ্যের মূল্যের কমিশন অ্যাফিলিয়েট মার্কেটাররা পাবেন।

যা পাওয়ার সুযোগ রয়েছে :

ইন্টারনেট থেকে আয় করার জন্য অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিংয়ের বাজার বিলিয়ন ডলারের। বিশ্বব্যাপি অ্যাফিলিয়েট সামিট নামে একটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে যাঁরা অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিংয়ের উন্নয়নে দীর্ঘ দিন ধরে কাজ করে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটির তথ্য মতে, অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং ব্যবসাটি প্রচার লাভ করেছে ১৯৯৬ সাল থেকে। সেই থেকে আজ পর্যন্ত অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং ব্যবসায়ের পরিধি বেড়েছে আকাশ চুম্বি। প্রতিষ্ঠানটির একটি সার্ভের তথ্যানুযায়ী, পৃথিবীর মোট অ্যাফিলিয়েট মার্কেটারদের মধ্যে ৩৮ শতাংশ মার্কেটার প্রতি বছর অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং থেকে একেক জন ৫ হাজার ডলারের মত আয় করে। ১১.৪ শতাংশ মার্কেটার আয় করেন ৫ হাজার থেকে ১০ হাজার ডলার, ৫.১ শতাংশ মার্কেটার বছরে ১০ হাজার থেকে ২৪ হাজার ডলার, ৬.৩ শতাংশ মার্কেটার ২৫ হাজার থেকে ৪৯ হাজার ৯৯৯ ডলার, ৭.৬ শতাংশ মার্কেটার ৫০ হাজার থেকে ৯৯ হাজার ডলার, ১০.১ শতাংশ মার্কেটার ১ লাখ থেকে ১ লাখ ৯৯ হাজার ডলার, ২.৫ শতাংশ মার্কেটার ২ লাখ থেকে ২ লাখ ৯৯ হাজার ডলার, ১.৩ শতাংশ মার্কেটার ৩ লাখ থেকে ৩ লাখ ৯৯ হাজার ডলার এবং ৫ শতাংশ ৫ লাখ ডলারের বেশি আয় করে থাকেন।

যা জানতে হয়

অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং কোনো রকেট সায়েন্স না যে আপনাকে শিখতে বছরের পর বছর ব্যয় করতে হবে। ভালো ইংরেজি জানলে আর ঠিকমতো অধ্যাবসায় করলে ৩ থেকে ৪ মাসের ভেতরেই আপনি দক্ষ অ্যাফিলিয়েট মার্কেটার হতে পারবেন। অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং শেখার জন্য যেসব বিষয় আপনাকে শিখেতে হবে তা হলো :

১. সাবলীল ইংরেজি লেখার ক্ষমতা।

www.pathagar.com

২. ব্লগ তৈরি ও তা রক্ষণাবেক্ষণ জানা।
৩. ব্লগ প্রমোশনের বা মার্কেটিংয়ের জন্য সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন (এসইও) জানা।
৪. সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং জানা।
৫. ই-মেইল মার্কেটিংয়ের দক্ষতা থাকা।

কীভাবে শিখতে হয়

অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং শিখতে হলে অনেক পড়াশোনা করা দরকার। ইন্টারনেটে সার্চ করে উপরের বিষয়গুলো শিখতে হবে। বিভিন্ন রাইটারের লেখা বা ব্লগ পড়ে, তাদের পিডিএফ বই পড়ে বা ভিডিও দেখেও আপনি অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং শিখতে পারেন। তবে ইন্টারনেট থেকে শিখতে প্রচুর সময় নষ্ট হতে পারে সরাসরি গাইডলাইনের অভাবে। হাতে-কলমে শেখার জন্য ভালোমানের কোনো প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটেরও দারস্থ হতে পারেন, যাঁরা দ্রুত আপনাকে একজন সফল অ্যাফিলিয়েট মার্কেটার হতে সাহায্য করবে। এই ঠিকানা থেকে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং সম্পর্কে আরো অনেক কিছু জানতে পারবেন। http://earntricks.com/category/affiliation

বাংলাদেশ থেকে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং করার সুযোগ

অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং আমাদের দেশে নতুন মনে হলেও উন্নত বিশ্বে এটি প্যাসিভ আয়ের জন্য অনেক জনপ্রিয় মাধ্যম। যেহেতু বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশ আর এখানকার শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা অনেক, তাই ঐ সব শিক্ষিত বেকারদের যদি অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং সম্পর্কে ভালো ধারণা দেওয়া যায় তাহলে তাঁরা খুব সহজেই নিজেদের স্বাবলম্বী হিসেবে গড়ে তুলতে পারেন। এই ব্যবসায় ঘরে বসেই করা যায়, বাংলাদেশের শিক্ষিত নারীদেরকেও তাই এই পেশায় আনা সম্ভব। আর একটি তথ্য দিই, পৃথিবীর মোট অ্যাফিলিয়েট মার্কেটারদের ৩৪ শতাংশই নারী। সুতরাং বুঝতেই পারছেন আমাদের দেশের শিক্ষিত তরুণীরাও এই ক্ষেত্রে কতটা ভালো করতে পারবেন।

ক্যারিয়ার হিসেবে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং

অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং একটি স্বাধীন ব্যবসা। এই ব্যবসা করতে আপনার তেমন কোনো বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে না, নিতে হবে না কোনো বিলাসবহুল অফিস বা কারখানা। পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে বসেই আপনি আপনার অ্যাফিলিয়েশন মার্কেটিংয়ের কাজ চালিয়ে যেতে পারবেন। প্রয়োজন শুধু একটি কম্পিউটার, ইন্টারনেট সংযোগ ও অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং সম্পর্কিত ভালো ধারণা।

www.pathagar.com

ক্যারিয়ার হিসেবে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং হতে পারে আদর্শ পেশা। কেননা, অন্যান্য চাকরিতে আপনাকে দিনে কমপক্ষে ৮ ঘন্টা বা তারো বেশি পরিশ্রম করতে হয়, তার বিনিময়ে যে পরিমাণ পারিশ্রমিক দেওয়া হয়, সেই তুলনায় অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিংয়ে মাত্র ৫ থেকে ৬ ঘন্টা সময় দিলেই তার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে আয় করা সম্ভব। উদাহরণ হিসেবে আমরা অনেকের নাম বলতে পারি, যারা অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিংয়ে পেশা হিসেবে নিয়ে আজ প্রতিষ্ঠিত। মার্কেটিং করা অ্যাফিলিয়েট প্রডাক্ট এর কমিশন যদি হয় ১২ ডলার আর আপনি প্রতিদিন যদি অন্তত ৩ বার করে সেই প্রোডাক্টটি বিক্রি করতে পারেন, তাহলে মাসে আপনার গিয়ে দাঁড়াবে ১০৮০ ডলার, যা বাংলাদেশি টাকায় কনভার্ট করলে আসে প্রায় ৮০ হাজার টাকার মতো। যা কি না যেকোনো চাকরির চেয়ে অনেক ভালো। আর দিনে ৩টা পণ্য বিক্রি করা খুব বেশি কঠিন না। একটু মেধা খাঁটিয়ে কাজ করলেই করা সম্ভব।

মাসুদুর রশিদ

সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং মার্কেটিং স্ট্রেটেজিস্ট,

ডেভসটিম

অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে চাইলে গুগলে সার্চ দিন। যা জানতে চান তা লিখেই সার্চ দিন। সমাধান পেয়ে যাবেন। নিচে ইউটিউবের অনেকগুলো ভিডিওর ঠিকানা দিয়েছি। এই ভিডিওগুলো দেখলে আরো বিস্তারিত জানতে পারবেন।

http://www.youtube.com/user/rockstarmedia1/videos
http://www.youtube.com/watch?v=qF[illegible]dAe_DToM
http://www.youtube.com/watch?v=wgaMUj77v94
http://www.youtube.com/watch?v=UiCNc9TXQHY
http://www.youtube.com/watch?v=zv8zGeWWnU4
http://www.youtube.com/watch?v=aJFZ4o7VCxc
http://www.youtube.com/watch?v=g9Cs5DEB1bs
http://www.youtube.com/watch?v=n8gxILtqOdQ
http://www.youtube.com/watch?v=a5Z_W62pS0c
http://www.youtube.com/watch?v=lCVrSrP72jk

www.pathagar.com

http://www.youtube.com/watch?v=zv8zGeWWnU4
http://www.youtube.com/watch?v=TZwNiBEdJ7w
http://www.youtube.com/watch?v=HkQTkGR6CvE
http://www.youtube.com/watch?v=Fdp0Tb7KYlA
http://www.youtube.com/watch?v=ei2cg_uvj4o
http://www.youtube.com/watch?v=VdIWwp24wDo
http://www.youtube.com/watch?v=h_-a-w_lYjA
http://www.youtube.com/watch?v=6XNJA3m-iak
http://www.youtube.com/watch?v=wgaMUj77v94

www.pathagar.com

ই-মেইল মার্কেটিং

সহজভাবে বললে ই-মেইল মার্কেটিং হলো ই-মেইলের মাধ্যমে মার্কেটিং। ই-মেইলের মাধ্যমে কোনো কিছুর প্রচার বা মার্কেটিং করাকে ই-মেইল মার্কেটিং বলে। অর্থাৎ সবাইকে ই-মেইল করে কোনো জিনিস বা কোনো পণ্য সম্পর্কে জানানোকে ই-মেইল মার্কেটিং বলে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এই পদ্ধিতির মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি করে থাকে।

ই-মেইল মার্কেটিং কী এবং কেন?

ই-মেইল মার্কেটিং হচ্ছে, একটি অনলাইন মার্কেটিং পদ্ধতি, যার মাধ্যমে পণ্যের বা সেবার দ্রুত প্রচার করা যায়। ফলে কোনো কাস্টমার ওই পণ্য বা সেবা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণাগুলো ই-মেইলের মাধ্যমেই পেয়ে থাকেন এবং তিনি পণ্যটি কিনতে আগ্রহী হন। ই-মেইল মার্কেটিং অনলাইন মার্কেটিংয়ের ক্ষেত্রে খুবই শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত। ইন্টারনেটের মাধ্যমে যত বিক্রি হয় তার ২৪ শতাংশই হয় ই-মেইল মার্কেটিংয়ের মাধ্যমে। অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং করার জন্যও ই-মেইল মার্কেটিং অনেকের কাছে জনপ্রিয়। শুধুমাত্র ই-মেইল মার্কেটিং জেনে বিভিন্ন অ্যাফেলিয়েট নেটওয়ার্ক (যেমন : ক্লিকব্যাংক, কমিশন জাংশন, প্লাইমাস, ওয়ান টেওয়ার্ক ডিরেক্ট) থেকে অ্যাফিলিয়েশনের প্রডাক্ট সংগ্রহ করে প্রতি মাসে অনেক টাকা আয় করা যায়।

কীভাবে ই-মেইল মার্কেটিং করা হয়?

ধরুন, বই কেনার জন্য রকমারি.কম আপনার একটি প্রিয় ওয়েবসাইট। কিন্তু আপনি এই সাইটে প্রতিদিন ভিজিট করছেন না। সাইটে যদি কোনো নতুন বই আসে কিংবা ডিসকাউন্ট অফার চলে তাহলে আপনি তা মিস করছেন। অপরদিকে রকমারি.কম

www.pathagar.com

আপনার মতো একজন সম্ভাব্য ক্রেতা হারাচ্ছে। তারা যদি ই-মেইল মার্কেটিংয়ের মাধ্যমে আপনাকে বই সম্পর্কে অবগত রাখত, তাহলে তাদের অনেক বই আপনি কিনতে পারতেন অথবা আপনার পরিচিত কাউকে জানাতে পারতেন। অপরদিকে রকমারির বই বিক্রয়ের পরিমাণও আরো বেড়ে যেত। কারণ একটি ওয়েবসাইটে একজন ব্যবহারকারী এক সপ্তাহে যতবার ভিজিট করে তার চেয়ে অনেক বেশি বার ই-মেইল চেক করে। মোবাইল কোম্পানিগুলো ইদানীং এসএমএস-এর মাধ্যমে তাদের অফার গ্রাহকদেরকে জানায়। এটিকে এসএমএস মার্কেটিং বলে।

আপনি একজন ব্লগার, অ্যাফিলিয়েট মার্কেটার, ই-কমার্স উদ্যোক্তা, সার্ভিস প্রোভাইডার যা-ই হোন না কেন, গ্রাহককে আপনার পণ্য সম্পর্কে জানাতেই হবে। আর এই প্রমোশনের অন্যতম সহজ ও শক্তিশালী মাধ্যম হলো ই-মেইল মার্কেটিং। ই-মেইল মার্কেটিংয়ের জন্য প্রয়োজন একটি ওয়েবসাইট, মার্কেটিং টুলস এবং পণ্য বা সেবা। আপনি চাইলে নিজের পণ্য যেমন ইবুক, টিউটরিয়াল তৈরি করে বিক্রি করতে পারেন। অন্যের পণ্য বিক্রি করে কমিশন পেতে পারেন। বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠানের রিভিউ দিয়ে বা অন্য কোথাও ভিজিটরকে রেফার করে আয় করতে পারেন। এখানে একটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর তা হলো আপনার সাবস্ক্রাইবার সংখ্যা। আপনার যদি মাত্র ১০ জন সাবস্ক্রাইবার থাকে তবে তা থেকে আপনি আয় করতে পারবেন না। এজন্য প্রথমেই আপনাকে সাবস্ক্রাইবার সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। মনে রাখবেন সাবস্ক্রাইবার যত বেশি থাকবে আপনার ইনকামও তত বেশি হবে।

ই-মেইল মার্কেটিং টুলস

আপনি যদি ই-মেইল মার্কেটিং করতে চান তবে আপনার একটি ই-মেইল মার্কেটিং টুলস-এর প্রয়োজন হবে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ই-মেইল মার্কেটিং টুলসের সেবা দিয়ে থাকে। এর জন্য তাদেরকে মাসিক কিছু ফিও দিতে হয়। বর্তমানে ই-মেইল মার্কেটিং টুলসের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় হলো অ্যাওয়েবার। এর জন্য মাসিক প্রায় ১৫ ডলারের মতো ফি দিতে হয়। গুগলে সার্চ দিলে অনেক ফ্রি সাইটও পাওয়া যাবে।

ই-মেইল মার্কেটিংয়ে ক্যারিয়ার

একজন ই-মেইল মার্কেটার ফ্রিল্যান্সিং মার্কেটপ্লেসে পার্টটাইম এবং ফুলটাইম উভয় ভাবেই কাজ করতে পারে। দক্ষ ই-মেইল মার্কেটার হতে পারলে কাজের অভাব নেই। অনলাইন মার্কেটপ্লেসে সাধারণত ই-মেইল মার্কেটিংয়ের যে কাজগুলো পাওয়া যায় তার মধ্যে ই-মেইল নিউজলেটার তৈরি, ই-মেইল প্লাটফর্ম (যেমন : মেইলচিম্প,

www.pathagar.com

অ্যায়েবার, আই কনটাক্ট, কন্সট্যান্ট কনটাক্ট, গেট রেসপন্স ইত্যাদি) মেইনটেন্যান্স, সাপ্তাহিক বা মাসিক নিউজলেটার পাঠানো, বিজনেস প্রোপোজাল লেটার ডিজাইন ও ই-মেইল কনটেন্ট রাইটিং ইত্যাদি। এ-ছাড়া বাল্ক ই-মেইল, সার্ভার সেটআপ, এমএমটিপি সার্ভার ইস্যু ইত্যাদি কাজও পাওয়া যায়। তবে কেউ যদি সব কিছু না শিখে শুধু ডিজাইনিং দক্ষতাকে কাজে লাগায় তাহলেও মাসে হাজার ডলারের বেশি আয় করা সম্ভব।

ই-মেইল মার্কেটারের আয়

ই-মেইল মার্কেটিংয়ের ক্ষেত্র বিশাল। অ্যাফিলিয়েশন থেকে শুরু করে নিজের প্রতিষ্ঠানের জন্য কিংবা অন্য প্রতিষ্ঠানে সার্ভিস প্রদান করে এবং ফ্রিল্যান্সিং মার্কেটপ্লেসে কাজ করে হাজার হাজার ডলার আয় করছে অনেক ই-মেইল মার্কেটার। ই-মেইল মার্কেটিংয়েও অনেক ক্রিয়েটিভিটি আছে। আপনি ক্রেতাদের কাছে পণ্যকে কীভাবে উপস্থাপন করবেন, তা আপনার ওপরই নির্ভর করে। আপনি যত সৃজনশীল উপায়ে পণ্যকে উপস্থাপন করতে পারবেন আপনার প্রচার ও বিক্রি তত বেশি হবে। বর্তমানে ফ্রিল্যান্স মার্কেটপ্লেসগুলোতে যত কাজ আছে তার ১৫% ই ই-মেইল মার্কেটিংয়ের কাজ। ফ্রিল্যান্স মার্কেটপ্লেসে সাধারণত ই-মেইল মার্কেটিংয়ের কাজে ফ্রিল্যান্সাররা প্রতি ঘণ্টায় ৮ থেকে ১০ ডলার পেয়ে থাকে। নতুনরা ৪ থেকে ৫ ডলার পেয়ে থাকে। এ ছাড়া ফিক্সড প্রাইসে কাস্টম ই-মেইল টেমপ্লেট ডিজাইনিং ও বাল্ক মেইল পাঠানোর কাজ রয়েছে। সব মিলিয়ে একজন সাধারণ ই-মেইল মার্কেটার মাসে ৩০ হাজার থেকে ১ লাখ টাকা পর্যন্ত আয় করতে পারে।

ই-মেইল মার্কেটিং সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্য গুগলে সার্চ দিন। বাংলা টিউটরিয়ালের জন্য বাংলায় লিখে সার্চ দেন। আর ইংরেজি টিউটরিয়ালের জন্য ইংরেজিতে লিখে সার্চ দেন। ভিডিও দেখে অল্প সময়ে শেখার জন্য ইউটিউব-এ সার্চ দিন।

www.pathagar.com

আর্টিকেল রাইটিং

ফ্রিল্যান্সিং জগতের অন্যতম একটি স্কিল হিসেবে বিবেচিত হয় রাইটিং। বিশ্বের যতগুলো প্রতিষ্ঠিত অনলাইন মার্কেটপ্লেস আছে তার সবগুলোতেই একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্যাটাগরি হিসেবে ধরা হয় রাইটিং এবং ট্রান্সলেশনকে, যেখানে ক্লায়েন্টের প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের কনটেন্ট লিখে দিতে হয়।

কেমন হয় রাইটিংয়ের কাজ?

রাইটিং সাধারণত কয়েক রকমের হতে পারে যেমন ওয়েবসাইট কনটেন্ট রাইটিং, আর্টিকেল রাইটিং, কপি-রাইটিং (মার্কেটিং সম্পর্কিত কিছুর জন্য লেখা), টেকনিক্যাল রাইটিং, বই লেখা, গল্প লেখা, অন্যের কোনো লেখা প্রুফরিড করা অথবা এডিটিং করা, ট্রান্সলেশন করা ইত্যাদি। কাজের ধরন যেমনি হোক না কেন, ক্লায়েন্ট সাধারণত কিছু নির্দেশনা দিয়ে দেয়, যেমন কত শব্দের লেখা হবে, লেখার বিষয় কী হবে, নির্দিষ্ট কোন শব্দ বা লাইন (যা কিওয়ার্ড নামে পরিচিত) মাঝে মাঝে কোথায় লিখে দিতে হবে এবং কতবার। নির্দেশনা যা-ই হোক না কেন, কখনই কোনো লেখা কোথাও থেকে কপি করে লেখা যাবে না। এমনকি ক্লায়েন্ট যদি একই বিষয়ে এবং একই কিওয়ার্ড দিয়ে অনেকগুলো আর্টিকেল লিখতে বলে, সবগুলো আর্টিকেল ভিন্ন করতে হবে। সাধারণত ক্লায়েন্টরা কপিস্কেপ নামে একটি সফটওয়্যার ব্যবহার করে থাকে আর্টিকেল অরিজিন্যাল কি না বোঝার জন্য, কপি করলে সেক্ষেত্রে ক্লায়েন্ট বাজে ফিডব্যাক দিয়ে দিতে পারে।

এই ঠিকানা থেকে যাচাই করা যায় লেখা কোথাও থেকে কপি করা হয়েছে কি না।

www.copyscape.com

www.pathagar.com

রাইটিংয়ে আসতে হলে যা লাগবে

প্রথমত, দ্বিতীয়ত এবং তৃতীয়ত নিখুঁত ইংরেজি লেখায় দক্ষতা থাকতে হবে। এই দক্ষতা ছাড়া আসলে রাইটার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া অনেকটা অসম্ভব। এর জন্য আপনি প্রচুর ইংরেজিতে লেখার চর্চা করতে পারেন, নিয়মিত ইংরেজি লেখা পড়তে পারেন। তার পাশাপাশি লেখার ধরন (যা Tone নামে পরিচিত) নিয়ে গবেষণা করতে পারেন। সাধারণত ক্লায়েন্ট আমেরিকান অথবা ইউকে স্টাইলের লেখা চাইতে পারে। ভালো হয়, যেকোনো একটি স্টাইলে নিজেকে দক্ষ করে নেয়া। এর জন্য আপনি গুগলে Writing American English, Writing Perfect UK English ইত্যাদি লিখে সার্চ করে দেখতে পারেন। যখন কোনো লেখা শেষ করবেন, অবশ্যই সম্ভব হলে কোনো প্রুফরিডিং সফটওয়্যার ব্যবহার করে বানান এবং গ্রামার চেক করে নেবেন। এর জন্য বেসিক সফটওয়্যার হিসেবে এমএস ওয়ার্ড প্রোগ্রামটির সর্বশেষ সংস্করণ ব্যবহার করতে পারেন।

রাইটিং জগতে ভবিষ্যৎ

পৃথিবীতে যত দিন টেকনোলজি থাকবে তত দিন রাইটিংয়ের চাহিদা থাকবে এবং এই চাহিদা দিন দিন বাড়বে। প্রতিদিন বিশ্বে প্রায় এক লাখ নতুন ওয়েবসাইট তৈরি হচ্ছে এবং ওয়েবসাইট ডেভেলপাররা কিন্তু সাধারণত কনটেন্ট লিখে না। সেই কনটেন্ট লেখার কাজটি করে দেয় কনটেন্ট বা আর্টিকেল রাইটাররা। অনেক সময়ই তাদের কনটেন্ট চেক করে দেয় এডিটররা। তাই বলা যায়, যত দিন বিশ্বে ওয়েবসাইট তৈরি হতে থাকবে, যত দিন সফটওয়্যার বা প্রোগ্রাম তৈরি হতে থাকবে, যত দিন অনলাইনে মার্কেটিং ক্যাম্পেইন চলতে থাকবে, রাইটারদের চাহিদা থাকবেই।

যদি অনলাইন মার্কেটপ্লেস জগতে আসি, জনপ্রিয় ফ্রিল্যান্স মার্কেটপ্লেস elance.com-এর তথ্য অনুযায়ী বিশ্বের শীর্ষ ১০টি কাজের মধ্যে রাইটিং তৃতীয় অবস্থানে আছে। ই-ল্যান্স থেকে এটাও জানা যায় যে ২০১৪ সালে গত বছরের তুলনা রাইটিংবিষয়ক কাজের চাহিদা বাড়বে ৩৫ শতাংশ। শুধু তা-ই নয়, যোগ্য এবং দক্ষ রাইটারদের উপার্জনও কিন্তু অনেক হতে পারে। elance.com-এ রেজিস্টার করা আছে প্রায় ২ লাখ রাইটার, যাদের গড় আয়ের পরিমাণ ঘণ্টায় প্রায় ১৯ ডলার।

সবশেষে বলা যায়, ইংরেজিতে ভালো দক্ষতা আছে এবং লেখালেখির অভ্যাস আছে, এমন যে কারও জন্য অনলাইন মার্কেটপ্লেসে একটি দারুণ ক্যারিয়ার গড়ার সুযোগ আছে। শুধু দরকার গোছানো একটি প্রোফাইল, মনোবল এবং আগ্রহ নিয়ে এখনই শুরু করে দেয়া।

এমরাজিনা ইসলাম খান
বেসিস আউটসোর্সিং অ্যাওয়ার্ড ২০১৩ পুরস্কারপ্রাপ্ত
www.emrazina.com

www.pathagar.com

আর্টিকেল রাইটিং কীভাবে শুরু করবেন?

অনলাইনে আয়ের অন্যতম সম্ভাবনাময় একটি ক্ষেত্র হচ্ছে লেখালেখি, যেটিকে আর্টিকেল রাইটিং বা কনটেন্ট রাইটিং বলা হয়। যাঁরা ইংরেজিতে ভালো এবং লেখালেখিতে আগ্রহ আছে তারাই রাইটার হিসেবে ক্যারিয়ার শুরু করতে পারেন। ওয়েবে বিভিন্ন উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে আর্টিকেল লিখতে হয়। ব্লগ আর্টিকেল ছাড়াও প্রডাক্টের রিভিউ, সার্ভিসের সেলস পেজ, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের জন্য রিসোর্স বই, লিফলেট বা অন্যান্য প্রচারণার কাজে রাইটারদের আর্টিকেল লিখতে হয়। আর্টিকেল রাইটিংয়ের রয়েছে বিশাল কাজের ক্ষেত্র।

ওডেস্ক ও ইল্যান্সের মতো নামকরা ফ্রিল্যান্স মার্কেটপ্লেসগুলোতে আর্টিকেল রাইটিংয়ের ওপর রয়েছে হাজার হাজার কাজ। শুধুমাত্র ইল্যান্সে গত ৩০ দিনে লেখক চেয়ে জব পোস্ট হয়েছে ৯০,২৭৭টি। এমনকি শুধুমাত্র রাইটিংকে নিয়ে গড়ে ওঠা মার্কেটপ্লেসের সংখ্যাও কম নয়। যেমন www.writeraccess.com, www.textbroker.com, http://iwriter.com ইত্যাদি। বাংলাদেশে এমন

www.pathagar.com

অনেক ফ্রিল্যান্স লেখক আছেন, যাঁরা ঘণ্টায় ১০ থেকে ৩০ ডলার পর্যন্ত আয় করে থাকেন।

আয় করার সুযোগ আছে নিজের ব্লগং সাইটে ইনফরমেটিভ ব্লগ এবং অ্যাফিলিয়েট সাইটে প্রডাক্ট রিভিউ লিখে। এ ছাড়া দেশি-বিদেশি ইন্টারনেট মার্কেটিং অথবা কনটেন্ট মার্কেটিং প্রতিষ্ঠানেও ৩০ হাজার থেকে ১ লাখ টাকা পর্যন্ত বেতনে চাকরি করছেন অনেকে।

যেভাবে শুরু করবেন :

১। প্রথমে নিজে নিজেই বিভিন্ন বিষয়ে নিয়মিত লিখে যান। এতে আপনার লেখালেখির দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে।

২। লেখার সময় গ্রামারের প্রতি এবং শব্দ ও বাক্য নির্মাণে বিশেষ নজর দিন।

৩। প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিষয়বস্তু অনুযায়ী লেখার মান, কোয়ালিটি এবং স্টাইল ভিন্ন ভিন্ন হয়। তাই ব্লগ, প্রডাক্ট রিভিউ, সেলস পেইজ, রিসার্স, স্টোরি শেয়ারিং, ক্যাশ স্টাডি ইত্যাদি নামে গুগলে সার্চ করে লেখাগুলো অনুসরণ করুন।

৪। ভালো মানের লেখকদের বই এবং ভালো ব্লগারদের ব্লগ নিয়মিত পড়ুন। নিচে কয়েকটি ভালো ব্লগ সাইটের ঠিকানা দেয়া হলো :

www.copyblogger.com
www.contentiscurrency.com
www.menwithpens.ca
www.fuelyourwriting.com
www.writetodone.com
www.dailywritingtips.com

কী লিখবেন?

লেখার আগে জানতে হবে কেন লিখছেন, কাদের জন্য লিখছেন, তারা কী চায়? লেখার পাঠক কে সেটা নির্ণয় করুন। মনে রাখতে হবে লেখা যেন যুক্তিযুক্ত হয়। লেখার বিষয়বস্তু অনুযায়ী ঠিক করে নিতে হয় লাইন অফ অ্যাকশন। প্রথমেই নিজের মনকে জিজ্ঞেস করুন, আপনি এই বিষয়ের পাঠক হলে কী কী তথ্য জানতে চাইতেন এই লেখা থেকে। এ ক্ষেত্রে আমার পারসোনাল মতামত হচ্ছে প্রথমে বিষয়ভিত্তিক WH question ডেভেলপ করা। ধরুন, আমাদের বিষয় ইনস্যুরেন্স। তাহলে আমরা নিচের WH question গুলো ডেভেলপ করতে পারি।

১) ইনস্যুরেন্স কী?

www.pathagar.com

২) ইনস্যুরেন্স কেন প্রয়োজন?

৩) ইনস্যুরেন্স করার আগে কী কী বিষয় মাথায় রাখতে হবে?

৪) প্রভাইডার কারা?

৫) বেস্ট প্রভাইডার কে? কী সুবিধা দেবে?

৬) কেমন প্রিমিয়াম দিতে হবে? ইত্যাদি

কারণ পাঠকের এই প্রশ্নগুলোই অজানা। ঐ বিষয় থেকে সে এই তথ্যগুলো জানতে চাচ্ছে।

কীভাবে লিখবেন?

প্রথমেই লেখাটির একটি টাইটেল লিখুন (আমি টাইটেল লেখার সময় ৪-৫ বার লিখি। তারপর সবচেয়ে আকর্ষণীয়টিকে বাছাই করি)। তারপর লেখার আগে যা লিখতে চান সেটার মূল পয়েন্টগুলো অর্থাৎ প্রশ্নগুলো লিখে নিন। প্রশ্নগুলোর বিষয়ে পরিপূর্ণ জানাশোনা কিংবা অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো। না থাকলে নির্দিষ্ট প্রশ্ন নিয়ে গুগলে সার্চ করে বিভিন্ন ব্লগ পড়ে (প্রতিটা প্রশ্নের জন্য কমপক্ষে ৫টি লেখা পড়ুন) রীতিমতো গবেষণা শুরু করুন। যে বিষয়ে লিখবেন সে বিষয়ে ভালো ধারণা না থাকলে কখনোই ভালো লিখতে পারবেন না। তাই যে বিষয়ে লিখবেন সে বিষয়ের বিভিন্ন ফোরাম এবং ব্লগ ভিজিট করে পড়ুন। এতে ঐ বিষয় সম্পর্কে আপনার ধারণা আরো ক্লিয়ার হবে।

এবার লেখাটিকে তিনটি ধাপে ভাগ করুন। ভূমিকা, পোস্টবডি এবং উপসংহার। পাঠক পুরো আর্টিকেলটিতে কী পেতে যাচ্ছে সেটা স্থান পাবে ভূমিকায়। তারপর লেখার মূল অংশ অর্থাৎ পোস্টবডি। এখানে আমরা WH question গুলো ডেভেলপ করে পয়েন্ট আকারে সাজিয়ে উত্তর লিখব। লেখার সময় নিচের তিনটি পয়েন্ট অবশ্যই মাথায় রাখবেন।

১) নিজস্ব সৃজনশীলতায় তথ্যকে সম্পূর্ণ করে লিখতে হবে পাশাপাশি লেখায় অবশ্যই প্রাঞ্জলতা থাকতে হবে এবং পাঠককে নতুনত্বের স্বাদ দিতে হবে।

২) রাইটার হিসেবে আপনাকে মনে রাখতে হবে, যাঁরা আপনার লেখা পড়বেন তারা খুব চুজি। সুতরাং তাঁরা চাইবেন কম সময়ে প্রয়োজনীয় জিনিস পড়তে। তাই সংগৃহীত তথ্যকে সংঘবদ্ধভাবে সাজিয়ে প্যারা করে লিখতে হবে।

www.pathagar.com

৩) আগেই বলেছি, রাইটার হতে হলে আপনাকে অবশ্যই ইংরেজিতে ভালো হতে হবে। ছোট, মাঝারি ও লম্বা বাক্য লিখতে ব্রিটিশ ও আমেরিকান শব্দ ব্যবহারেও সতর্ক হতে হবে। গ্রামার সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকতে হবে এবং বানান শুদ্ধ হতে হবে। বিভিন্ন গ্রামার চেকার টুল আছে সেগুলো দিয়ে গ্রামার চেক করতে হবে।

উপসংহারে আমরা পুরো বিষয়ের সারাংশ উল্লেখ করব। আপনার লেখার কাজ শেষ। এখন এটাকে গ্রামার চেকিং এবং স্পেল চেকিং– এর মাধ্যমে প্রুফরিড করুন। ভুলগুলো খুঁজে বের করে সংশোধন করুন। অবাঞ্ছিত বাক্য ছেঁটে ফেলে দিন। নিচে গ্রামার চেকিংয়ের কয়েকটি সাইটের ঠিকানা দিলাম

http://paperrater.com,
http://Spellchecker.net
http://SpellCheckPlus.com
www.grammarly.com
www.whitesmoke.com

এ ছাড়া আর্টিকেল রাইটিংয়ের সময় রাইটারকে সার্চ ইঞ্জিনগুলোর অনপেইজ রিলেটেড বেশ কিছু ফ্যাক্টর ফলো করতে হয়, যা সার্চ ইঞ্জিনগুলোতে আর্টিকেল গুলোকে দ্রুত র‍্যাংক করতে সহায়ক হয়। তাই রাইটারকে আর্টিকেলটি লেখার সময় গুরুত্বের সাথে নিচের এসইও চেক লিস্টগুলো ফলো করতে হবে :

- টাইটেলে টার্গেটেড কিওয়ার্ডের ব্যবহার
- কিওয়ার্ড ডেনসিটি ফলো করা
- কিওয়ার্ড স্টাফিং না করা
- রিলেটেড রিসোর্সে লিংকআপ করা

ভালোমানের আর্টিকেল লিখতে হলে একজন আর্টিকেল রাইটারের অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়ে খেয়াল রাখা উচিত। যেমন :

১) ওয়েবসাইট থেকে লেখা কি কপি করেছেন?
২) আপনি লেখার পূর্বে ভালোভাবে রিসার্স করেছেন কি?
৩) আর্টিকেলটি কি ইউজারের চাহিদা মিটাবে?

www.pathagar.com

৪) আপনার লেখাটির তথ্যগুলো কি আপডেটেড?

৫) আর্টিকেলটিতে কি গ্রামারটিকেল ইরর আছে?

৬) আপনার লিখাটি কি ওয়েল এডিটেড?

৭) আর্টিকেলটি কি স্কেনএবল?

৮) আপনার আর্টিকেলটি কি সার্চ ইঞ্জিনবান্ধব?

৯) লেখাটি কি ইউজার স্বইচ্ছায় শেয়ার করবে?

বিষয়গুলো মনে রাখলে এবং সেই অনুযায়ী কাজ করলে অবশ্যই আর্টিকেল রাইটার হিসেবে সফলতা পাবেন। কখনোই এমনটি ভাববেন না যে আপনি কপি পেস্ট করে আর্টিকেল লিখবেন। রিরাইট করা যায় এমন অনেক টুলস ইন্টারনেটে পাওয়া যায়। এগুলো ব্যবহারে কথা মাথা থেকে ঝেরে ফেলুন। কেননা এরা ৬০% ক্ষেত্রে হিউম্যান রিড্যাবল লেখা দিতে ব্যর্থ।
উপরের টিপসগুলো মাথায় রেখে চর্চা করুন। ইনশাআল্লাহ সফলতা আসবেই।

তাহের চৌধুরী সুমন
ইন্টারনেট মার্কেটিং স্ট্রেটেজিস্ট,
কো-ফাউন্ডার, ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও
ডেভসটিম লিমিটেড।

আর্টিক্যাল রাইটিং সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্য আর্টিক্যাল রাইটিং লিখে গুগলে সার্চ দিন। বাংলা টিউটরিয়ালের জন্য বাংলায় লিখে সার্চ দেন। আর ইংরেজি টিউটরিয়ালের জন্য ইংরেজিতে লিখে সার্চ দেন। আর ভিডিও দেখে শেখার জন্য ইউটিউব-এ সার্চ দিন।

www.pathagar.com

ডেটা এন্ট্রি

ডেটা এন্টি কী?

ডেটা এন্ট্রি (Data Entry) হচ্ছে কম্পিউটারের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট ধরনের ডেটা এক স্থান/প্রোগ্রাম থেকে অন্য স্থানে/প্রোগ্রামে স্থানান্তর করা। ডেটাগুলো হতে পারে হাতে লেখা কোনো তথ্যকে কম্পিউটারে টাইপ করা অথবা কম্পিউটারের কোনো একটি প্রোগ্রামের ডেটা একটি স্প্রেডশিট ফাইলে সংরক্ষণ করা। বর্তমানে ইন্টারনেটের কল্যাণে তথ্যের আদান-প্রদান বিস্তৃত হয়েছে, সেই সাথে বেড়েছে বিভিন্ন ধরনের ডেটাকে সুবিন্যস্ত করে বিভিন্ন স্থানে ব্যবহার করা। তাই দক্ষ ডেটা এন্ট্রি অপারেটরের রয়েছে ব্যাপক চাহিদা। এ ধরনের কাজগুলো একা বা দলগতভাবে সম্পন্ন করা যায় এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কম্পিউটার এবং ইন্টারনেটের সাধারণ ব্যবহারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। ফলে যে কেউ এই ধরনের কাজ করে ঘরে বসেই আয় করতে পারে।

কোথায় পাওয়া যাবে :

ডেটা এন্ট্রির কাজগুলো সাধারণত ফ্রিল্যান্স আউটসোর্সিং মার্কেটপ্লেস সাইটেই পাওয়া যায়। বিনা মূল্যে রেজিস্ট্রেশন করে ডেটা এন্ট্রি কাজ পাওয়া যায় এ রকম সাইট হচ্ছে

www.odesk.com,
www.elance.com,
www.freelancer.com,
www.microworkers.com ইত্যাদি।

এই সাইগুলোতে ডেটা এন্ট্রি কাজের আলাদা বিভাগ আছে। সাইটগুলোতে কয়েক ডলার থেকে কয়েক হাজার ডলারের প্রজেক্ট রয়েছে। সাধারণত 'প্রতি এক হাজার

www.pathagar.com

ডেটা এন্ট্রির জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ডলার' এই ভিত্তিতে কাজ পাওয়া যায়। অনেক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ কাজের জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দেয়া হয়।

প্রয়োজনীয় দক্ষতা :

ডেটা এন্ট্রি কাজের জন্য বিভিন্ন ধরনের দক্ষতার প্রয়োজন হয়, যা বিভিন্ন ধরনের প্রজেক্টের ওপর নির্ভর করে। অনেক ধরনের কাজ পাওয়া যায় যাতে শুধুমাত্র কপি-পেস্ট ছাড়া আর কোনো দক্ষতার প্রয়োজন হয় না। তবে সাধারণভাবে যে দক্ষতাগুলো সব সময় প্রয়োজন হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, দ্রুত টাইপিং করার ক্ষমতা, মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ও বিশেষ করে মাইক্রোসফট এক্সেলে পরিপূর্ণ দখল এবং সর্বোপরি ইংরেজিতে ভালো জ্ঞান। তার সাথে রয়েছে ইন্টারনেটে সার্চ করে কোনো তথ্য খুঁজে পাওয়ার দক্ষতা এবং বিভিন্ন ধরনের ওয়েবসাইট, ব্লগ, ফোরাম, ওয়েব ডাইরেক্টরি ইত্যাদি সম্পর্কে ভালো ধারণা।

ডেটা এন্ট্রি কাজের ধরন :

ফ্রিল্যান্সিং সাইটগুলোতে যেসব ডেটা এন্ট্রির কাজ পাওয়া যায় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে– বিভিন্ন ওয়েবসাইটে ফাইল, ছবি ইত্যাদি আপলোড করা, বিভিন্ন সাইট থেকে নির্দিষ্ট কিছু তথ্য এক্সেলের একটি ফাইলে সংরক্ষণ করা, ওয়েবসাইটের জন্য একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর আর্টিকেল লেখা, একটি ওয়েবসাইটকে বিভিন্ন ওয়েবসাইট, ব্লগ, ফোরাম, গ্রুপে গিয়ে পরিচয় (Promote) করিয়ে দেয়া, দুটি ওয়েবসাইটের মধ্যে লিংক আদান-প্রদান করা (Link Exchange), অনলাইনে বিভিন্ন পণ্য বিক্রি করতে সাহায্য করা, OCR (অপটিক্যাল কারেক্টার রিকগনিশন) থেকে প্রাপ্ত লেখার ভুল সংশোধন করা ইত্যাদি।

ফ্রিল্যান্সিং মার্কেটপ্লেসের জব পোস্ট থেকে

১) লোকাল বিজনেসের তথ্য প্রদান : এই প্রজেক্টে বায়ারের (Buyer) রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে ইন্টারনেটে সার্চ করে যুক্তরাজ্যের একটি নির্দিষ্ট শহরের বিভিন্ন ধরনের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর ইত্যাদি তথ্য প্রদান করা। বায়ার এই তথ্যগুলো পরবর্তীতে বিভিন্ন ধরনের মার্কেটিং কাজে ব্যবহার করবে। এই প্রজেক্টটি সম্পন্ন করতে প্রকৃতপক্ষে ইন্টারনেটে ওই শহরের নাম দিয়ে সার্চ করতে হবে এবং প্রাপ্ত তথ্য একটি এক্সেল ফাইলে সেইভ করে বায়ারকে প্রদান করতে হবে। প্রজেক্টে বায়ারের বাজেট হচ্ছে ৫০ ডলার।

www.pathagar.com

২) ওয়েবসাইট থেকে ডেটা সংগ্রহ করা : এই প্রজেক্টে বায়ার কয়েকটি ওয়েবসাইটের তথ্য দিয়ে দেবে। প্রোভাইডার হিসেবে আপনার কাজ হবে ওই সাইটগুলো থেকে নির্দিষ্ট কিছু ডেটা আরেকটি ওয়েবসাইটের ফরমের মধ্যে সেইভ করা। প্রতি ঘণ্টায় এ রকম ২০০টি ডেটা এন্ট্রি করতে হবে, অর্থাৎ প্রতি ১৮ সেকেন্ডে একটি ডেটা এন্ট্রি করতে হবে। এই কাজটি করার জন্য কোনো বিশেষ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নেই, শুধু মাত্র কপি-পেস্ট করা জানলেই হবে। সম্পূর্ণ কাজের জন্য বায়ারের বাজেট হচ্ছে ১২০ ডলার।

৩) অডিও ট্রান্সক্রিপশন : এই প্রজেক্টে বায়ার পূর্বে রেকর্ডকৃত কয়েকটি অডিও (Audio) ফাইল দেবে। আপনার কাজ হবে অডিও শুনে ইংরেজিতে একটি ফাইলে লেখা। প্রতি ঘণ্টার অডিও ফাইলের জন্য ২০ ডলার করে দেয়া হবে। এই কাজের জন্য ইংরেজিতে অবশ্যই পারদর্শী হতে হবে।

৪) ডকুমেন্ট কনভার্সন : এই প্রজেক্টে আপনাকে PDF ফরমেটের একটি ডকুমেন্ট ফাইল দেয়া হবে। আপনার কাজ হবে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডে ওই লেখাগুলো হুবহু লেখা। অর্থাৎ পিডিএফ-এর লেখাটির ফরমেট, ছবি, ফুটনোট ইত্যাদি অপরিবর্তিতভাবে এমএস ওয়ার্ড ফাইলে রূপান্তরিত করা। এই কাজের জন্য বাজেট হচ্ছে ৬০ ডলার।

৫) ক্লাসিফাইড অ্যাড লিস্টিং : এই প্রজেক্টটি হচ্ছে একটি ক্লাসিফাইড বা শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের ওয়েবসাইটে নতুন নতুন বিজ্ঞাপন যোগ করা। এজন্য Craigslist, Amazon, Ebay ইত্যাদি সাইট থেকে বিভিন্ন ধরনের পণ্যের তথ্য ওই ওয়েবসাইটটিতে যোগ করতে হবে এবং একটি এক্সেল স্প্রেডশিট ফাইলে এই তথ্যগুলো সংরক্ষণ করতে হবে। তারপর পণ্যটির বিক্রেতার কাছে ই-মেলই করে তাকে ওয়েবসাইটি সম্পর্কে জানাতে হবে। এ রকম ৫০০টি পণ্যের ডেটা এন্ট্রি করতে হবে। এই কাজের জন্য বায়ারের বাজেট হচ্ছে ২৫০ ডলার।

৬) ক্যাপচা (Captcha) এন্ট্রি : ক্যাপচা হচ্ছে কয়েকটি অক্ষর ও সংখ্যার সমন্বয়ে এক ধরনের সিকিউরিটি কোড বা ছবি, যা বিভিন্ন সাইটে রেজিস্ট্রেশন করার সময় প্রদান করতে হয়। কোনো প্রোগ্রামের মাধ্যমে কেউ যাতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি সাইটে রেজিস্ট্রেশন বা ফরম পূরণ করতে না পারে এজন্য এটি ব্যবহার করা হয়।

www.pathagar.com

এই কাজে দুই দিনের মধ্যে ৩৬,০০০ হাজার ক্যাপচা এন্ট্রি করতে হবে। প্রতি এক হাজার এন্ট্রির জন্য এক ডলার দেয়া হবে অর্থাৎ মোট প্রজেক্টের মূল্য হচ্ছে ৩৬ ডলার। যেহেতু একার পক্ষে এত কম সময়ে এত ডেটা এন্ট্রি করা সম্ভব নয় তাই বায়ার সম্পূর্ণ কাজের জন্য এজেন্সি কন্ট্রাকটর চেয়েছে যাদের এজেন্সিতে ৫ থেকে ১০ জনের একটি টিম আছে। দুই দিনের মধ্যে সফলভাবে কাজটি করতে পারলে বায়ার পরবর্তীতে ১২,০০,০০০ ক্যাপচা এন্ট্রির কাজ দেবে, যা দুই সপ্তাহের মধ্যে করতে হবে।

ডেটা এন্ট্রি কাজের চাহিদা অনেক এবং কাজের পরিধিটাও অনেক বড়। তাই প্রথমদিকে একটু ধৈর্য সহকারে বিড করা এবং কাজ বাছাই করার ক্ষেত্রে একটু বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয়া প্রয়োজন। বিশেষ করে যেসব ক্লায়েন্টের কাছ থেকে ভবিষ্যতে আরও বড় কাজ পাবার সম্ভাবনা রয়েছে সেই কাজ পাওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। শুরুতে একাই কাজ করুন। ভবিষ্যতে বড় কাজ পেলে কয়েকজন কম্পিউটার অপারেটরকে নিয়ে একটি এজেন্সি বা টিম গঠন করতে পারেন।
তথ্যসূত্রঃ www.freelancerstory.com

এ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্য গুগলে সার্চ দিন। যা জানতে চান তা লিখে সার্চ দিন।

www.pathagar.com

গুগল অ্যাডসেন্স

অ্যাডসেন্স হলো সার্চ ইঞ্জিন গুগল পরিচালিত একটি ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন। একটি ওয়েবসাইটের মালিক কিছু শর্তসাপেক্ষে তার সাইটে গুগল নির্ধারিত বিজ্ঞাপন প্রদর্শন করে তা থেকে অর্থ উপার্জন করতে পারে। আউটসোর্সিং ছাড়া অন্য সব কাজের মধ্যে সবচেয়ে ভালো হলো গুগল অ্যাডসেন্স। গুগল অ্যাডসেন্সে অ্যাকাউন্ট খোলার ঠিকানা হলো :

www.google.com/adsense/signup

গুগল অ্যাডসেন্স কী?

আমরা জানি, কোনো কিছু প্রচারের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। ইন্টারনেটে অনেক ওয়েবসাইট আছে। কেউ যদি তার ওয়েবসাইটের প্রচার আরও বাড়াতে চায় তাহলে সে গুগলের কাছে বিজ্ঞাপন দিতে পারে। গুগল সেই বিজ্ঞাপন নিয়ে অন্যান্য জনপ্রিয় ওয়েবসাইটে দেয়। গুগল যার কাছ থেকে বিজ্ঞাপন নেয় তার কাছ থেকে পেমেন্ট পায়, আর যার সাইটে বিজ্ঞাপন দেয় তাকে পেমেন্ট দেয়। গুগল এখানে একটি মিডিয়া হিসেবে কাজ করে এবং কমিশন রাখে। যে কেউ ইচ্ছা করলে তার সাইটে বিজ্ঞাপন দেয়ার জন্য গুগলের কাছে আবেদন করতে পারে। গুগল তখন তার সাইট

www.pathagar.com

যাচাই করে দেখে। সাইট যদি গুগলের নিয়মনীতি সমর্থন করে তাহলে গুগল ঐ সাইটে বিজ্ঞাপন দেয়। যার সাইটে গুগল বিজ্ঞাপন দেয় তাকে গুগল নির্দিষ্ট পরিমাণ পেমেন্টও দেয়। বিজ্ঞাপন দেয়া-নেয়ার এই প্রক্রিয়াটিকেই গুগল অ্যাডসেন্স বলে।

গুগল অ্যাডসেন্স কীভাবে পাওয়া যায়?

গুগল অ্যাডসেন্স থেকে আয় করার জন্য প্রথমেই আপনার ভালো একটি ওয়েবসাইট বা ব্লগ থাকতে হবে। তারপর সেই ওয়েবসাইট বা ব্লগের ঠিকানা দিয়ে গুগলের কাছে আবেদন করবেন। গুগল তখন ঐ ওয়েবসাইট বা ব্লগ যাচাই করে দেখবে। যাচাই করার পর গুগলের পছন্দ হলে গুগল অ্যাডসেন্সে আপনার অ্যাকাউন্ট অ্যাকটিভ করবে। অ্যাডসেন্সের ঐ অ্যাকাউন্টে অ্যাডের অনেক কোড পাওয়া যায়। অ্যাডের ঐ কোড আপনার ওয়েবসাইটে বা ব্লগে বসাবেন। যখন কোনো ভিজিটর আপনার সাইট বা ব্লগ ভিজিট করবে তখন যদি ঐ ভিজিটর অ্যাডের কোনো কোডে ক্লিক করে তাহলে আপনার অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্টে নির্দিষ্ট হারে পেমেন্ট (ডলার) যোগ হতে থাকবে। মাস শেষে আপনি সেগুলো তুলে আনতে পারবেন। তবে সাবধান! নিজের সাইটের অ্যাডে কখনো নিজে ক্লিক করবেন না। নিজের সাইটের অ্যাডে ক্লিক করলে গুগল ওই অ্যাকাউন্টটি বন্ধ করে দেবে। এমনকি অন্য কারো কম্পিউটার থেকেও ক্লিক করবেন না। কারণ গুগল Natural এবং Spam ক্লিকের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারে।

সহজে গুগল অ্যাডসেন্স পাওয়ার টিপস

১. সহজে গুগল অ্যাডসেন্সের অ্যাকাউন্ট পাওয়ার জন্য আপনার ব্লগ বা ওয়েবসাইটি হতে হবে একটা নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর। যেমন : আপনার ওয়েবসাইট বা ব্লগটি যদি হয় কম্পিউটার টিপস এর ওপর তাহলে আপনার সকল আর্টিকেল, পোস্ট, পেইজ ইত্যাদি হবে কম্পিউটার টিপসসংক্রান্ত। সুতরাং অ্যাডসেন্স পাবার জন্য আপনাকে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর ওয়েবসাইট থাকতে হবে।

২. যে বিষয়টির ওপর ওয়েবসাইট তৈরি করবেন ওয়েবসাইট নামও দিতে পারেন সেই রিলেটেড। যেমন : www.computertips.com অথবা www.abcomputertips.com। সাধারণত ফ্রি ব্লগিং বা সাব-ডোমেইন-এর মাধ্যমে অ্যাডসেন্সের জন্য আবেদন করলে গুগল এগুলোকে কম গুরুত্ব দেয়। তাই সহজে অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্ট পাওয়ার জন্য টপ লেভেল ডোমেইন (যেমন : .com, .org ইত্যাদি) নির্বাচন করুন। আপনার ওয়েবসাইটের ডিজাইন মোটামুটি প্রফেশনাল হলে ভালো হয়। এ ক্ষেত্রে সুন্দর কোনো টেমপ্লেট বা থিম ব্যবহার করতে পারেন। গুগল কোনো ওয়েবসাইটকে অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্ট দেওয়ার আগে এই বিষয়গুলো খেয়াল করে।

৩. আপনার ওয়েবসাইটে বিষয়বস্তু সম্পর্কিত সুন্দর একটি লোগো যোগ করতে পারেন। কারণ এটা ইন্টারনেটে আপনার কোম্পানি বা ওয়েবসাইট সম্পর্কে একটি ভালো ধারণা প্রকাশ করবে এবং এর মাধ্যমে ওয়েবসাইটটি যে প্রফেশনাল, তা প্রকাশ পাবে।

www.pathagar.com

৪. অ্যাডসেন্সের জন্য আবেদন করার আগে আপনার ওয়েবসাইটকে গুগলে Indexing অর্থাৎ গুগলের ডেটাবেইজ লিপিবদ্ধ করা উচিত। আর দ্রুত Indixing করার জন্য আপনি গুগল ওয়েবমাস্টার টুলে সাইট ভেরিফাই করে নিন। এ সময় আপনার ওয়েবসাইটের এক্সএমএল সাইটম্যাপটি যোগ করে দিন। এই প্রক্রিয়ায় ২৪ ঘণ্টার ভেতর আপনার ওয়েবসাইট গুগলে Indixing হয়ে যাবে। এসইওর জন্যও সাইটম্যাপ একটি গুরত্বপূর্ণ বিষয়। কীভাবে সাইটম্যাপ তৈরি করতে হয় এবং ওয়েবমাস্টার টুল দিয়ে ভেরিফাই করতে হয় তা ইউটিউবে দেখে নিতে পারেন। ইউটিউবে সার্চ দিলেই এ সম্পর্কে অনেক ভালো ভালো ভিডিও পাবেন।

৫. গুগল আসলে ভিজিটর খোঁজে। যদি আপনার সাইটে ভালো ভিজিটর থাকে তাহলে আপনার অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্ট পাওয়া কঠিন কিছু না। তাই চেষ্টা করুন প্রতিদিন অন্তত কিছু ইউনিক ভিজিটর আনার। এ ক্ষেত্রে প্রতিদিন যদি কিছু সোশ্যাল বুকমার্কিং করেন তাহলে ভালো ভিজিটর পাবেন।

৬. আপনার ওয়েবসাইটের কনটেন্ট হতে হবে ইউনিক। কনটেন্ট যত বেশি হবে ততই ভালো। কনটেন্ট বা আর্টিকেল কেমন হবে তা জানার জন্য অ্যাডসেন্সের Terms And Condition ভালোভাবে পড়ে নিন। এসইওতে বলা হয়ে থাকে 'কনটেন্ট ইজ কিং' তাই আপনার আর্টিকেলগুলো ১০০% ইউনিক হলে এসইওর জন্য ভালো। আর মনে রাখবেন ডুপ্লিকেট (কপি করা) আর্টিকেল ব্যবহার করলে গুগল অ্যাকাউন্ট ব্যান করে দিতে পারে। বিস্তারিত জানার জন্য নিচের দুটি ঠিকানায় গিয়ে পড়ে দেখতে পারেন।

https://support.google.com/adsense/answer/48182
https://www.google.com/adsense/localized-terms

৭. আপনার সাইটের প্রতিটি পেইজের জন্য On page SEO ঠিক করে নিন। প্রত্যেক পেইজের জন্য পেইজের সাথে সম্পর্কযুক্ত টাইটেল দিন। আকর্ষণীয় মেটা ডেসক্রিপশন ব্যবহার করুন।

৮. অনেক সময় দেখা যায় ব্লগের বা ওয়েবসাইটের কন্টাক্ট পেইজ, প্রাইভেসি এবং পলেসি পেইজ না থাকার কারণে গুগল অ্যাডসেন্স দেয় না। তাই একটা কন্টাক্ট পেইজ এবং একটা প্রাইভেসি এবং পলেসি পেইজ করে নেবেন। যাদের সাইটে প্রাইভেসি এবং পলেসি পেইজ নেই তারা এই লিংক থেকে করে নিতে পারেন।

www.serprank.com/privacy-policy-generator/

উপরোক্ত বিষয়গুলো মেনে চললে খুব সহজেই আপনি একটি অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্টের মালিক হতে পারেন। অ্যাডসেন্স থেকে আয় করার জন্য আপনার ওয়েবসাইটকে ভালোভাবে এসইও করতে হবে অর্থাৎ আপনার ওয়েবসাইটে যত বেশি ভিজিটর আসবে তত বেশি ক্লিক পড়ার সম্ভাবনা থাকবে, তত বেশি আয় হবে। গুগল অ্যাডসেন্স সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে চাইলে নিচের ঠিকানায় যেতে পারেন বা গুগলে সার্চ দিতে পারেন।

http://earntricks.com/category/adsense-2/

www.pathagar.com

যেভাবে গুগল অ্যাডসেন্স থেকে মাসে হাজার ডলার আয় করছি

আমি রাশেদ হাসান আকাশ। কাজ করছি দেড় বছর যাবৎ গুগল অ্যাডসেন্স নিয়ে। আজকে যে লেখাটা লিখছি অনেকের কাছে তা হয়তো গল্প মনে হতে পারে; কিন্তু একবিন্দুও মিথ্যে নয়। মাত্র বছর খানেক কাজ করেই আজ আমি প্রতি মাসে হাজার ডলারের মতো আয় করছি। আমার ছোট্ট এই সফলতাটুকু কীভাবে এল তা নিয়ে বিস্তারিত জানাতেই আজকের এই লেখা।

যেভাবে আমার ইন্টারনেট জগতে আগমন :

২০০৯ সালের শেষের দিকে, তখন আমি একটি কোচিং সেন্টারে একজন কম্পিউটার অপারেটর হিসেবে কাজ করি। তখনই প্রথম ইন্টারনেট-এর সাথে আমার পরিচয়। আর তখন থেকেই আমি ইন্টারনেট সম্পর্কে জানি। এর কিছুদিন পর আমি একটা ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খুলি। এটাই ছিল ইন্টারনেটে আমার প্রথম কাজ। তবে এটুকুতেই সীমাবদ্ধ ছিলাম অনেক দিন।

এক দিনের ঘটনা :

AIUB-এর এক বড় ভাই আমার কম্পিউটারে একটা ভাইরাস ঢুকিয়ে দিল। আমি যখনই কম্পিউটার অন করি, ১০/১৫ সেকেন্ড পড়ে আবার বন্ধ হয়ে যায়। মাথায়

www.pathagar.com

কিছুই ঢুকছে না। কেন এমন হচ্ছে? কি ধরতে পেরেছেন? হ্যাঁ, তিনি আমার কম্পিউটারে একটা অটোরান ভাইরাস স্টার্টআপে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। পরে অবশ্য উনিই সেটা ঠিক করে দেন। আমি উনাকে জিজ্ঞেস করলাম, এটা কীভাবে করেছেন? তিনি আমাকে বললেন, টেকটিউনস নামে একটা ব্লগ আছে সেখান থেকে শিখেছি। আমি উনার কাছে লিঙ্ক চাইলাম। উনি আমাকে লিঙ্ক দিলেন। বুঝতেই পারিনি মুরসালিন ভাই (AIUB)- এর ওই ভাইয়ের নাম ছিল মুরসালিন) আমাকে আসলে ব্লগের লিঙ্ক নয়, আমার লাইফের মোড় ঘুরানোর লিঙ্ক দিয়েছেন। তখন সারা দিন টেকটিউনস নিয়েই পড়ে থাকতাম। রাত জেগে জেগে লেখা পড়তাম। হঠাৎ একদিন চোখে পড়ল 'ডেভসটিম লিমিটেড' এর কো-ফাউন্ডার তাহের চৌধুরী সুমন ভাইয়ের ব্লগিং শুরু করা নিয়ে একটি লেখা। লেখাটা পড়তে আমার এতটাই ভালো লাগল যে, আমি সেদিনই উনার সমস্ত লেখাগুলো খোঁজা শুরু করলাম। পেয়েও গেলাম অ্যাডসেন্স নিয়ে উনার লেখাগুলো। ব্যস, আর যায় কোথায়? গারা দিন এগুলো পড়ি আর স্বপ্ন দেখি আমিও একদিন অ্যাডসেন্স থেকে ইনকাম করব। কিন্তু কীভাবে শুরু করব এটাই বুঝে উঠতে পারছিলাম না। কথায় আছে, ইচ্ছে থাকলে উপায় হয়। ঘাঁটতে ঘাঁটতে সুমন ভাইয়ের ফেসবুক আইডি পেয়ে গেলাম। দিলাম ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট! এরপর? সুমন ভাই আমার ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট এক্সেপ্ট করলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ভাই আমি ব্লগিং শিখতে চাই। আমি কীভাবে শুরু করব?' সুমন ভাই আমাকে বললেন, 'তুমি কী কী জানো?' আমার সোজাসাপ্টা উত্তর, আমি কিছুই জানি না। সুমন ভাই তখন বললেন, ব্লগিং করতে গেলে আমাকে জানতে হবে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট বা কোনো সিএমএস সাইট ডিজাইন করার জন্য, জানতে হবে লেখালেখি এবং সাইটকে প্রমোট করার বিষয়গুলোও। উনি আমাকে বেশ কয়েকটা সাইটের লিঙ্কও দিলেন। এরপর শুরু করলাম ওয়েব ডেভেলপিং শেখা। মোটামুটি শেখার পর সুমন ভাইকে নক করলাম। উনি সাজেস্ট করলেন আমার জানাশোনা আছে এমন কোন বিষয় নিয়ে লেখালেখি করতে। এবার আরেকটা টেনশনে পরলাম। অ্যাকাউন্ট তো খুললাম, কিন্তু কী বিষয়ে আমি ব্লগিং করব? কারণ আমার জানাশোনার বিষয়গুলো খুবই কম।

বিষয় নির্বাচন নিয়ে মহা বিপদ :

বিষয় খুঁজে পাচ্ছি না। মহা টেনশন! অবশেষে আবার আরেক ত্রাণকর্তার খোঁজ পেলাম। এবার কে জানেন? জিন্নাতুল হাসান ভাইয়ের বাংলা ব্লগ। সেখানে এক লেখকের লেখায় জানতে পারলাম, 'আপনি যে বিষয়টি খুব ভালো জানেন, সে

www.pathagar.com

বিষয়টি নিয়েই ব্লগিং শুরু করেন।' ঠিক সুমন ভাইয়ের মতোই উত্তর। আবার চিন্তা শুরু করলাম, আমি কোন বিষয়টা ভালো জানি? আমার কাছে মনে হয় আমি কিছুই জানি না। আবার মনে হয় দুনিয়ার সবই জানি। হা হা হা! আমি তখন প্রচুর বই পড়তাম। আচমকা মাথায় আইডিয়া এল, আমি যদি ই-বুক নিয়ে সাইট করি কেমন হয়? যেই ভাবা, সেই কাজ। শুরু করলাম ই-বুক নিয়ে কাজ। অবশেষে একটা সাইট দাঁড় করালাম ই-বুক নিয়ে। সাইটে তো বই আছে ঠিকই কিন্তু ভিজিটর কই?

সাইটে ভিজিটর নেই এখন উপায়?

কিছুদিন পর সুমন ভাইকে আবার মেসেজ দিলাম, 'ভাই, আমি তো সাইট করেছি কিন্তু ইনকাম কই?' সুমন ভাই বুঝিয়ে বললেন, সাইটে ইনকাম করতে হলে প্রথমেই দরকার প্রচুর পরিমাণে ভিজিটর। আমার সাইটে যত বেশি ভিজিটর আসবে তত দ্রুত আমার ইনকামের রাস্তা খুলবে। আর যায় কোথায়! শুরু করলাম ফেসবুকে, যেখানে-সেখানে আমার সাইটের লিংক পোস্ট করা। যার-তার সাইটে স্প্যামিং করা। কিন্তু ভিজিটর আসছেই না! যদিও আসে কিন্তু তারা থাকে না, চলে যায়। এখন উপায়? ইতিমধ্যে আমি অ্যাডসেন্সে অ্যাপ্লাইও করে ফেলেছি কিন্তু পাইনি।

পড়লাম নতুন সমস্যায় :

একে তো সাইটে ভিজিটর নেই এই চিন্তায় আমি অস্থির, তার ওপর আবার হঠাৎ করে সুমন ভাই বললেন, তুমি যদি এভাবে করো তাহলে হবে না। তুমি যদি ব্লগিংকে পেশা হিসেবে নিতে চাও তাহলে Domain Hosting কিনে শুরু করো। এদিকে আমার বিশ্বাসে আস্তে আস্তে চির ধরতে শুরু করেছে, আমার পক্ষে হয়তো এসব সম্ভব হবে না। কিন্তু সুমন ভাইয়ের কথাগুলো আমি বিশ্বাস করতাম। তাই তাঁর কথা মতো ডোমেইন হোস্টিং কিনেই শুরু করলাম। আমি তত দিনে জুমলা শিখে গেছি। প্রথম ওয়েবসাইটটা বানালাম জুমলা দিয়ে। কিন্তু সমস্যাটা রয়েই গেল। সাইটে ভিজিটর নেই। আগেই জেনে গেছি যে, সাইটে ট্র্যাফিক (ভিজিটর) না থাকলে টাকাও নেই! সুতরাং সাইটের ভিজিটর বাড়ানো আমার জন্য অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শুরু হলো এসইও শেখা

সাইটে ভিজিটর নেই কেন? কী করে সাইটে ভিজিটর বাড়ানো যায়? এসব নিয়ে যখন খুবই চিন্তায় আছি তখনই পাশে এসে দাঁড়ালেন সুমন ভাই। জানালেন এসইও-এর কথা। কিওয়ার্ড রিসার্স, অনপেইজ অপটিমাইজেশন, অফপেইজ অপটিমাইজেশন আরও কত কী! তাঁর লেখাগুলো এবং ইন্টারনেট থেকেও এসইও নিয়ে পড়াশোনা

www.pathagar.com

করতে বললেন। তাঁর কথামতো শুরু করলাম এসইও শেখা। যতটুকু শিখি ততটুকু আমার সাইটে অ্যাপ্লাইও করি। মাত্র ১০-১৫ দিনের মধ্যেই দেখি আমার সাইটে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ভিজিটর আসা শুরু করেছে। মুখের হাসিটাও আস্তে আস্তে ফুটতে শুরু করছে। কিন্তু ইনকাম কই?

দেখতে দেখতে ৭-৮ মাস পার হয়ে গেল। আমার সাইটে এখন অনেক ভিজিটর (দৈনিক ১০০০ পেইজভিউ)। সুমন ভাই বলল, এবার অ্যাডসেন্সে অ্যাপ্লাই করো। করলাম, কিন্তু পেলাম না। সুমন ভাইকে জানালাম। তিনি সাইট দেখে বললেন, সাইটের ডিজাইন পরিবর্তন করো আর বাংলা লেখাগুলো ডিলিট করো। উনার কথামতো সব ঠিকঠাক করে আবার অ্যাডসেন্সে অ্যাপ্লাই করলাম। চার দিন পর রিপ্লাই এল, আমার অ্যাকাউন্ট অ্যাক্টিভ হয়নি। কারণ Unacceptable content. আবার সুমন ভাইয়ের শরণাপন্ন হলাম। তিনি বললেন, আমি অ্যাডসেন্সের নীতিমালা পড়েছি কি না? আমি বললাম, না। তখন সুমন ভাই আমাকে বললেন, তুমি আমার আগের পোস্টগুলো আবার পড়ো। সেখানে সুমন ভাইয়ের কিছু লেখা দেখে বুঝতে পারলাম আমার সাইটে আরও ভালোমানের কনটেন্ট লাগবে, ভিজিটর আরও বেশি লাগবে, আরও বেশি পেইজভিউ লাগবে। আশা ছাড়লাম না। আবারও শুরু করলাম।

ঘুরে-ফিরে আবারও SEO-তে যাওয়া লাগল।

অ্যাডসেন্স নামক সোনার হরিণটা পেয়েই গেলাম

দেখতে দেখতে এক বছর পার হয়ে গেলো। আমার ভিজিটরও বাড়তে থাকল। আমিও ওয়েব ডিজাইনিং শিখে গেছি। জুমলার ওপর মোটামুটি হাফেজ হয়ে গেছি। এবার আমার নিজের মনমানসিকতারও পরিবর্তন করলাম। সিদ্ধান্ত নিলাম, টাকা ইনকাম করতে পারি বা না পারি প্রতিদিনই আমি আমার সাইটে নতুন নতুন বই আপলোড করব (তাই বলে ভাববেন না যে, আমি অ্যাডসেন্সের জন্য আবেদন করা ছেড়ে দিয়েছি)। সঠিকভাবে পোস্ট করি, সঠিকভাবে SEO করি, নিয়মিত ভিজিটরদের চাহিদার প্রতি খেয়াল রাখি। আমার তখন দৈনিক সাইট ভিজিট হয় ১২০০ বারের ওপর। অ্যাডসেন্স পাই আর না পাই, নিজেকে সার্থক মনে হতে লাগল। কে জানত, এরই মধ্যে আমি আরও এক জায়গায় সফল হয়ে যাচ্ছি। হ্যাঁ, আমি অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্ট পেয়ে গেছি। এবার আমাকে কে আটকায়?

অ্যাকাউন্ট তো পেয়েছি কিন্তু অ্যাডের কোড বসাব কোথায়? আবারও ত্রাণকর্তা সুমন ভাই। তিনি আমাকে মাসুদুর রশিদ ভাইয়ের লেখার লিংক দিলেন। তাঁর একটা লেখা

www.pathagar.com

থেকে জানতে পারলাম, কোথায় কোথায় অ্যাডের কোড বসাতে হবে, কীভাবে বসাতে হবে? একটা পেইজে সর্বোচ্চ কয়টা অ্যাডের কোড বসাতে পারব, কয়টা টেক্সট/ইমেজ/ব্যানার অ্যাড বসাতে পারব, ইত্যাদি। তার লেখা অনুসরণ করে সব অ্যাড বসালাম। এবার আসবে শুধু টাকা আর টাকা, টাকা আর টাকা!

হায় রে আমার ইনকাম! হায় রে আমার টাকা আর টাকা! আমি কি তখন জানতাম, রাস্তা আরও অনেক দূর!

এরই মধ্যে সুমন ভাইয়ের সেই বিখ্যাত লেখা 'গুগল অ্যাডসেন্সধারীরা সাবধান হোন। অ্যাডসেন্স ব্যান এড়াতে লেখাটিতে বিশেষ দৃষ্টি দিন।' বলেন তো দেখি, অ্যাডসেন্স পাওয়ার সাথে সাথে যদি কেউ এমন হুমকি দেয় তখন মেজাজটা কেমন হয়? ভাগ্য ভালো, সেদিন উনার লেখাটা আমার নজরে পড়েছিল। নয়তো কবেই আমার অ্যাকাউন্ট পটল তুলত!

মাস শেষ কিন্তু ইনকাম মাত্র ১৬ সেন্ট!

এক মাস হয়ে গেল। আমার ইনকাম হল মাত্র ১৬ সেন্ট! অ্যাডে ক্লিক পড়ে অনেক কম। অথচ প্রতিদিন সাইট ভিজিট হয় ১২০০ বারেরও বেশি। বিশ্বাস করা যায়! এত দিনে আমি মাসুদুর রশিদ ভাইকে চিনে ফেলেছি। তাই তাঁর শরণাপন্ন হলাম। তিনি আমাকে বললেন, তুমি SEO করার সময় যেসব Keyword ব্যবহার করেছ সেগুলোর ক্লিকের দাম কম, তাই তোমার ইনকামও কম।

এবার আবার শুরু হলো কিওয়ার্ড রিসার্চ। এক মাস পর আমার অ্যাকাউন্টে দেখি ১১৩ ডলার ৮০ সেন্ট! হয়তো অনেক কম কিন্তু অ্যাকাউন্ট পাওয়ার ২ মাস পর ১১৩ ডলার আমার মতো ছেলের জন্য অনেক ছিল। অবশেষে গুগল আমার চেক ইস্যু করল। পাঠিয়ে দিল আমার অনেক কষ্টার্জিত ১১৩ ডলার ৮০ সেন্ট আমার বাসার ঠিকানায়।

সময় এবার অপেক্ষার! কখন আসবে সেই চেক?

চেক আর আসে না। সময়ও যেন কাটে না। কেন জানি না, এই সময়টায় আমি 'সময় যেন কাটে না' গানটা একটু বেশি শুনছি। সুমন ভাইকে ফোন দিই আর বলি, ভাই আমার চেক তো এল না। সুমন ভাই বলে অপেক্ষা করো, চলে আসবে। শাকিল আরেফিন ভাইকেও ফোন দিই আর বলি, ভাই আমার চেক তো এল না। তিনিও

www.pathagar.com

বলেন, অপেক্ষা করো, চলে আসবে। একইভাবে ফোন দিই মাহবুব ভাইকেও। সবাই একই কথা বলে, অপেক্ষা করো, চলে আসবে। আমিও তখন মনকে বোঝাই, অপেক্ষা করো, চলে আসবে!

অবশেষে এল সেই স্বপ্নের চেক!

২৭ দিন পর অফিসে এসে ডাকপিয়ন আমাকে গুগল অ্যাডসেন্সের চেক দিয়ে যায়। মনে যে কী খুশি লেগেছিল বোঝাতে পারব না। ঠিক এখন আপনাদের কাছে যেমন লাগছে, আমার কাছে তার চেয়েও অনেক বেশি লেগেছিল। সাথে সাথে সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম। সুমন ভাইকে জানালাম, মাহবুব ভাইকে জানালাম, শাকিল আরেফিন ভাইকে জানালাম, সাব্বির ভাইকে জানালাম, মাসুদ ভাইকেও জানালাম। টেকটিউনস-এর সবাইকে জানালাম। অন্য রকম একটা দিন উদ্‌যাপন করলাম। আর স্বপ্ন দেখতে লাগলাম প্রতি মাসে একটা করে গুগলের চেক পাব।

কে জানত, কয় দিন পর আমার ওপর দিয়ে কী একটা ঝড়ই না যাবে!

'অতি লোভে তাঁতি নষ্ট' মরতে মরতে বেঁচে গেছি

তখন আমার দৈনিক দুই ডলারের মতো ইনকাম হতো। হঠাৎ একদিন মাথায় দুষ্টু বুদ্ধি চেপে বসল। কী জানেন? IP Hide করে নিজের অ্যাডে নিজেই ক্লিক করার সিদ্ধান্ত নিলাম। যেই ভাবা, সেই কাজ। দিলাম আমার আইপি হাইড করে American আইপি বানিয়ে। আর সাইটে গিয়ে দিলাম ৩-৪টা ক্লিক! ৩-৪ ঘণ্টা পর দেখি আমার অ্যাকাউন্টে জমা পড়েছে ২২ ডলার। মাথা নষ্ট! এখন থেকে দৈনিক আইপি হাইড করে ক্লিক দেব। হঠাৎ সন্দেহ হলো, আমার আইপি কি গুগল ধরতে পারবে? দিলাম গুগলে সার্চ 'What is my real IP?' ওমা! আমার তো দেখি আসল আইপিই শো করছে! সাথে সাথে দিলাম সুমন ভাইকে ফোন। ভাই, এখন আমি কী করব? তিনি প্রথমে ছোট ভাইয়ের মতো ইচ্ছামতো শাসালেন। তারপর বললেন পেইজভিউ কত? বললাম ৩০০০-এর বেশি। তিনি বললেন, যা করেছো তা তো আর ফিরে পাওয়া যাবে না, তবে জীবনেও আর এই কাজ করো না। আমি বললাম, আচ্ছা। বিশ্বাস করুন, আমি আর জীবনেও এই কাজ করিনি, আর কোনো

www.pathagar.com

দিন করবও না। শেষে দেখা যাবে, আমও যাবে, ছালাও যাবে। তাই এসব বাদ দিয়ে ঠিক পথে ইনকাম শুরু করলাম। আর সবাইকে জানাতে লাগলাম যে আমার সাইটে প্রচুর পরিমাণে বই পাওয়া যায়। এসব করে ভিজিটর বাড়াতে লাগলাম।
কে জানত, আমি ঠিক পথে থাকলেও কিছু কিছু মানুষ ইতিমধ্যেই আমার ক্ষতি করা শুরু করে দিয়েছে!

লিংক শেয়ার করে নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারলাম!

একটি ব্লগে গিয়ে একদিন দেখি একজন হুমায়ূন আহমেদের বই খুঁজছে। বেচারার প্রতি সদয় হয়ে আমি আমার ওয়েবসাইটের লিংকটা সেখানে শেয়ার করলাম (নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারলাম)। ঘণ্টাখানেক পর আমার অ্যাডসেন্স অ্যাকাউন্টে গিয়ে দেখি ক্লিক পড়েছে ১৩০টা! ইনকাম হয়েছে ৪৫ ডলার! কি? খুব খুশি লাগছে শুনে তাই না? কিন্তু না? আমার কপাল ভালো যে আমি সেদিন এত ইনকাম দেখে খুশি হতে পারিনি। যদি খুশি হতাম তাহলে আমার এই লেখাও হতো না, অ্যাকাউন্টও আর থাকত না। কিছু বুঝতে পারছি না কী করব? উপায় না দেখে সাইটই অফলাইনে নিয়ে গেলাম। এখন আবার চিন্তা, সাইট যদি ভিজিট না হয় তাহলে তো পেইজভিউ বাড়বে না। পেইজ CTR ১৫ এর উপরে। যেখানে ১০ হলেই বিনা নোটিশে অ্যাকাউন্ট ব্যান করে দেয় সেখানে ১৫। ভাবা যায়! আবার ফোন দিলাম সুমন ভাইকে (যেখানেই বিপদ সেখানেই সুমন ভাই। আমার বিশ্বাস হয় না, একটা মানুষ এত হেল্পফুল হয় কীভাবে, তাও আবার নিঃস্বার্থভাবে)। তিনি আমাকে বললেন, তোমার অ্যাডের কোডগুলো আপাতত ব্লক করে দাও। তাহলে পেইজভিউ বাড়বে কিন্তু কোনো ক্লিক পড়লে গুগল কাউন্ট করবে না। উনার কথামতো অ্যাড ব্লক করে দিলাম। কিছুক্ষণ পর দেখি আমার পেইজ CTR কমা শুরু করেছে। আর সেই ৪৫ ডলার মাইনাস হয়ে আমার আগের ইনকাম ৩ ডলার দেখাচ্ছে। শালা কত্ত খারাপ! ৪৫ ডলার যখন দিলি তখন আবার মাইনাস করলি কেন?

www.pathagar.com

এখন আমার কী অবস্থা?

আমার বর্তমান অবস্থা জানতে বেশি কিছু লাগবে না। শুধু আমার আজকের ইনকামের স্ক্রিনশটটা দেখুন :

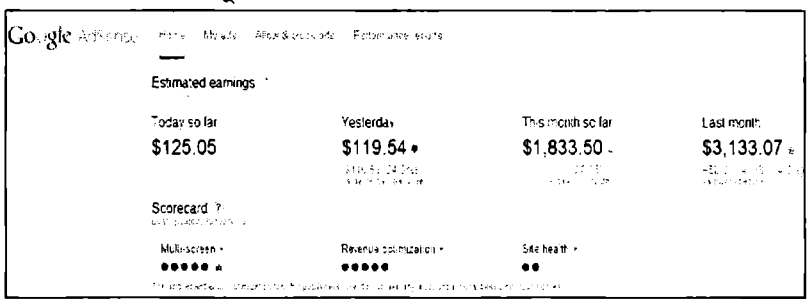

ছবিটি গত ১৫/০১/২০১৪ তারিখে তোলা

সবশেষে কৃতজ্ঞতা জানাই তাহের চৌধুরী সুমন ভাই, মাসুদুর রশিদ ভাই ও ডেভসটিমের কাছে। যাঁদের সহযোগিতা না পেলে আজ আমি এত দূর আসতে পারতাম না। আমি সব জায়গায়, সব সময় সুমন ভাইয়ের কথা স্মরণ করি। সুমন ভাই, আপনি শুধু আমাকে পথই দেখাননি, আমার জীবনটাও বদলে দিয়েছেন। আই স্যালুট ইউ, ম্যান!

রাশেদ হাসান আকাশ
অ্যাডসেন্স পাবলিশার

www.pathagar.com

ফ্রিল্যান্স আউটসোর্সিং : ছাত্রছাত্রীদের জন্য করণীয়

প্রথাগতভাবে বাংলাদেশে ছাত্ররা পড়াশোনার পাশাপাশি বাড়তি আয়ের জন্য সাধারণত টিউশনি করে থাকে। অনেকেই বিভিন্ন কমার্শিয়াল কোম্পানিতে পার্টটাইম কাজ করে থাকে। যদিও তাদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে খুবই কম। প্রায়ই দেখা যায় টিউশনি বা এই ধরনের কাজে তেমন দক্ষতা বৃদ্ধি পায় না। কিন্তু একজন ছাত্র ইচ্ছা করলে পড়াশোনার পাশাপাশি বাড়তি আয়ের জন্য খুব সহজেই ফ্রিল্যান্সিং মার্কেটপ্লেসে কাজ করতে পারে। এতে আয়ের পাশাপাশি তার নিজের দক্ষতাও বৃদ্ধি পাবে। তবে মার্কেটপ্লেসে কাজ করার জন্য যাথাযথ প্রস্তুতি ও দক্ষতা অর্জনের বিষয় রয়েছে। একটি কথা প্রথমেই পরিষ্কার করতে চাই, ফ্রিল্যান্সিংয়ে ক্যারিয়ার গড়তে হলে আপনাকে কোনো না কোনো বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতেই হবে। তাই আমার ব্যক্তিগত মতামত হলো, যে বিষয়ের ওপর পরবর্তীতে ক্যারিয়ার গড়তে চান সে বিষয়ের ওপর দক্ষতা অর্জন করে তা থেকে আয় করতে পারেন। যেমন ধরা যাক, কোনো ছাত্র গ্রাফিক্স ডিজাইনে ক্যারিয়ার গড়তে ইচ্ছুক। সে যদি কোনো একটি মার্কেটপ্লেসে অ্যাকাউন্ট খুলে সেখানে কী ধরনের কাজ পাওয়া যায় এবং ঐ কাজ করতে কী ধরনের দক্ষতার দরকার হয় তা জেনে সেই দক্ষতাগুলো অর্জন করার চেষ্টা করে তাহলে কিন্তু এই দক্ষতা তার ছাত্র জীবনের পরও কাজে লাগবে। কিন্তু

www.pathagar.com

কেউ যদি কর্মজীবনে গ্রাফিক্স ডিজাইনার হতে চায় আর ফ্রিল্যান্সিংয়ে ডেটা এন্ট্রির কাজ করে তাহলে কিন্তু তেমন লাভ হবে না। কারণ এতে তার কাঙ্ক্ষিত বিষয়ের দক্ষতা তৈরি হবে না।

ফ্রিল্যান্স মার্কেটপ্লেসে বিভিন্ন ধরনের কাজ রয়েছে। অনেকের মধ্যেই একটা ভুল ধারণা আছে যে ফ্রিল্যান্স মার্কেটপ্লেসে বুঝি শুধু আইটির কাজ হয়। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। বরং এসব মার্কেটপ্লেসের বড় একটা অংশ হলো বিভিন্ন নন-আইটির কাজ। একজন বিজনেসের ছাত্রও খুব সহজেই তার পছন্দর বিষয়ে কাজ করতে পারে। যেমন : বিজনেস প্ল্যান তৈরি, ফিন্যানশিয়াল অ্যানালাইসিস ইত্যাদি। অনেকেই প্রশ্ন করতে পারেন ছাত্রদের আসলে কী ধরনের কাজ করা উচিত ফ্রিল্যান্স মার্কেটপ্লেসে। যদিও এই প্রশ্নের কোনো সহজ উত্তর নেই তবে সাধারণভাবে বলা যায়, যে কাজে নিজের দক্ষতা বৃদ্ধি পায় সে কাজই করা উচিত বা যার যে কাজে আগ্রহ বেশি তার সে কাজই করা উচিত। তবে কখনোই শুধু টাকার জন্য কোনো কাজ করা উচিত নয়। যে কাজে বেশি আনন্দ পাওয়া যায়, সে কাজই করা উচিত।

যে যে বিষয়ে কাজ করা যায় :

প্রথমত যে যে বিষয়ে পড়ছে তার সে বিষয়েই ফ্রিল্যান্সিং করা উচিত। তবে কেউ যদি নিজের পছন্দমতো বিষয়ে না পড়েন এবং ভবিষ্যতে নিজের ক্যারিয়ার অন্য কোনো বিষয়ের ওপর করতে চান তবে সে সেই বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে পারেন। যেমন, আপনি যদি কম্পিউটার বিজ্ঞানের ছাত্র হন তবে নিচের যেকোনো বিষয়ের ওপরই আপনি ফ্রিল্যান্সিং করতে পারেন। বিভিন্ন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ, ওয়েব ডেভেলপমেন্ট, সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট, মোবাইল অ্যাপলিকেশন, গ্রাফিক্স ডিজাইন, ডেটাবেইজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, নেটওয়ার্কিং, সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন, ইন্টারনেট মার্কেটিং, সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং, আর্টিকেল রাইটিং ইত্যাদি। তবে ছাত্রদের ডেটাএন্ট্রি বা মেনুয়্যাল ধরনের কাজ সব সময় করা উচিত নয়। কারণ এই ধরনের কাজে তেমন কোনো দক্ষতা বৃদ্ধি পায় না ।

যে জিনিসটা কখনোই করা উচিত নয় :

মনে রাখতে হবে ছাত্র অবস্থায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো লেখাপড়া করা। ফ্রিল্যান্সিং যেন কোনো অবস্থাতেই লেখাপড়ার ক্ষতি না করে। ফ্রিল্যান্সিংয়ের মাধ্যমে অনেক সময় অনেক টাকা আয় করা সম্ভব কিন্তু এই টাকা যাতে কোনোভাবেই লেখাপড়ার গুরুত্ব কমিয়ে না দেয়। কারণ ভবিষ্যতে আরো বড় বড় কাজের জন্য বা সামাজিক স্বীকৃতির জন্য কিন্তু লেখাপড়ার দরকার আছে। লেখাপড়ার কোনো বিকল্প

www.pathagar.com

নেই। আমি বলব ফ্রিল্যান্সিংটাকে এমন ভাবে নেয়া উচিত, যাতে এটা লেখাপড়ার কোনো বিঘ্ন না ঘটায় বরং লেখাপড়ায় বা নিজের পঠিত বিষয়ে আপনাকে আরো দক্ষ করে তোলে। যেমন, আপনি যখন ক্লাসে প্রোগ্রামিং শিখছেন তখন যদি আপনি ফ্রিল্যান্সিং মার্কেটপ্লেসে আপনার সাবজেক্ট রিলেটেড কী কী কাজ আছে এবং সেগুলো করার জন্য সেই বিষয়ে দক্ষতা আর্জন করার চেষ্টা করেন তাহলে আপনি শিক্ষাজীবন শেষে আপনার অন্যান্য সহপাঠীর তুলনায় বেশি দক্ষ হয়ে বের হবেন। কিন্তু কখনো যদি মনে হয় ফ্রিল্যান্সিং আপনার শিক্ষাজীবনে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে তবে আমার পরামর্শ হলো ফ্রিল্যান্সিং কিছুদিনের জন্য বন্ধ রেখে পড়াশোনায় মন দেয়া।

ফ্রিল্যান্সিংয়ের নামে প্রতারণা :

ফ্রিল্যান্সিং নিঃসন্দেহে আমাদের সামনে এক বিরাট সুযোগ এনে দিয়েছে। কিন্তু কিছু সুযোগসন্ধানী প্রতারকচক্র মানুষের এই আগ্রহকে কাজে লাগিয়ে প্রতারণামূলক ফ্রিল্যান্সিং সাইট খুলে বসেছে। এসব সাইটে ফ্রিল্যান্সিংয়ের নামে এমএলএম পদ্ধতির মাধ্যমে মানুষের কাছ থেকে হাজার হাজার টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। কিছুদিন আগে ডুল্যান্সার ও স্কাইল্যান্সার নামের দুটি কোম্পানি গ্রাহকদের কয়েক হাজার টাকা নিয়ে পালিয়ে গেছে। এই দুটি সাইটে মূলত ক্লিকের মাধ্যমে মাসে ২১০০ টাকা আয় করার প্রলোভন দেখিয়ে ৭০০০ টাকা করে প্রায় কয়েক লক্ষ লোককে রেজিস্টার করিয়েছিল। সুতরাং এই ধরনের সাইট যা মূলত কম কাজে বেশি টাকা দেয়ার প্রলোভন দেখায় এবং কোনো প্রকার দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ থাকে না সেই সব সাইট থেকে সব সময় দূরে থাকতে হবে ।

শেষ কথা :

নিঃসন্দেহে ফ্রিল্যান্সিং ক্যারিয়ার ছাত্রদের জন্য একটি অসাধারণ সুযোগ। কিন্তু এর অপব্যবহার বা মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার আমাদের ছাত্রদের জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে। তাই এ বিষয়টি মাথায় রেখে যেকোনো ছাত্রকে এই ক্যারিয়ারের কথা চিন্তা করতে হবে। তবে কোনো ছাত্র যদি নিজের পঠিত বিষয় ও ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ার কী হবে সেই দিকটি মাথায় রেখে ফ্রিল্যান্সিংকে চিন্তা করে তবে তা তার জন্য খুবই উপকারী হবে। সবশেষে বলতে চাই ছাত্রজীবনের প্রথম ও প্রধান কাজই হলো জ্ঞান অর্জন। এর পাশাপাশি যদি আর্থিক প্রাপ্তি ঘটে তবে তা হবে সোনায় সোহাগা। ধন্যবাদ সবাইকে।

মোহাম্মদ জাবেদ মোর্শেদ চৌধুরী

www.pathagar.com

কীভাবে সফল ফ্রিল্যান্সার হওয়া যায়

বর্তমানে ফ্রিল্যান্সিং বা আউটসোর্সিং শব্দ দুটি বাংলাদেশে সবার কাছেই পরিচিত। দেশের প্রচুর ওয়েবসাইট ডেভেলপার, গ্রাফিক্স ডিজাইনার, রাইটার, মার্কেটার বিভিন্ন অনলাইন মার্কেটপ্লেসে সফলতার সাথে কাজ করছে, আবার অনেকে নতুন ফ্রিল্যান্সার হিসেবে মার্কেটে প্রবেশ করার চেষ্টা করছে। তবে নতুনদের কাছে যে বিষয়টা প্রায়ই শোনা যায় তা হলো এই পেশায় সহজে সাফল্য পাওয়া যায় না। বিষয়টা কিছুটা হলেও সত্যি। যেকোনো একটি নির্দিষ্ট কাজের এবং ইংরেজি মাধ্যমে যোগাযোগের দক্ষতা না থাকলে আসলে এই পেশায় সাফল্য পাওয়া অনেকখানি কঠিন। তবে হ্যাঁ, এই দুটো থাকলেই যে সাফল্যের চূড়ায় যাওয়া যাবে, তাও ঠিক নয়। সাময়িক সাফল্য পাওয়া এবং নিজেকে একটি পেশায় প্রতিষ্ঠিত করা এক কথা নয়। যদি লম্বা ভবিষ্যৎ ঠিক করে এই পেশায় এগিয়ে যেতে চান তাহলে নিজেকে একটি কমপ্লিট প্যাকেজ হিসেবে তৈরি করতে হবে, যাতে শুধু কাজের দক্ষতা নয়, অন্যান্য সকল দিক দিয়ে নিজেকে আন্তর্জাতিক মানের একজন পেশাজীবী হিসেবে তৈরি করা যায়। আসুন আজকে সেটারই কিছু ধাপ নিয়ে আলোচনা করি।

www.pathagar.com

মার্কেটপ্লেসের প্রোফাইল :

বর্তমানে ৪-৫টি আন্তর্জাতিক মানের ফ্রিল্যান্স মার্কেটপ্লেস রয়েছে, যেখানে কাজ করে বড় ক্যারিয়ার গড়া সম্ভব। এই মার্কেটপ্লেসগুলোর প্রতিটিতেই একটি বিষয় কমন থাকে আর সেটা হলো একটি ভালো প্রোফাইল তৈরি করা। সাধারণ কাজে যেমন সিভি দেখে চাকরি দেয়া না দেয়ার বিষয়টি নির্ধারণ হয় তেমনি অনলাইন মার্কেটপ্লেসেও আপনার প্রোফাইল দেখেই ক্লায়েন্ট বিবেচনা করবে আপনি কাজ পাওয়ার যোগ্য কি না। এর জন্য প্রোফাইলকে যতটুকু সম্ভব আকর্ষণীয় করে তৈরি করুন। প্রোফাইলে যেগুলো না থাকলেই নয় :

১. হাসিমুখে তোলা একটি ছবি যেখানে আপনার চেহারা পরিষ্কারভাবে বোঝা যাবে।

২. স্কিল টেস্ট দেয়া থাকলে ভালো। ইল্যান্স.কমে ফ্রিতেই প্রচুর স্কিল টেস্ট দেয়া যায়। স্কিল টেস্ট দেয়া থাকলে ক্লায়েন্ট বুঝবে যে আপনি ফ্রিল্যান্সার হিসেবে নতুন অথবা অভিজ্ঞ যা-ই হোন না কেন সেই স্কিলে আপনার যথেষ্ট তাত্ত্বিক জ্ঞান আছে।

৩. পোর্টফলিও আইটেম যোগ করা উচিত। পোর্টফলিও আইটেম হিসেবে নিজের তৈরি লোগো, নিজের বানানো ওয়েবসাইটের স্ক্রিনশট, ইউনিভার্সিটিতে তৈরি করা কোনো প্রেজেন্টেশন, কোনো সার্টিফিকেটের স্ক্যান করা ইমেজ ইত্যাদি দেয়া যেতে পারে। এর সাথে যদি স্কিল টেস্ট থাকে, তাহলে ক্লায়েন্ট জেনে যাবে যে আপনার শুধু তাত্ত্বিক জ্ঞান আছে তাই নয়, তার সাথে প্র্যাকটিক্যাল কাজ করার অভিজ্ঞতাও আছে।

বিষয়টি অনেকটা ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করার মতো। একদম খালি একটি ফেসবুক অ্যাকাউন্ট দিয়ে ফ্রেন্ড রিকুয়েস্ট পাঠালে যেমন কেউ আপনাকে সহজে অ্যাড করবে না, ঠিক তেমনি একদম খালি, অনাকর্ষণীয় একটি ফ্রিল্যান্স প্রোফাইল তৈরি করে কাজে আবেদন করলে ক্লায়েন্টরাও সাড়া দেবে না।

ক্লায়েন্টের কাছে কাজের জন্য আবেদন করা :

যখন কোনো কাজে/জবে আবেদন করবেন অবশ্যই খেয়াল রাখবেন যেন আপনার লেখার ধরন প্রফেশনাল হয়। কখনোই কপি-পেস্ট করে আবেদন পাঠাবেন না। এটা করলে কাজ পাওয়া দুরূহ তো হবেই বরং অনেক ক্লায়েন্ট আপনার লেটার স্প্যাম

www.pathagar.com

হিসেবে মার্ক করলে মার্কেটপ্লেসের অ্যাকাউন্টটি হারাতে পারেন। যেটা করা উচিত সেটা হলো প্রতিটি জব ভালোভাবে পড়ে তারপর চিন্তা করে গুছিয়ে একটি লেটার লিখে পাঠানো। এ ক্ষেত্রে আপনি একটি ফরম্যাট ফলো করতে পারেন, যেমন :

১. Hello, Good Day, Good Morning অথবা Evening, ইত্যাদি দিয়ে শুরু করতে পারেন। Dear Sir/Madam, Dear Manager, ইত্যাদি দিয়ে শুরু না করাই ভালো।
২. তারপর এক লাইনে আপনি তার কাজের বিষয়ে কোনো প্রশ্ন করতে পারেন, এ ক্ষেত্রে ক্লায়েন্ট বুঝবে আপনি তার জবটি পড়েছেন।
৩. তারপর ২-৩টি লাইন লিখুন আপনার কোন স্কিলটি তার প্রজেক্টে কাজে আসবে এবং কেন।
৪. তারপর ৪-৫টি বুলেট পয়েন্ট করে লিখুন আপনি তার কাজটি পেলে কী কী ধাপে করবেন।
৫. আপনি কোন ফাইল এটাচ (যুক্ত) করে থাকলে উল্লেখ করুন।
৬. সর্বশেষে ধন্যবাদ দিয়ে আপনার লেটার শেষ করুন।

এভাবে একটি ফরম্যাট ফলো করলে দেখবেন কখনই কপি-পেস্ট করতে হবে না। তবে হ্যাঁ, দুটি ব্যাপার কখনই করবেন না। একটা হলো লেটারে নিজের ই-মেইল অথবা যোগাযোগের কোনো আইডি উল্লেখ করবেন না এবং কখনই আপনাকে যেন কাজটি দেয় এটা নিয়ে জোর করবেন না। তাহলে ক্লায়েন্ট আপনাকে আনপ্রফেশনাল ভাবতে পারে। জবে আবেদনের ক্ষেত্রে কখনই খুব কম রেটে/প্রাইসে বিড করবেন না। ১৫ টাকার একটি পানির বোতল যদি আপনার কাছে কেউ ৫টাকা চায় তাহলে যেমন সেটা কিনতে আপনার সন্দেহ হবে তেমনি খুব কম প্রাইসে কাজে বিড করলে আপনার যোগ্যতা এবং দক্ষতা নিয়েও ক্লায়েন্টের সন্দেহ হবে। মার্কেট যাচাই করুন। অন্যান্য ফ্রিল্যান্সারদের প্রোফাইলে দেখুন তাদের রেট কত। তারপর নিজের একটি স্ট্যান্ডার্ড রেট সেট করুন।

গুগল, গুগল এবং গুগল :

সর্বশেষে না বললেই নয়। গুগলকে নিজের সবচেয়ে কাছের বন্ধু বানিয়ে ফেলুন। যেকোনো সফল ফ্রিল্যান্সারকে জিজ্ঞেস করলেই দেখবেন, প্রত্যেকেই বলবে তারা অনেক কিছু গুগল সার্চ করে জেনেছে। বিষয়টি আসলেই সত্যি। আমরা অনেক সময়ই অনেক জায়গায় আটকে যাই, তখনই গুগল সার্চ করুন, দেখবেন প্রচুর

www.pathagar.com

রিসোর্স ইতিমধ্যে অনলাইনে আছে, যা আপনাকে সাহায্য করবে। প্রোফাইল কমপ্লিট করতে পারছেন না? গুগলে গিয়ে সার্চ দিন, 'How to complete Elance profile'। প্রপোজাল লেটার লিখতে সাহায্য দরকার? গুগলে সার্চ দিন, 'How to write a perfect Elance proposal'। ফটোশপে কাজ করতে গিয়ে আটকে গিয়েছেন, গুগলে গিয়ে Photoshop Help অথবা Photoshop Tutorial Video লিখে সার্চ করুন, দেখবেন হাজার হাজার রিসোর্স আছে সাহায্যের জন্য। যেহেতু আমরা মুক্ত-পেশাজীবী হিসেবে নিজেকে গঠন করতে চাচ্ছি, নিজে থেকেই প্রয়োজনীয় তথ্য খুঁজে বের করাটাও আমাদের আয়ত্ত করতে হবে।

এভাবে যদি নিজের ফ্রিল্যান্স ক্যারিয়ার শুরু করেন, তাহলে আশা করা যায় খুব কম সময়েই সফলতা পাবেন এবং সেটি দীর্ঘস্থায়ী হবে। তবে হ্যাঁ, শুরুতেই যেটা বলেছি, নির্দিষ্ট কোনো কাজের এবং ইংরেজি মাধ্যমে যোগাযোগের দক্ষতা দরকার, সেটা কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না!

সাইদুর মামুন খান
কান্ট্রি ম্যানেজার, বাংলাদেশ
ইল্যান্স.কম

ইংল্যান্স হচ্ছে একটি জনপ্রিয় আন্তর্জাতিক ফ্রিল্যান্স মার্কেটপ্লেস, যেখানে মানুষ বিভিন্নভাবে তাদের সেবা প্রদানের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক কাজের বাজারে প্রবেশ করতে পারে। ১৯৯৯ সালে প্রতিষ্ঠিত ইল্যান্স.কম ফ্রিল্যান্স মার্কেটপ্লেসগুলোর মাঝে সবচেয়ে পুরনো এবং অগ্রণী প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে ১৭০টি দেশের ৮ লাখ ক্লায়েন্ট এবং ৩০ লাখ ফ্রিল্যান্সার ইল্যান্স.কম ব্যবহার করছেন। বর্তমানে সেই মার্কেটপ্লেসের বাংলাদেশের কার্যক্রম পরিচালনা করছেন সাইদুর মামুন খান। ঢাকার নর্থসাউথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মানবসম্পদ এবং বিপণন বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রিধারী সাইদুর ব্যক্তিগতভাবে ৩ বছর একটি মোবাইল ফোন কোম্পানিতে এবং পরবর্তীতে আরও ৩ বছর ফ্রিল্যান্স প্রজেক্ট ম্যানেজার হিসেবে কাজ করেছেন।

www.pathagar.com

একজন সফল উদ্যোক্তার সাক্ষাৎকার

ঠিকানা খুঁজে বেল টিপতেই অফিস সহকারী দরজা খুলে দিল। ভেতরে বিশাল অভ্যর্থনা কক্ষ। অভ্যর্থনা কক্ষের একপাশে পিংপং খেলার টেবিল। টেবিলের সামনে লেখা 'কাজ নেই, এসো খেলি' তবে আশ্চর্যের বিষয় কেউই খেলছে না। সবাই নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত। বাঁ পাশে আলোচনা কক্ষ। অন্য কক্ষগুলোতে ব্যস্ত ওয়েব ডেভেলপাররা। অফিসের বাঁ দিকের একটি কক্ষ। সাজানো টেবিলে ল্যাপটপের সামনে বসে আছে এক তরুণ। তরুণের নাম কাউছার আহমেদ, বয়স মাত্র ২৯। জুমশেপার (www.joomshaper.com) টেমপ্লেট কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী। যার কাছে সফলতা লাভের প্রথম এবং শেষ কথা হলো পরিশ্রম।
তাঁর সাথে কথা বলে ওয়েবজগতে তাঁর কাজ নিয়ে এই সাক্ষাৎকারটি তৈরি করেছেন আশরাফুল আলম।

আশরাফুল : আপনার নিজের মুখেই শুনতে চাই আপনার সফলতার গল্প।
কাউছার : আমি কাউছার আহমেদ। কুমিল্লা জেলার এক প্রত্যন্ত গ্রাম গোবিন্দাপুরে আমার জন্ম। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে এইচএসসি শেষ করে কলেজ অব টেক্সটাইল টেকনোলজিতে (বর্তমানে বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়) ভর্তি হই। প্রথম থেকেই টিউশনি কর। এভাবে প্রথমবর্ষ শেষ করি দ্বিতীয় বর্ষের মাঝামাঝি সময় হঠাৎ প্রথম আলোর প্রজন্মডটকমের পাতায় সামিউল ইসলাম নামের একজনের তৈরি করা একটা সফটওয়্যারের খবর পড়ি। এই খবরে খুব অনুপ্রাণিত হয়ে নিজের মোবাইল বিক্রি করে ৭৫০০ টাকা দিয়ে অনেক পুরাতন একটা কম্পিউটার কিনি। ওই কম্পিউটারেই শুরু হয় আমার প্রোগ্রামিং শেখা। প্রথমে নীলক্ষেত থেকে বই কিনে ও পরবর্তীতে সাইবার ক্যাফের ইন্টারনেট থেকে সোর্স কোড ডাউনলোড করে হলে এসে চর্চা করি। এভাবে ৬-৭ মাস পড়ে ছোট একটা ডেস্কটপ সফটওয়্যার তৈরি করি। প্রথম আলো ছোট করে এই খবর তাদের প্রজন্মডটকম পাতায় ছাপায়। এর

www.pathagar.com

পর দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অনেক মানুষের ফোন পাই। এই কাজের জন্য তারা আমাকে অনেক শুভেচ্ছা জানায়। তখন অনেক অনুপ্রাণিত হয়ে প্রায় দেড় বছর সময় নিয়ে অনেক পরিশ্রম করে একটা মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার তৈরি করে বাণিজ্যিকভাবে বাজারজাত করি। কিন্তু সফল হতে পারিনি। কারণ আমাদের দেশে তেমন কেউই সফটওয়্যার কিনে ব্যবহার করে না। সবাই ফ্রি সফটওয়্যার ব্যবহার করে। তখন অনেক ভেঙে পড়ি কারণ প্রকৃতপক্ষেই অনেক কষ্ট করেছিলাম।

তারপর আবারো শুরু করি নতুন করে ঐ সফটওয়্যারের কাজ। এবার টার্গেট হলো বিশ্বব্যাপী রিলিজ দেয়ার। বিশ্বমানের কাজ করার জন্য সুন্দর ইন্টারফেস লাগবে। তাই ডিজাইনও শিখে নিলাম। সফটওয়্যার রিলিজ দেয়ার জন্য ওয়েবসাইট লাগবে। এইচটিএমএল ও সিএসএস দিয়ে কীভাবে ওয়েবসাইট তৈরি করতে হয় তাও শিখে নিলাম। এরপর রিলিজ দিলাম ঐ মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যারের দ্বিতীয় ভার্সন। এর মধ্যে আমার টিউশনি চলে গেল। ঐ কাজের পেছনে সময় দেয়ার জন্য অনেক ক্লাস মিস হয়ে গেল। ক্লাস মিস হওয়ার কারণে কলেজ কর্তৃপক্ষ আমাকে ফাইনাল পরীক্ষা দিতে দিল না। পড়লাম মহা বিপদে।

২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পারভেজ ভাইয়ের (বর্তমানে থিম এক্সপার্টের প্রধান নির্বাহী) সহায়তায় ফিল্যান্সিং সম্পর্কে জানতে পারি। Joomlancers.com নামের এক সাইটে বিড করে তিন দিনের মাথায় একটা কাজও পেয়ে গেলাম। পিএসডি থেকে জুমলা টেম্পলেট কনভার্সন। ৩০ ডলারের ছোট কাজ। কাজ ছোট হলেও তা শেষ করতে আমার তিন দিন সময় লাগে। তারপর সত্যিকার অর্থেই আমাকে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। প্রায় দেড় বছরের মতো ফ্রিল্যান্সিং করেছি।

২০১০ সালের জুন মাসে নতুন কিছু করার চিন্তা থেকে 'জুমশেপার' কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করি। এই কোম্পানি যাত্রার চার দিনের মাথায় প্রথম থিম (টেমপ্লেট) বিক্রি হয় ২৫ ডলার। তার পর থেকে নিয়মিত আমার থিম বিক্রি হতে থাকে। ২০১১ সালের অক্টোবর পর্যন্ত একাই কাজ করি। তারপর আমাকে কাজে সহযোগিতা করার জন্য দুই জনকে নিয়োগ দিই। তখন আমরা আমার বাসায় কাজ করি। ২০১২ সালের এপ্রিলে এলিফ্যান্ট রোডের মাল্টিপ্ল্যান সেন্টারে অফিস নিয়ে ছয়জন কর্মীসহ আনুষ্ঠানিকভাবে জুমশেপারের যাত্রা শুরু করি। কাজের পরিমাণ বাড়লে আরো লোক নিয়োগ দিই এবং বড় অফিস নিই।

এখন মাসে আমরা একটা টেমপ্লেট রিলিজ দিই আমাদের নিজেদের সাইটে। সাইট থেকে কাস্টমাররা পছন্দমতো টেমপ্লেট কিনে তাঁদের সাইটে ব্যবহার করেন। টেমপ্লেটের দাম ৪৯ ডলার থেকে শুরু করে ৬৯৯ ডলার পর্যন্ত। আমাদের বেশ কিছু ফ্রি প্রডাক্টও আছে যেগুলো বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়। হেলিক্স ফ্রেমওয়ার্ক নামে আমাদের

www.pathagar.com

একটি থিম ফ্রেমওয়ার্ক আছে, যা দিয়ে খুব সহজে জমুলা এবং ওয়ার্ডপ্রেস ডেভেলপ করা যায়। এ ফ্রেমওয়ার্ক ব্যবহার করে অনেকেই থিমফরেস্ট মার্কেটপ্লেসে থিম বিক্রি করছে। মার্কেটিংয়ের জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করি। তার মধ্যে অন্যতম হলো ফ্রি প্রডাক্ট মার্কেটিং। আমরা বেশ কিছু ফ্রি প্রডাক্ট রিলিজ দেই প্রতিমাসে এবং সেগুলো জনপ্রিয় সাইটগুলোতে লিস্টিং করি। ওই সাইটগুলো থেকে বেশ ভালো একটা ট্রাফিক আসে। তা ছাড়া ই-মেইল মার্কেটিংও করি। আমাদের প্রায় ৫০ হাজার নিউজলেটার সাবস্ক্রাইবার আছে। আমরা নিয়মিত বিরতিতে তাদের কাছে নিউজলেটার পাঠাই। সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং করি ফেসবুক, টুইটার, গুগলপ্লাসে। নিয়মিত ব্লগ লিখি আমাদের নিজেদের ব্লগে।

আশরাফুল : আচ্ছা আপনি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার হয়ে এই লাইনে ক্যারিয়ার গড়েছেন কেন?

কাউছার : অনেকেই আমাকে এই প্রশ্নটি করে। সত্যি বলতে কী, ছোটবেলা থেকেই ভিন্ন কিছু করার চিন্তা ছিল। সেই চিন্তা থেকেই এই জগতে আসা। আর আমি যে কাজকে ভালোবাসি তার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতেও আমার কষ্ট হয় না। এটা আমার কাছে খেলার মতো মনে হয়। আনন্দ নিয়ে কাজ করলে কাজকে আর কাজ বলে মনে হয় না।

www.pathagar.com

আশরাফুল : যারা ওয়েব জগতে একেবারেই নতুন অথচ ফ্রিল্যান্সিং করতে চায় তাদের জন্য আপনার পরামর্শ কী?

কাউছার : তাদের উদ্দেশে বলতে চাই, অনেকেই মনে করে ক্লিকের মাধ্যমে আয় করা যায়। আসলে টাকা আয়ের কোনো শর্টকাট পদ্ধতি নেই। যেকোনো কাজের জন্য বা কাজ শেখার জন্য অনেক পরিশ্রম করতে হয়। ফিল্যান্সিং করার জন্য আগে থেকেই অনেক কিছু জানতে হবে এমন কোনো কথা নেই। তবে পরিশ্রম, ধৈর্য এবং জানার আগ্রহ থাকলে যে কেউ ফ্রিল্যান্সিং করতে পারে। আমি নিজে শুরুতে কিছুই জানতাম না। নিজে নিজে সব কিছু ইন্টারনেট থেকে শিখেছি। আমার শেখার ইচ্ছা ছিল বলেই শিখতে পেরেছি।

নতুনদের জন্য প্রথম বাধা হলো শুরুর দিকে কাজ পেতে সময় লাগে। অনেকেই ধৈর্য ধরে বিড করতে চায় না বা অপেক্ষা করতে রাজি নয়। এটা করা যাবে না। চেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়।

দ্বিতীয়তঃ কাজ পাওয়ার পর নতুনদের কাজের জন্য অনেক সময় দিতে হয় কিন্তু সেই তুলনায় প্রথম দিকে ইনকাম তেমন হয় না। এতে অনেকে হতাশ হয়ে কাজ ছেড়ে দেয়। এটাও করা যাবে না। লেগে থাকতে হবে।

তৃতীয়তঃ নতুনদের অনেক কিছু শিখতে হয়। অনেকেই শেখার ব্যাপারে ধৈর্য ধরতে পারে না। এটাও করা যাবে না। এক দিনেই সব কিছু শিখে ফেলা যায় না। চেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়।

আশরাফুল : বাংলাদেশে ফ্রিল্যান্সিং এবং ওয়েব ডিজাইনারদের ভবিষৎ কেমন?

কাউছার : বাংলাদেশে ফ্রিল্যান্সিং এবং ওয়েব ডিজাইনারদের ভবিষৎ খুবই উজ্জ্বল। কারণ একটু একটু করে দেশের সব কিছুই অনলাইনভিত্তিক হয়ে যাচ্ছে। আমরা এখন বই, পোশাক থেকে শুরু করে কাঁচাবাজার পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে করতে শুরু করেছি। আর কিছুদিন পরে দেখবেন প্রত্যেকের একটা করে নিজের ওয়েবসাইট রয়েছে। সুতরাং বুঝতেই পারছেন আগামীতে ফ্রিল্যান্সার এবং ওয়েব ডিজাইনারদের জন্য বাংলাদেশেই বিশাল ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে। আর আন্তর্জাতিক বাজার তো রয়েছেই।

আশরাফুল : আইটি সেক্টরে নতুন উদ্যোক্তা হতে হলে কেমন মূলধনের প্রয়োজন হয়?

কাউছার : আইটি সেক্টরে নতুন উদ্যোক্তা হতে হলে সত্যিকার অর্থেই বেশি মূলধনের প্রয়োজন নেই। তবে দৃঢ় মানসিক শক্তির অধিকারী হতে হবে। পরিশ্রমী এবং

www.pathagar.com

ধৈর্যশীল মানুষের সাথে ভালো যোগাযোগ থাকতে হবে এবং পরিকল্পিতভাবে কাজ এগিয়ে নেয়ার শক্তি অর্জন করতে পারলে যে কেউই উদ্যোক্তা হতে পারবে। আমি যখন অফিস নিয়ে 'জুমশেপার' শুরু করি তখন আমার সর্বমোট বিনিয়োগ ছিল দুই লক্ষ টাকার মতো।

আশরাফুল : নতুন উদ্যোক্তাদের প্রতি আপনার পরামর্শ কী?

কাউছার : নতুন উদ্যোক্তাদের প্রতি আমার পরামর্শ হলো, সফলতার জন্য সৎ, পরিশ্রমী এবং ধৈর্যশীল হতে হবে। অনেক বাঁধা আসবে কিন্তু হতাশ হলে চলবে না। আর বড় হওয়ার জন্য উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকতে হবে, তবে লোভ পরিহার করতে হবে। সঠিক পথে পরিশ্রম ব্যতীত বড় হওয়ার কোনো সহজ রাস্তা নেই।

আশরাফুল : আপনাকে ধন্যবাদ।

কাউছার : আপনাকেও ধন্যবাদ। আমিনুর রহমানের নতুন বইটির জন্য শুভ কামনা। আশা করি এই বইটি গত বইয়ের চেয়েও ভালো হবে।

জমশেপার হলো দেশের প্রথম জুমলার টেমপ্লেট কোম্পানি। কোনো একটি ওয়েবসাইটের কনটেন্টগুলো সহজে এবং সুন্দর করে প্রেসেন্ট করার জন্য টেমপ্লেট ব্যবহার করা হয়। জুমশেপার জুমলার বিভিন্ন ধরনের ফ্রেমওয়ার্কের জন্য টেমপ্লেট ডেভেলপ করে থাকে। বিশ্বব্যাপী জমশেপারের টেমপ্লেটের এখন বেশ কদর। বাংলাদেশে তারাই প্রথম এ ধরনের টেমপ্লেটের বিজনেস শুরু করে। এখন অনেকেই এ ধরনের প্রডাক্টভিত্তিক বিজনেস শুরু করছে। তাদের টেমপ্লেট বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ওয়েবসাইটে ব্যবহৃত হচ্ছে। বাংলাদেশ ওপেন সোর্স নেটওয়ার্ক, জাতীয় জাদুঘর, বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়, সফটওয়্যার কোম্পানি এবং কয়েকটি অনলাইন নিউজপেপার জমশেপারের টেমপ্লেট ব্যবহার করছে।

www.pathagar.com

সফলতার গল্প

অনলাইন আউটসোর্সিং এবং আমার প্রাপ্তি

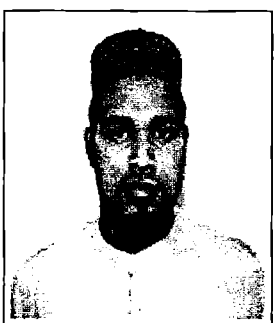

আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের ছাত্র তখন আমার এক বন্ধু আমাকে বলে, 'জানিস ইন্টারনেট থেকে আয় করা যায়।' এরপর আমাকে ওর বাসায় নিয়ে যায়। আমাকে Freelancer.com ওয়েবসাইটটি দেখায় এবং বলে এখান থেকে টাকা উপার্জন করা যায়। কিন্তু তখনো মনের মধ্যে অনলাইন থেকে টাকা উপার্জন করতে হবে এমন ইচ্ছা জাগেনি। ইচ্ছাটা প্রবল হয়েছে যখন আমি এবং আমার বন্ধু Site talk নামের ভুয়া একটি ওয়েবসাইটে ১৫,০০০ টাকা ইনভেস্ট করে পুরা টাকাই মার খাই। এরপর নিজেই নিজের কাছে শপথ করি, 'ইন্টারনেটে টাকা ইনভেস্ট করে লস করছি, অতএব ইন্টারনেট থেকে এই টাকা উপার্জন করেই ছাড়ব ইনশাআল্লাহ।' শুরু করি Freelancer.com ওয়েবসাইট নিয়ে গবেষণা। Freelancer.com ওয়েবসাইটটি দেখে এতটুকু বুঝলাম আমাকে যেকোনো একটি বিষয়ে দক্ষ হতে হবে। বেছে নিলাম Logo design এবং Social Media Marketing-এ দুটি বিষয়কে। দক্ষ হওয়ার জন্য তখন আমার পরিচিত কয়েকজন দক্ষ ফ্রিল্যান্সারের কাছে সাহায্য চাইলাম। কিন্তু কারো কাছ থেকে তেমন কোনো সাড়া পাইনি। তখন

www.pathagar.com

এক ভাই আমাকে বললেন, 'আরে ভাই Google এবং Youtube-এর মতো ভালো শিক্ষক আর নেই, আপনার যা জানার এবং শেখার তা Google এবং Youtube থেকে শিখে নিন।' অবশেষে ঐ ভাইয়ের কথার সাথে একমত হয়ে Google, Youtube এবং আমার বন্ধুর কাছ থেকে কিছু টিউটরিয়ালের সাহায্য নিয়ে দক্ষ হবার চেষ্টা করলাম। শুরু করলাম Freelancer.com-এ বিড করা। কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে আমি প্রায় এক বছর পর প্রথম কাজ পেয়েছিলাম। এই এক বছরে যে আমি কোনো টাকা উপার্জন করিনি তা নয়। এই এক বছর আমার উপার্জন ছিল খুবই সামান্য এবং তা করেছিলাম Microworkers.com ওয়েবসাইটে ডেটা এন্ট্রির কাজ করে। Freelancer.com-এ আমার প্রথম কাজটি ছিল একটা ফেসবুক ফ্যান পেইজে লাইক সংগ্রহ করে দেয়া। কাজটি করার পর আমাকে আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। প্রতি মাসে বেশ মোটা অংকের টাকা উপার্জন করতে লাগলাম। শুধু যে নিজে উপার্জন করেছি, তা নয়। Social Media Marketing এবং Data entry প্রজেক্টগুলোর জন্য আমি কিছু কর্মী নিয়োগ দিই অনলাইন থেকে আমার কাজে সাহায্য করার জন্য। কিছু কর্মী ছিল আমাদের দেশের এবং কিছু বাইরের। যাদের দিয়ে কাজ করাতাম তাদেরকে পেমেন্ট দিতাম অনলাইন ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে। এর কিছুদিন পর অনেক বড় একটা ঘটনা ঘটল। একসাথে আমার কম্পিউটার এবং ল্যাপটপ দুটিই নষ্ট হয়ে গেল। এখানেই শেষ নয়, যেসব ক্লায়েন্টদের সাথে আমি প্রায় দেড় বছর ধরে কাজ করছি, যারা সব সময় আমাকে নিয়মিত পেমেন্ট দিয়ে আসছে তাদের সবাইকে আমি হারালাম। নিয়মিত যোগাযোগ করতে না পারার কারণে অনেকেই আমার পাওনা পেমেন্ট দেয়নি। আমি ৫০০ ডলারের মতো লস খেলাম। কম্পিউটার ল্যাপটপসহ সব মিলিয়ে আমার প্রায় এক লাখ টাকার মতো ক্ষতি হয়েছিল। আমার কাছে যে টাকা জামানো ছিল তা কিছুদিন আগে পারিবারিক কাজে সব খরচ করে ফেলেছিলাম। সুতরাং বুঝতেই পারছেন আমার অবস্থা তখন খুবই করুণ। তিন মাস কাজ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখলাম। একবার সিদ্ধান্ত নিলাম অনলাইনে আর কাজ করব না। কিছুদিন পর সিদ্ধান্ত আবার পরিবর্তন করলাম এবং আমার বাবার কাছ থেকে টাকা ধার নিলাম। কিনলাম নতুন নোটবুক। শুরু করলাম সব কিছু আবার নতুন করে তবে এবার ওডেস্কে। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই শোধ করলাম আমার বাবার কাছ থেকে নেয়া সব টাকা এবং পেমেন্ট দিলাম আমার সব কর্মীদের। এর পর থেকে এখন পর্যন্ত ভালোভাবেই চলছে।

www.pathagar.com

গত চার বছর আমি যা শিখেছি বা অর্জন করেছি তা আপনাদের কাছে অভিহিত করতে চাই যা নতুন ফ্রিল্যান্সারদের কাজে লাগতে পারে।

১) অনলাইনে কাজ করার জন্য প্রথমে আপনার সৎসাহস এবং ইচ্ছা থাকতে হবে।

২) অনলাইনে অনেক ধরনের কাজ আছে। কাজের অভাব নাই। কিন্তু এর মধ্য থেকে আপনাকে এক বা একাধিক বিষয়কে বেছে নিতে হবে এবং চেষ্টা করতে হবে যাতে অল্প সময়ের মধ্যে নিজেকে ঐ বিষয়ের একজন দক্ষ লোক হিসেবে গড়ে তুলতে পারেন। মনে রাখবেন, কোনো দক্ষতা ছাড়া অনলাইনে কাজ করতে আসা পুরোটাই বোকামি। অনেকে মনে করে অনলাইনে খুব সহজেই টাকা উপার্জন করা যায় কিন্তু কোনো বিষয়ে দক্ষতা ছাড়া অনলাইনে টাকা উপার্জন করা যায় না। দক্ষতা ছাড়া অনলাইনে কাজ করতে আসলে আপনি খুব অল্প সময়ের মধ্যেই আগ্রহ হারিয়ে ফেলবেন। যখন বিড করবেন কিন্তু কাজ পাবেন না মানে ক্লায়েন্ট সাড়া দেবে না, দিলেও আপনার ঐ বিষয়ে দক্ষতা না থাকার কারণে ক্লায়েন্ট আপনাকে কাজ দেবে না।

৩) দক্ষতা বৃদ্ধি করার জন্য গুগল, ইউটিউব এবং ভালো টিউটরিয়ালভিত্তিক ওয়েবসাইট একজন ভালো শিক্ষক হিসেবে কাজ করবে।

৪) প্রথম কাজটি পেতে আপনার হয়তো একটু সময় লাগবে এজন্য ভেঙে পড়বেন না। একটি কাজ পেলে এবং সেটি ভালোভাবে সম্পূর্ণ করতে পারলে আপনার আর কাজ পেতে সমস্যা হবে না।

৫) চেষ্টা করবেন নিজেকে খুব দ্রুত প্রফেশনাল বানানোর অর্থাৎ কাজকে সংক্ষিপ্তভাবে অল্প সময়ে সুন্দরভাবে শেষ করার।

৬) অনেক সময় ভালো ক্লায়েন্ট পাবেন যে আপনাকে অল্প কাজে বেশি টাকা দেবে। আবার অনেক সময় বাজে ক্লায়েন্ট পাবেন যে বেশি কাজ করিয়ে কম টাকা দেবে বা দু-একজন দেবেই না। মনে রাখবেন, এসব কিন্তু আউটসোর্সিংয়েরই অংশ।

একজন ফ্রিল্যান্সার হিসেবে আমি নিজেকে গর্বিত মনে করি, কারণ দেশের রাজস্ব আয়ের একটি অংশ এখন আমার মতো শত শত ফ্রিল্যান্সারদের মাধ্যমেই দেশে আসছে।

ফরিদ উদ্দীন মেহেদী
ফ্রিল্যান্সার, গণিত বিভাগ, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়।

www.pathagar.com

একটি বই এবং আমার পথচলা

আউটসোর্সিং সম্পর্কে প্রথম জানি ২০১২ সালে প্রথম আলো পত্রিকাতে। কম্পিউটার প্রতিদিন বিভাগে ফ্রিল্যান্সার, ওডেস্ক এবং আরও কিছু সাইটের কথা লেখা ছিল। যাঁরা কাজ করেন তাঁদের অনুভূতি লেখা ছিল। পড়ে খুবই ভালো লাগল। পড়া শেষ করেই দুইটি সাইটের ঠিকানাতে যাই। আমি যা যা পারি তা দিয়েই প্রোফাইল বানাই। কিন্তু অনেক কিছু বুঝিনি এবং প্রোফাইল সম্পূর্ণ করতে পারিনি। ওভাবেই মাঝে মাঝেই কাজের আবেদন করতাম। বেশির ভাগই বুঝতাম না। তারপর একদিন ভাবলাম নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে কাজ শিখব। কার কাছে শিখব, কে শেখায় কিছুই জানতাম না। দেখতে দেখতে ২০১৩ চলে এল। বইমেলাতে কী কী বই এসেছে তা দেখতে দেখতেই চোখে পড়ে গেল 'আউটসোর্সিং : শুরুটা যেভাবে এবং শুরু করার পর' বইটি। ঠিক করে ফেললাম বইটা কিনব। অবশেষে একদিন বইমেলা থেকে বইটি কিনে ফেললাম। পরদিনই বই পড়ে ওডেস্ক প্রোফাইল সম্পূর্ণ করে ফেলি। বইয়ের পেছনে আমিনুর রহমান ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করার ঠিকানা ছিল। সাথে সাথে ভাইয়াকে এত সুন্দর একটা বই লেখার জন্য ধন্যবাদ দিই। ভাইয়ার কাছে কাজ শেখার কোনো সুযোগ আছে কি না তা জানতে চাই। এরপর অনেক দিন

www.pathagar.com

ভাইয়ার কাছে আমরা কয়েকজন মিলে কাজ শিখি। ভাইয়া আমাদের সবাইকে বাসাতে করার জন্য অনেক কাজ দিতেন। কাজ শেখার পাশাপাশি কাজের জন্য আবেদন করতাম। কিন্তু কাজ পেতাম না। আস্তে আস্তে মন খারাপ করে ওডেস্কে আসা বাদ দিয়ে দিই। তার পরও মাঝে মাঝে আসতাম। কাজের জন্য আবেদন করতাম কাজ বোঝার চেষ্টা করতাম। এভাবেই কেটে যায় আরও কিছু মাস। হঠাৎ করে পরিবারের সাথে আমাকে USA চলে যেতে হয়। এখানে এসে আমার কিছু করার ছিল না। আবারও ওডেস্কে বসলাম এবং একটি কাজ পেয়েও গেলাম। এক ডলার রেটে আবেদন করেছিলাম। খুব সহজ কাজ ইউটিউবে ভিডিও আপলোড করা। কাজটি জমা দিলাম কিন্তু বায়ার আমাকে কোনো ফিডব্যাক দেয়নি। আমি বায়ারের সাথে যোগাযোগ করার অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু সম্ভব হইনি। এরপর আমিনুর ভাই একটি কাজ দেন। ভালো ফিডব্যাকও পেয়ে যাই। তারপর একজন বায়ার নিজে কাজে আবেদন করার জন্য অনুরোধ করে। আবেদন করি, পাশাপাশি আরও কাজে আবেদন করতে থাকি। বর্তমানে আমি একটি বিদেশি কোম্পানিতে কাজ করি আর ওডেস্কে কাজ করি। জীবনে যেই কাজটিই আপনি করতে চান কখনো নিজের ওপর থেকে বিশ্বাস হারাবেন না, চেষ্টা করা বন্ধ করবেন না। প্রতিদিন অল্প হলেও চেষ্টা করবেন আর সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করবেন একদিন আপনি যা করতে চান ঠিকই করতে পারবেন।

যারিন তাসনীম
ফ্রিল্যান্সার

www.pathagar.com

কম্পিউটারের দোকানে কাজ করে পকেট খরচ চালাতাম

ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছি আমাদের পরিবারে অভাব-অনটন। দিন দিন বড় হচ্ছি আর মনে হচ্ছে অভাবটা যেন আরও বাড়ছে। প্রতিদিন দেখতাম আমার মা-বাবার ঝগড়া, মা'র কষ্ট, বাবার শুকনো মুখ। বাবা মাকে বছরে একটাও ভালো শাড়ি কিনে দিতে পারত না, ঠিকমতো স্কুলের বেতন দিতে পারত না, নিজের জন্য জামাকাপড় কিনতে পারত না। বাবা যে চাকরি করত তা দিয়ে সংসার চালানো সম্ভব হতো না। পরিবারের খরচটা মা-ই চালাত। আমি চেয়েছিলাম কোনো একটা কিছু করে যেন অন্তত নিজের পড়াশোনার খরচটা চালাতে পারি। ইনকামের জন্য টিউশনি করতাম। আমি চাচ্ছিলাম ভালো কিছু একটা করতে আর পরিবারের অভাব দূর করতে। তখন আমার এক মামা আমায় 'ডেসটিনি ২০০০ লি.' এ জয়েন করতে বললেন। আমি মা'র কষ্টার্জিত টাকা দিয়ে জয়েন করলাম। কিন্তু কোনো লাভ তো হলোই না বরং খরচের ওপর খরচ। ইন্টারমিডিয়েট পাস করার পর আমার কিছু বন্ধু আমাকে বলল টাকা দিয়ে ইন্টারনেটে বিজনেস করা যায় খুব সহজেই। ক্লিক দিবি আর টাকা পাবি। যত বেশি ইনভেস্ট তত বেশি লাভ। ডেসটিনির চেয়ে অনেক ভালো। শুধু টাকা আর টাকা। ক্লিকে ক্লিকে লাখোপতি তাও আবার খুব অল্প সময়ের মধ্যে। তখনো আমার নিজের কোনো কম্পিউটার ছিল না, এখনো নেই। বন্ধুর কথায় রাজি হলাম ইন্টারনেটে বিজনেস করতে। তখন ডুল্যান্সার, স্কাইল্যান্সার, ক্লিকসেন্স-এর রমরমা ব্যবসা।

www.pathagar.com

আমার বন্ধুরা বলল ডুল্যান্সার-এর মতো ইন্সটল্যান্সারও নাকি খুব ভালো কোম্পানি। বন্ধুদের কথায় ৭০০ টাকা দিয়ে ইন্সটল্যান্সার-এ একটা অ্যাকাউন্ট খুললাম। ভাবলাম ক্লিক করে করে যে টাকা পাব তা দিয়ে একটা কম্পিউটার কিনব। ইন্সটল্যান্সার অফিসে সারা দিন বসে বসে ক্লিক দিই। ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি পরীক্ষার জন্য লেখাপড়ার কোনো সময় পাই না, সারা দিন বসে বসে শুধু ক্লিক আর ক্লিক। তখন আমার আগ্রহ এতটাই বেড়ে গেল যে আমি টাকা ধার করে একসাথে ১০টা অ্যাকাউন্ট কিনলাম। অ্যাকাউন্ট যত বেশি টাকাও তত বেশি। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সরকার এসব ভুয়া কোম্পানি বন্ধ করে দিল। তার সাথে সাথে আমার সব টাকাও লস হলো।

জীবনে দুইটা বড় ভুল করলাম। ডেসটিনি করে আর ইন্টারনেটে টাকা ইনভেস্ট করে। মা'র কষ্টার্জিত সব টাকা তো গেলই সাথে সাথে আমার অনেক সময়ও অপচয় হলো। আমার বাবা এর মধ্যে আরও একটা ভুল করে বসলেন। পাড়ার এক ছেলে বাবাকে ভালো চাকরির কথা বলে এমএলএম কোম্পানিতে জয়েন করিয়ে ধোঁকা দিলেন। মা'র অনেক টাকা নষ্ট হলো। এসব কী হচ্ছে আমাদের সাথে! আমরা চাচ্ছি অভাব কাটিয়ে উঠতে আর সবাই আমাদেরকে ঠকাচ্ছে।

তখন আমি একটি কম্পিউটারের দোকানে কাজ করে নিজের পকেট খরচ চালাতাম। আমার ছোট ভাইকে দেখতাম মহা উৎসাহ নিয়ে পেপার থেকে আউটসোর্সিং-এর ওপর লেখাগুলোর পেপার কাটিং রাখতে। তখনও জানতাম না আউটসোর্সিং কী জিনিস। পরে ছোট ভাইয়ের উৎসাহে আউটসোর্সিং সম্পর্কে জেনেছি। আউটসোর্সিং সম্পর্কে আরো ভালোভাবে জানার জন্য রকমারি.কম থেকে 'আউটসোর্সিং : শুরুটা যেভাবে এবং শুরু করার পর' বইটি কিনি। বইটিতে এত সহজ করে আউটসোর্সিং এবং ওডেস্ক সম্পর্কে লেখা দেখে আমি লাফিয়ে উঠলাম। খুব উৎসাহ নিয়ে ওডেস্কে অ্যাকাউন্ট খুললাম। অ্যাকাউন্ট খুলেই আমার প্রোফাইল ১০০% কমপ্লিট করে ফেললাম।

অন্যের দোকানে কাজ করি। সব সময় ইন্টারনেট চালাতে পারি না। তবুও মাঝেমধ্যে ওডেস্কে যাই। জবে বিড করি কিন্তু পাই না। খুব ইচ্ছা হলো নিজের একটা কম্পিউটার কেনার। বাড়িতে অভাব লেগেই আছে। আমার এক পরিচিত মামাকে আমি ওডেস্কের ব্যাপারে আগ্রহী করে তুললাম। মামা পুরনো একটা কম্পিউটার কিনলেন। মামার কম্পিউটার ধার করে আমি চালাই। স্বপ্ন দেখি ওডেস্কে কাজ পাব। অনেক প্রতিবন্ধকতা আমার সামনে। বাড়িতে অভাব, নিজের কম্পিউটার নাই, হাতে টাকা নাই, ইন্টারনেট প্যাকেজ কিনব সেই টাকাও থাকে না, নেট প্যাকেজগুলোও ব্যয়বহুল, নেটের গতি খুবই স্লো, ইংরেজিতে দক্ষতা কম, তার পরেও প্রতিদিন সমানতালে জবে বিড করে যাই। যদি দেখি কোনো সহজ কাজ, আমি করতে পারব,

www.pathagar.com

তাহলে সাথে সাথে বিড করি। প্রায় এক মাস নিয়মিত বিড করার পর একটা কাজ পাই। কাজটা খুবই সহজ। কাজটা পাওয়ার পর খুশিতে সবাইকে বলে বেড়াই, ইয়াহু! আমি ওডেস্কে কাজ পেয়েছি। যেন আমি বিশ্ব জয় করে ফেলেছি। কাজটি করে সাথে সাথে ওডেস্কে জমা দিই।

আমি এখন স্বপ্ন দেখি অনেক বড় প্রোগ্রামার হওয়ার। জানি অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে। আমি এটাও জানি, এখন আমি সঠিক পথেই আছি।

রণজিৎ কুমার মহন্ত
অনার্স প্রথম বর্ষ, কারমাইকেল কলেজ, রংপুর।
ফ্রিল্যান্সার।

www.pathagar.com

আমি আর্টিকেল রাইটিংয়ের কাজ করছি

আমি খুব ছোটবেলা থেকেই নিজের মতো করে কিছু একটা করার চিন্তা করতাম। কিন্তু পড়াশোনা শেষ করতে না করতেই সংসার, সন্তান নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। জীবনের এই পর্যায়ে এসে নতুনভাবে ক্যারিয়ার শুরু করা, নিজেকে নতুনভাবে আবিষ্কার করার মতো। নিজেকে নতুনভাবে পাবার এই আনন্দ বর্ণনাতীত।

নিজেকে একজন ফ্রিল্যান্সার হিসেবে গড়ে তুলতে পরিবার থেকে অনেকটুকু সময় নিতে হয়েছে। কিন্তু ভাবতে ভালো লাগছে আমার এই কষ্ট সার্থক হয়েছে। এখন আমি একজন ফ্রিল্যান্সার।

আমার আউটসোর্সিংয়ে আসাটা অনেকটা কৌতূহল থেকেই। পত্রিকার মাধ্যমে জানতে পারলাম আউটসোর্সিং সম্পর্কে। স্বাধীনভাবে নিজের মতো করে কাজ করা যায়। একই সাথে পরিবারেও সময় দেয়া যায়। বিশেষ করে প্রথম আলোতে মারজানার ওপর করা নিউজটা আমাকে অনেক বেশি উৎসাহিত করেছে।

পত্রিকায় প্রকাশিত অনেক সফল ফ্রিল্যান্সারের কাহিণী পড়ে জানলাম আমার মতো অনেকেই আছেন, যাঁরা আউটসোর্সিংকে পেশা হিসেবে নিয়েছেন। আমি ধীরে ধীরে আউটসোর্সিং সর্ম্পকে তথ্য সংগ্রহ করতে লাগলাম। নিজেকে এই পেশায় প্রতিষ্ঠিত করতে হলে প্রথম শর্ত হলো আমি যে কাজটি করব তার সম্পর্ককে ভালোভাবে জানা। এর ধারাবাহিকতায় আমি একটি আউটসোর্সিং ইনস্টিটিউটের সদস্য হলাম। সেখানে প্রায় ৬ মাস ধরে SEO-এর বিভিন্ন কাজ সম্পর্ককে হাতে-কলমে শিখলাম।

www.pathagar.com

কাজ শুরু করা প্রথমে এতটা সহজ ছিল না। একটার পর একটা কাজে অ্যাপ্লাই করে যেতাম কিন্তু কোনো সাড়া পেতাম না। মাঝেমধ্যে মনে হতো, না আমাকে দিয়ে এসব হবে না। আবার মনকে শক্ত করতাম, আমাকে পারতে হবে। কারণ আমার মতো অনেকে যদি এই প্রফেশনে সফল হতে পারে তাহলে আমি কেন পারব না? আবার অ্যাপ্লাই করতে শুরু করলাম। অনেক সুন্দর করে কভার লেটার লিখতাম। অনেক বায়ারের সাথে কথা হতো কিন্তু নতুন হওয়ার কারণে সুযোগ পেতাম না।
অবশেষে, লন্ডনের এক বায়ারের সাথে কথা হলো এবং তিনি আমাকে কাজ দিলেন। আমি কাজ শুরু করলাম। কাজটা ছিল মূলত সেলিব্রেটি নিউজ পোস্ট করা, সাথে ইমেজ যুক্ত করা। এখন আমি লংটার্মে কাজ করছি।
আমি মূলত আর্টিকেল নিয়ে কাজ করেছি। Off page SEO করতে গেলে প্রতিটি ক্ষেত্রেই আর্টিকেলের প্রয়োজন হয়। আর আর্টিকেল লিখতে গেলে প্রয়োজন ইংরেজিতে দক্ষতা। অনেক সময় আর্টিকেল সংগ্রহ করতে হয়। গুগলে সার্চ করলে অনেক ভালো আর্টিকেল পাওয়া যায়। আবার অনেক সময় আর্টিকেল spin করার প্রয়োজন হয়। তখন সফটওয়্যার দিয়ে তা করা যায়।
আর্টিকেল লেখার সময় যে বিষয়গুলো মনে রাখা প্রয়োজন :
১. আর্টিকেলে অবশ্যই নতুনত্ব থাকতে হবে।
২. যেকোনো ওয়েবসাইটে লেখা পোস্ট করে www.copyscape.com থেকে যাচাই করে নিতে হবে অন্য কোনো পেইজের সাথে লেখা মিলে যায় কি না।
৩. আর্টিকেলে অবশ্যই কিওয়ার্ড উপস্থিত থাকতে হবে।
৪. Heading 1 এবং Heading 2 তে কিওয়ার্ড থাকতে হবে এবং তা বোল্ড ফন্টে হবে।
৫. আর্টিকেল কয়েকটি অংশে বিভক্ত হবে এবং প্রতিটি অংশে কিওয়ার্ড থাকবে।
৬. সবশেষে কমপক্ষে একটি অভ্যন্তরীণ লিংক দিতে হবে।

যাঁরা এখনো আউটসোর্সিংয়ে আসবেন কি না ভাবছেন তাদের বলব, এই অপার সম্ভাবনার দ্বার আপনার জন্যই অপেক্ষা করছে। এখনই সময় পৃথিবীতে কিছু করে দেখানোর। পৃথিবী দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। আসুন আমরাও সমানতালে এগিয়ে যাই।

আফরোজা হায়দার
ফ্রিল্যান্সার

www.pathagar.com

আমি ডেটা এন্ট্রির কাজ করছি

অনেকটা দ্বিধা নিয়েই শুরু হয়েছে আমার আউটসোর্সিং। আমি কি জব পাব? আমার প্রোফাইল কীভাবে ১০০% করব? কোন কাজটা আমি পারব? কীভাবে জবে অ্যাপ্লাই করব? কত প্রশ্ন মনে! প্রথমে যারা আউটসোর্সিং করে তাদের কথা শুনে শুনে অ্যাকাউন্ট খোলার পরও দ্বিধান্বিত আমি কাজ শুরু করতে পারিনি। তারপর আমাদের গুরু 'মো. আমিনুর রহমান'–এর উৎসাহে এবং তাঁর লেখা 'আউটসোর্সিং : শুরুটা যেভাবে এবং শুরু করার পর' বইয়ের বদৌলতে আমি এখন একজন ছোটখাটো ফ্রিল্যান্সার।

আমি কম্পিউটারের কোনো ল্যাংগুয়েজ/প্রোগ্রামিং জানি না। এমএস ওয়ার্ড, এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্ট এবং প্রাথমিক গ্রাফিক্স জ্ঞান আছে আমার। আমিনুর স্যারের তত্ত্বাবধানে টিএসসিতে ওয়েব ডেভেলপমেন্টের একটা বিশেষ কোর্স চালু ছিল তখন। সেখানে যোগ দিলাম। কিন্তু ব্যক্তিগত ঝামেলায় সবগুলো ক্লাসে অংশগ্রহণ করতে পারিনি। ওয়েব ডেভেলপমেন্টও শেখা হলো না। এর মধ্যে নতুন করে আবার ওডেস্কে অ্যাকাউন্ট খুলেছি। কিন্তু জবে অ্যাপ্লাই করলেও কোনো জব পাইনি। আমাদের গ্রুপের কেউ কেউ ক্লাস করা অবস্থায়ই জব পেয়েছে।

এর মধ্যে বেশ কিছুদিন হয়ে গেল। হাতে টাকা-পয়সা থাকে না মাস শেষে। চাকরির পাশাপাশি কিছু একটা করা খুবই দরকার। আবার অনলাইনে কাজ করার সিদ্ধান্ত

www.pathagar.com

নিই। আমাদের গুরুর পরামর্শ ও সহযোগিতায় আবার শুরু করি। এখন কাজ পাচ্ছি, কাজ করছি। গত দুই-তিন মাসে প্রায় এক হাজার ঘণ্টা কাজ করে ফেলেছি। চাকরির পাশাপাশি এটা করে প্রতি মাসে ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা আসছে। অনেকটা রিলাক্সে আছি এখন। অবসরে কাজ করতে ভালোই লাগে। কাজ করতে গিয়ে নতুন নতুন অনেক বিষয় জানা যায়, জানার আগ্রহ তৈরি হয় এবং নিজেকে দক্ষ হিসেবে গড়ে তোলা যায়। আমি ডেটা এন্ট্রির কাজ দিয়ে শুরু করি। তাই এ বিষয়ে আমার ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা থেকে কিছুটা লেখার চেষ্টা করছি।

আউটসোর্সিং জগতে 'ডাটা এন্ট্রি এবং ইন্টারনেটে রিসার্চ' একটি সহজ ও কমন কাজ। সব সময়ই এই কাজের চাহিদা থাকে। এর মধ্যে ওয়ার্ড ফাইল থেকে এক্সেলে তথ্য এন্ট্রি, পিডিএফ ফাইল থেকে ওয়ার্ড/এক্সেলে কনভার্ট করা, নির্দিষ্ট Key Word দিয়ে কোনো কোম্পানির ওয়েবসাইট, ই-মেইল, ফোন, ঠিকানা ইত্যাদি খোঁজ করা এবং তা এক্সেলে সাজানো অথবা ওয়েবসাইট থেকে নির্দিষ্ট তথ্য সংগ্রহ করে ওয়ার্ড/এক্সেল ফাইলে জামানো, এমন অনেক রকম তথ্য সংগ্রহের কাজ দেখা যায়। আর এসব কাজ যে কেউ সহজে করতে পারে।

কীভাবে ই-মেইল অ্যাড্রেস খুঁজবেন?

ধরুন, কোনো ক্লায়েন্ট আপনাকে অনেকগুলো কোম্পানির ওয়েবসাইটের ঠিকানা দিয়েছে। আপনাকে ঐ কোম্পানিগুলোর যোগাযোগের ই-মেইল অ্যাড্রেস খুঁজে দিতে হবে। কোম্পানির ওয়েবসাইটের কনটাক্ট পেইজে হয়তো অনেকগুলো পেয়ে যাবেন। যদি নির্দিষ্ট সাইটের কোথাও ই-মেইল ঠিকানা খুঁজে না পাওয়া যায় তাহলে দেখবেন ঐ সাইটের কোথাও ফেসবুক আইকন আছে কিনা? যদি থাকে, তাহলে আইকনের ওপর ক্লিক করলে ফেসবুক পেইজ ওপেন হবে। ফেসবুক পেইজের About-এ ক্লিক করলে ই-মেইল অ্যাড্রেস পেয়ে যেতে পারেন। তাও যদি না পাওয়া যায় তাহলে "abcomputertips.com" email লিখে গুগলে সার্চ দিন। অনেকগুলো লিংকসহ গুগলের একটা পেইজ আসবে। সেখানে পেয়ে যাবেন কোনো না কোনো ই-মেইল অ্যাড্রেস। এ ক্ষেত্রে একটু বুদ্ধি খাটিয়ে বেছে নিতে হবে কোনটা এই ওয়েবসাইটের ই-মেইল অ্যাড্রেস। নাম-ঠিকানা/ফোন নম্বর মিলিয়েও এটা নির্দিষ্ট করা যাবে।

এখনও অনেকে অনলাইনে ইনকামের কথা শুনলে জানতে চায়– কত টাকা ইনভেস্ট করেছেন? হঠাৎ উধাও হয়ে যাবে না তো? এসব প্রশ্ন করেন না জানার কারণে। এর জন্য কোনো ইনভেস্ট করতে হয় না, যাঁরা কাজ করেন তাদের কারও হেল্প নিলেই আপনি কাজ করতে পারবেন। আমি খুব বেশি কিছু পারি না। যা যা পারি

www.pathagar.com

সেগুলোতেই আবেদন করি। আর জানার জন্য 'গুগল মামা' তো পাশেই থাকেন সব সময়। তাহলে আর চিন্তা কী! যাঁদের কম্পিউটার ও ইন্টারনেট সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান আছে তাঁরাই অনলাইনে কাজ করতে পারেন। তবে এ ক্ষেত্রে কিছুটা কৌশলী হতে হয়। আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, জব পাওয়ার ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো প্রাথমিকভাবে নজর রাখতে হবে–সবার আগে জবে অ্যাপ্লাই করা, কম রেটে অ্যাপ্লাই করা, ক্লায়েন্টের কোনো প্রশ্ন থাকলে কৌশলে উত্তর দেয়া ইত্যাদি।

আবারও বলছি, জব পাওয়ার ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে আমার পরামর্শ হলো–প্রথম দিকে জব পেতে একটু কষ্ট হবে, তবে ধৈর্য না হারিয়ে জবে অ্যাপ্লাই করে যাবেন। কম রেটে অ্যাপ্লাই করবেন। কিছুদিন কাজ করার পর সুযোগ বুঝে ক্লায়েন্টকে রেট বাড়িয়ে দেয়ার অনুরোধ করতে পারেন, অনেক সময় ক্লায়েন্ট খুশি হলে বাড়িয়ে দেবে। আরেকটা বিষয় জানিয়ে রাখি, আউটসোর্সিং জগতে নারীদের বেশ কদর আছে। নারী ফ্রিল্যান্সারদের খাটো করার জন্য বলিনি। বাস্তবতাটা শেয়ার করলাম। নারীদের প্রতি ক্লায়েন্টদের একটু বেশিই সহানুভূতি থাকে। তাই নারীরা আউটসোর্সিংয়ে সফলতা পেতে পারেন খুব সহজেই।

কামরুল ইসলাম জুয়েল
ফ্রিল্যান্সার, উন্নয়নকর্মী ও পিএইচডি গবেষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

www.pathagar.com

আমি অ্যাড পোস্টিংয়ের কাজ করছি

বাসায় কম্পিউটার আছে। টুকটাক টাইপিংয়ের কাজ করা হয়। ইন্টারনেট ব্রাউজিং আর চরমভাবে ফেসবুক আসক্তি। দিন নাই রাত নাই শুধু ফেসবুক আর ফেসবুক। আব্বু মাঝেমধ্যে বলত, 'কম্পিউটারে তো মানুষ কত কাজ করে, ঘরে বসেই টাকা উপার্জন করে। সারা দিন বসে বসে কী ছাই করো, কাজের কাজ তো কিছুই করো না।' কথাগুলো বেশ লেগেছিল। মাঝেমধ্যে বাবা পেপার কাটিং এনে দিত। প্রথম আলো পত্রিকার কম্পিউটার বিভাগে অনলাইন আউটসোর্সিং বিষয়ে বেশ কিছু লেখা পেয়েছিলাম। সেই সাথে বেশ কিছু অনলাইন আউটসোর্সিং ওয়েবসাইটের খোঁজও। এরই মধ্যে ওডেস্ক এবং ফ্রিল্যান্সার.কমে অ্যাকাউন্ট খুলে ফেললাম। কিন্তু আর সামনে এগোতে পারলাম না। কীভাবে কাজ পাব বা কাজ করবই বা কীভাবে কোনো কিছুই বুঝতাম না।

হঠাৎ একদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসটিতে পরিচয় হলো আমিনুর রহমান ভাইয়ের সাথে। পরে জানলাম প্রথম আলোর কম্পিউটার বিভাগে আউটসোর্সিং সম্পর্কে তিনিই লেখেন। তাঁর কাছ থেকে বিস্তারিত জানলাম আউটসোর্সিং সম্পর্কে। অনেক দিন লেগে থাকার পর ওডেস্কে একটা জব পেলাম। কাজটা খুবই সহজ। অ্যাড পোস্টের কাজ। কাজটা কীভাবে করতে হবে তার একটি ভিডিও টিউটরিয়াল

www.pathagar.com

দেয়া ছিল তার পরও বুঝতে পারলাম না কাজটা কীভাবে করব? আমিন ভাইকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি একটা কথা সব সময় বলেন, 'যেকোনো সমস্যাই হোক গুগলে সার্চ দেন, সমাধান পেয়ে যাবেন।' ব্যস, আমাকে আর পায় কে! এভাবেই আমার শুরু।

আমার মনে হয় আউটসোর্সিংয়ের জন্য সবচেয়ে বেশি যেটা প্রয়োজন সেটা হলো আগ্রহ এবং ধৈর্য। ফ্রিল্যান্সার, ইলেন্স বা ওডেস্ক যেটাতেই কাজ করেন না কেন প্রথমত আপনার প্রোফাইল ১০০% পূর্ণ করবেন। তার পরও অনেক সময় কাজ পাওয়া যায় না। হাল না ছেড়ে ধৈর্য ধরতে হবে। যে কাজেই অ্যাপ্লাই করেন না কেন চেষ্টা করবেন সবার আগে অ্যাপ্লাই করতে এবং কম রেটে। কাজ করতে করতে যখন অভিজ্ঞতা বাড়বে তখন রেট বাড়িয়ে দিতে পারবেন। অনেকেই কাজ করেন কিন্তু পেমেন্ট পান না। সেক্ষেত্রে আমার পরামর্শ হলো, যে সকল ক্লায়েন্টের পেমেন্ট মেথড ভেরিফাইড না, তাদের কাজে আবেদন করবেন না।

আউটসোর্সিং করার জন্য খুব বেশি কোনো বিষয়ে পারদর্শী হতে হবে এমন নয়, তবে যে কাজে অ্যাপ্লাই করছেন সে কাজ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকা উচিত। যাঁরা নতুন আউটসোর্সিং শুরু করতে চাচ্ছেন কিন্তু ভেবে পাচ্ছেন না কোন কাজটা করবেন, তাদের জন্য সহজ সমাধান হল ডেটা এন্ট্রি, ওয়েব রিসার্চ, বিভিন্ন ওয়েবসাইটে অ্যাকাউন্ট খুলে দেয়া, ফেসবুক/টুইটারে লাইক কালেক্ট করে দেয়া ইত্যাদি। যাদের লেখালেখির হাত ভালো তারা কনটেন্ট রাইটিং এর কাজ করতে পারেন। আর একটি সহজ এবং মজার কাজ হলো অ্যাড পোস্ট করা। এই কাজ দিয়েই আমার আউটসোর্সিং জগতে প্রবেশ। তবে তার জন্য সবার আগে ইংরেজি ভালো জানতে হবে। এ ধরনের কাজের ক্ষেত্রে ক্লায়েন্টই সাধারণত দিকনির্দেশনা দিয়ে থাকেন। অ্যাড পোস্টিং বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ক্লায়েন্ট চান আপনি বিভিন্ন টুল ব্যবহার করে করবেন। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে যে ওয়েবসাইটে অ্যাড পোস্ট করতে হবে তার ঠিকানা এবং ইউসার আইডি, পাসওয়ার্ড ক্লায়েন্ট দিয়ে দেন এবং সেই সাথে বলে দেন কোথায় থেকে অ্যাড কালেক্ট করতে হবে। আপনাকে শুধু সেই ওয়েবসাইটে ঢুকে নির্দিষ্ট ঠিকানা থেকে ডিটেইল নিয়ে কপি-পেস্ট করতে হবে।

বিভিন্ন অনলাইন মার্কেটপ্লেসে ডেটা এন্ট্রি, ওয়েব রিসার্চ এবং অ্যাড পোস্টিং কাজের প্রচুর চাহিদা রয়েছে। এসব কাজ করে ঘরে বসেই আপনি আয় করতে পারবেন মাসে ১৫-২০ হাজার টাকা। নারীরাও এ কাজে ভালো করতে পারেন যদি আগ্রহ এবং ধৈর্য থাকে। হোক সে গৃহিণী, ছাত্রী কিংবা চাকুরিজীবী।

মুমিনা তাহ্‌মিনা মোর্শেদ,
সংস্কৃতিকর্মী, চাকুরিজীবী এবং ফ্রিল্যান্সার।

www.pathagar.com

লেগে থাকলে সাফল্য আসবেই

সময়টা ২০০৭। আমার এসএসসি পরীক্ষার আর মাত্র তিন মাস বাকি। এক বন্ধুর কাছ থেকে জানতে পারলাম মোবাইলে ইন্টারনেট চালানো যায়। এমনিতেই কম্পিউটার শিক্ষা সাবজেক্ট আমাকে খুব আকর্ষণ করত। থিউরি পার্ট রেখে আমি প্রথমে ব্যবহারিক পার্ট শেষ করে ফেলতাম। পত্রিকার প্রথম পাতা আর খেলার পাতার আগে আমি কম্পিউটার প্রতিদিন পাতা গিলতাম। কিন্তু তখনও আমার কম্পিউটার ছিল না। কম্পিউটার বা মোবাইল কিনে দেবার কথা তখন আব্বার সামনে উচ্চারণ করার সাহসটুকু হয় নাই। এত কাছে পরীক্ষা থাকা সত্ত্বেও মাকে পটিয়ে ফেললাম আমাকে একটা ইন্টারনেট সাপোর্টেড মোবাইল কিনে দেয়ার জন্য। তার পর থেকেই শুরু প্রতিদিন একটু একটু করে শেখা। তখন পর্যন্ত আমি কম্পিউটার ছুঁয়েও দেখিনি। নামমাত্র স্কুলে ব্যবহারিক ক্লাস হয়েছে এটুকু পর্যন্তই।

তখন ফেসবুকের চেয়ে স্টুডেন্টদের কাছে মোবাইল ফোরাম জনপ্রিয় ছিল। এ রকম কয়েকটি সাইটের আমি মেম্বার ছিলাম। তখন ভালোই লাগত নতুন নতুন অনলাইন বন্ধু বানাতে। তাদের সাথে চ্যাট করতে, ফোরাম ডিসকাশনে মেতে উঠতে। আস্তে আস্তে আমার আগ্রহ বাড়তে লাগল। এই রকম একটি সাইটের পেছনে কী আছে? অ্যাডমিন ইন্টারফেস কী রকম? কীভাবে ইউজার, অ্যাডমিন আলাদা ইন্টারফেস নিয়ন্ত্রণ করা হয়? এসব প্রশ্ন আমার মনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে। খুব সহজেই ফোরামে উত্তর পেয়ে যেতাম আমার প্রতিটা প্রশ্নের। এভাবেই মনের মধ্যে আগ্রহ জন্মায় হুবহু এ রকম একটি ফোরামের অ্যাডমিন/মালিক হবার। স্বপ্নের পেছনে হন্যে হয়ে দৌড়াতে শুরু করলাম, কিন্তু হোঁচটের পর হোঁচট খেয়েও আমি ক্ষান্ত হইনি। হেল্প করার মতো কাউকে পাশে পাইনি। কেউ আমাকে শিখাতে আগ্রহী না। সবাই চায় তার নিজের বানানো স্ক্রিপ্ট কিনে আমি সাইট বানাই। তাদের দরকার টাকা কিন্তু আমার তো ইচ্ছা আমি নিজে কাজ করে বানাব, কারও তৈরি জিনিস নেব না।

যেমন স্বপ্ন তেমন কাজ। কলেজে এইচএসসি প্রথম বর্ষে পড়ার সময় আরেকটি মোবাইল কিনি সেলবাজারের বিজ্ঞাপন দেখে। অন্যের ব্যবহৃত নকিয়া ৭৬১০। এটা

www.pathagar.com

কেনার পেছনে কারণ ছিল আমি নোটপ্যাড ব্যবহার করে ডব্লিউএমএল কোড এডিট করতে পারব বা লিখতে পারব। এই সময় পরিচিত হই আমার এক অনলাইন বন্ধু ফয়সাল খানের সাথে। কথা বলে বুঝতে পারলাম আমার মতো তার চোখেও ঝলমল করছে সেই রকম স্বপ্ন। দুজনে ঘেঁটে ঘেঁটে শিখতে শুরু করলাম এইচটিএমএল। কারও কাছে সাহায্য চেয়েও যখন আশানুরূপ সাড়া পেলাম না তখন নিজেরাই গুগলের কল্যাণে বিভিন্ন স্ক্রিপ্ট ঘেঁটে অল্প অল্প করে বুঝতে শুরু করলাম এইচটিএমএল। দু-একটি বইও কিনেছিলাম এইচটিএমএল–এর ওপর লেখা। আমার এখনও মনে আছে anchor ট্যাগ শিখতে আমার ৪-৫ দিন লেগেছিল। কী করব, মনেই থাকত না সিনট্যাক্স! এইচটিএমএল-এ কোনো বেসিক নলেজ ছাড়াই দুজনে দুটি খুবই সাধারণ ডাউনলোড পোর্টাল বানালাম। নিজের নাম কোনো ওয়েবসাইটে সেদিন প্রথম দেখেছিলাম।

এরপর একটু একটু পিএইচপি শেখার প্রয়োজন পরে। কিন্তু বিশাল বিশাল ডেটাবেইজ ফাইল মোবাইলে দেখতে খুব বিরক্ত লাগত। কোনো লজিকের আগামাথা খুঁজে পাওয়া যেত না। তখন যাতায়াত শুরু হয় সাইবার ক্যাফেতে। সপ্তাহে ৩-৪ দিন পকেট খরচ বাঁচিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেখানে কাটিয়ে দিতাম। দুপুরে কলেজ ছুটি হলে আমি এসে সাইবার ক্যাফেতে বসতাম আর বাসায় ফিরতাম সন্ধ্যার আগে। মজার ব্যাপার হচ্ছে তখনও আমি জানতাম না কীভাবে কম্পিউটার স্টার্ট করতে হয়। পরিচিত যেসব বন্ধুদের পিসি ছিল তাদের বাসায় গিয়ে তাদের জন্য ওয়েবসাইট বানাতাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল একটাই, প্র্যাকটিস করা। একদিন আব্বাকে বলেছিলাম কম্পিউটার কিনে দেবার জন্য। প্রথমে বলেছিলেন দেবেন কিন্তু পরে অফিসের কিছু কলিগ বলল কম্পিউটার দিলে আপনার ছেলে নষ্ট হয়ে যাবে। তাই দেননি। তাদের একটি কথা আমাকে কয়েকশত বছর পেছনে ফেলে দিল। সেদিন আব্বা আমাকে কম্পিউটার কিনে না দিলেও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে ভার্সিটিতে চান্স পেলে অবশ্যই দেবেন। আমিও বললাম তখন আর আপনার লাগবে না, আমি নিজেই কিনে দেখাব। এভাবেই মনের গভীরে সুপ্ত আশা নিয়ে পড়ালেখা করতে থাকি আর একটু একটু করে সামনে এগোতে থাকি। সেই সময়টাই ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়। তখন কষ্ট করে অনেক কিছু শিখেছি। সাইবার ক্যাফে, বন্ধুদের বাসা, আমার শখের মোবাইল। মোবাইলটি আমার হাতেই তখন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিল।

২০০৯ সালে আমার এক বন্ধু আমাকে ফ্রিল্যান্সিং সম্পর্কে জানায়। freelancer.com, odesk.com, getacoder.com, rentacoder.com, elance.com, microworkers.com-এ সকল সাইটের লিংক দেয় এবং তার সাথে কাজ করার আহ্বান জানায়। কিন্তু আমি ভার্সিটি অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছিলাম বলে আর সেই সুযোগ কাজে লাগাতে পারি নাই। অবশেষে কোনো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় জোটেনি আমার কপালে। ভর্তি হই জাতীয়

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এক কলেজে। মেসে এক বড় ভাইয়ের পিসি ছিল তাই মাঝে মধ্যে উনার পিসিতে বসতাম। কিন্তু যখন আমি একটু কোডিং করতে বসতাম তখনই উনাদের মনে পড়ত মুভি অথবা টিভি দেখার কথা। ৩০ মিনিটের বেশি সময় কোনো দিনই পাইনি। এসব প্রতিকূলতা এড়িয়ে আর সামনে এগোতে পারিনি।

২০১১ সালে এক বন্ধুর কম্পিউটারে ওডেস্কে অ্যাকাউন্ট খুলে সামান্য ডেটা এন্ট্রির কাজের জন্য বিড করতে থাকি। বেশি দিন অপেক্ষা করতে হয়নি। দুই মাসের মধ্যেই আমি একটা কাজ পেয়ে যাই। সেই কাজটি লং টাইম চলতে থাকে। প্রথম মাসের টাকা তুলে প্রথমেই একটা কম্পিউটার কিনেছিলাম। মাস তিনেক পর আমি আরও ৭-৮ জনকে নিয়োগ দিই আমাকে কাজে হেল্প করার জন্য। কাজ করার সাথে সাথে আমার স্কিল আরও বাড়াতে থাকি। ২০১২ সালে ওডেস্ক বাংলাদেশের ফ্রিল্যান্সারদের সাথে তাদের ইন্টার‍্যাকশনের জন্য ঢাকাতে 'oDesk Appreciation Day'-এর আয়োজন করে। সারা দেশের ৩০০-৪০০ জন অ্যাক্টিভ ফ্রিল্যান্সারকে সেখানে ইনভাইট করা হয়। আমাকেও সেখানে ইনভাইট করা হয়েছিল। সেই দিনটি ছিল আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ দিন। আমি আমার কাজের সম্মাননা হিসেবে oDesk Appreciation Certificate পেলাম।

তখন পর্যন্ত সেখানে উপস্থিতদের মধ্যে যারা ২৫০০+ ঘণ্টা কাজ করেছে তাদেরকে দেয়া হয় এই সার্টিফিকেট। সেদিনের পর আমার আগ্রহ অনেক বেড়ে যায় ফ্রিল্যান্সিংয়ের প্রতি।

এখন ওডেস্কে আমার ৬০০০+ ঘণ্টা কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ৫-৬ জন ফ্রিল্যান্সার বন্ধুকে নিয়ে আমার একটি এজেন্সিও আছে। এখনও আমি নিজেকে একজন সফল ফ্রিল্যান্সার বলে দাবি করতে পারি না। কারণ এখনও আমি আমার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারি নাই।

আনোয়ার হোসেইন
ফ্রিল্যান্সার

www.pathagar.com

অনুপ্রেরণার আদর্শ : স্টিভ জবস

স্টিভ জবস বিশ্বখ্যাত কম্পিউটার নির্মাতা প্রতিষ্ঠান অ্যাপল ও অ্যানিমেশন স্টুডিও পিক্সারের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যায়ের সমাবর্তন বক্তা হিসেবে এই ভাষণটি তিনি দিয়েছিলেন।

প্রথমেই একটা সত্য কথা বলে নিই। আমি কখনোই বিশ্ববিদ্যালয় পাস করিনি। তাই সমাবর্তন জিনিসটাতেও আমার কখনো কোনো দিন উপস্থিত হওয়ার প্রয়োজন পড়েনি। এর চেয়ে বড় সত্য কথা হলো, আজকেই কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠান সবচেয়ে কাছে থেকে দেখছি আমি। তাই বিশ্বের অন্যতম সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পেরে নিজেকে অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করছি। আজ আমি আমার জীবনের তিনটা গল্প বলব তোমাদের।

আমার প্রথম গল্পটি কিছু বিচ্ছিন্ন বিন্দুকে এক সুতায় বেঁধে ফেলার গল্প।
ভর্তি হওয়ার ছয় মাসের মাথাতেই রিড কলেজে পড়ালেখায় ক্ষ্যান্ত দিই আমি। যদিও এর পরও সেখানে আমি প্রায় দেড় বছর ছিলাম, কিন্তু সেটাকে পড়ালেখা নিয়ে থাকা বলে না। আচ্ছা, কেন আমি বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়লাম?
এর শুরু আসলে আমার জন্মেরও আগে। আমার আসল মা ছিলেন একজন অবিবাহিত তরুণী। তিনি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছেন। আমার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, আমাকে এমন কারও কাছে দত্তক দেবেন, যাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি আছে। সিদ্ধান্ত হলো এক আইনজীবী ও তাঁর স্ত্রী আমাকে দত্তক নেবেন। কিন্তু একদম শেষ মুহূর্তে দেখা গেল, ওই দম্পতির কারোরই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি নেই, বিশেষ করে আইনজীবী ভদ্রলোক

www.pathagar.com

কখনো হাই স্কুলের গণ্ডিই পেরোতে পারেননি। আমার মা তো আর কাগজপত্রে সই করতে রাজি হন না। অনেক ঘটনার পর ওই দম্পতি প্রতিজ্ঞা করলেন, তাঁরা আমাকে অবশ্যই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াবেন, তখন মায়ের মন একটু নরম হলো। তিনি কাগজে সই করে আমাকে তাঁদের হাতে তুলে দিলেন।

এর ১৭ বছর পরের ঘটনা। তাঁরা আমাকে সত্যি সত্যিই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়েছিলেন। কিন্তু আমি বোকার মতো বেছে নিয়েছিলাম এমন এক বিশ্ববিদ্যালয়, যার পড়ালেখার খরচ প্রায় তোমাদের এই স্ট্যানফোর্ডের সমান। আমার দরিদ্র মা-বাবার সব জমানো টাকা আমার পড়ালেখার পেছনে চলে যাচ্ছিল। ছয় মাসের মাথাতেই আমি বুঝলাম, এর কোনো মানে হয় না। জীবনে কী করতে চাই, সে ব্যাপারে আমার কোনো ধারণা নেই এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ালেখা এ ব্যাপারে কীভাবে সাহায্য করবে, সেটাও বুঝতে পারছিলাম না। অথচ মা-বাবার সারা জীবনের জমানো সব টাকা এই অর্থহীন পড়ালেখার পেছনে আমি ব্যয় করছিলাম। তাই আমি বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিলাম এবং মনে হলো যে এবার সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে। সিদ্ধান্তটা ভয়াবহ মনে হলেও এখন আমি যখন পেছন ফিরে তাকাই, তখন মনে হয়, এটা আমার জীবনের অন্যতম সেরা সিদ্ধান্ত ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি ডিগ্রির জন্য দরকারি কিন্তু আমার অপছন্দের কোর্সগুলো নেওয়া বন্ধ করে দিতে পারলাম, কোনো বাধ্যবাধকতা থাকল না, আমি আমার আগ্রহের বিষয়গুলো খুঁজে নিতে লাগলাম।

আমার কোনো রুম ছিল না, বন্ধুদের রুমের ফ্লোরে ঘুমোতাম। ব্যবহৃত কোকের বোতল ফেরত দিয়ে আমি পাঁচ সেন্ট করে কামাই করতাম, যেটা দিয়ে খাবার কিনতাম। প্রতি রোববার রাতে আমি সাত মাইল হেঁটে হরেকৃষ্ণ মন্দিরে যেতাম শুধু একবেলা ভালো খাবার খাওয়ার জন্য। এটা আমার খুবই ভালো লাগত। এই ভালো লাগাটাই ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

রিড কলেজে সম্ভবত দেশে সেরা ক্যালিগ্রাফি শেখানো হতো সে সময়। ক্যাম্পাসে সাঁটা পোস্টারসহ সব কিছুই করা হতো চমৎকার হাতের লেখা দিয়ে। আমি যেহেতু আর স্বাভাবিক পড়ালেখার মাঝে ছিলাম না, তাই যেকোনো কোর্সই চাইলে নিতে পারতাম। আমি ক্যালিগ্রাফি কোর্সে ভর্তি হয়ে গেলাম। সেরিফ ও স্যান সেরিফের বিভিন্ন অক্ষরের মধ্যে স্পেস কমানো-বাড়ানো শিখলাম, ভালো টাইপোগ্রাফি কীভাবে

www.pathagar.com

করতে হয়, সেটা শিখলাম। ব্যাপারটা ছিল সত্যিই দারুণ সুন্দর, ঐতিহাসিক, বিজ্ঞানের ধরাছোঁয়ার বাইরের একটা আর্ট। আমি এর মধ্যে মজা খুঁজে পেলাম।

এ ক্যালিগ্রাফি জিনিসটা কোনো দিন বাস্তবজীবনে আমার কাজে আসবে এটা কখনো ভাবিনি। কিন্তু ১০ বছর পর আমরা যখন আমাদের প্রথম ম্যাকিন্টোস কম্পিউটার ডিজাইন করি, তখন এর পুরো ব্যাপারটাই আমার কাজে লাগল। ওটাই ছিল প্রথম কম্পিউটার, যেটায় চমৎকার টাইপোগ্রাফির ব্যবহার ছিল। আমি যদি সেই ক্যালিগ্রাফি কোর্সটা না নিতাম, তাহলে ম্যাক কম্পিউটারে কখনো নানা রকম অক্ষর (টাইপফেইস) এবং আনুপাতিক দূরত্বের অক্ষর থাকত না। আর যেহেতু উইন্ডোজ ম্যাকের এই ফন্ট সরাসরি নকল করেছে, তাই বলা যায়, কোনো কম্পিউটারেই এ ধরনের ফন্ট থাকত না। আমি যদি বিশ্ববিদ্যালয় না ছাড়তাম, তাহলে আমি কখনোই ওই ক্যালিগ্রাফি কোর্সে ভর্তি হতাম না এবং কম্পিউটারে হয়তো কখনো এত সুন্দর ফন্ট থাকত না। অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকা অবস্থায় এসব বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে এক সুতায় বাঁধা অসম্ভব ছিল, কিন্তু ১০ বছর পর পেছনে তাকালে এটা ছিল খুবই পরিষ্কার একটা বিষয়।

আবার তুমি কখনোই ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলোকে এক সুতায় বাঁধতে পারবে না। এটা কেবল পেছনে তাকিয়েই সম্ভব। অতএব, তোমাকে বিশ্বাস করতেই হবে, বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলো একসময় ভবিষ্যতে গিয়ে একটা অর্থবহ জিনিসে পরিণত হবেই। তোমার ভাগ্য, জীবন, কর্ম, কিছু না কিছু একটার ওপর তোমাকে বিশ্বাস রাখতেই হবে। এটা কখনোই আমাকে ব্যর্থ করেনি, বরং উল্টোটা করেছে।

আমার দ্বিতীয় গল্পটি ভালোবাসা আর হারানোর গল্প।

আমি খুব ভাগ্যবান ছিলাম। কারণ, জীবনের শুরুতেই আমি যা করতে ভালোবাসি, তা খুঁজে পেয়েছিলাম। আমার বয়স যখন ২০, তখন আমি আর ওজ দুজনে মিলে আমাদের বাড়ির গ্যারেজে অ্যাপল কোম্পানি শুরু করেছিলাম। আমরা খুব পরিশ্রম করেছিলাম, তাই তো দুজনের সেই কোম্পানি ১০ বছরের মাথায় চার হাজার কর্মচারীর দুই বিলিয়ন ডলারের কোম্পানিতে পরিণত হয়। আমার বয়স যখন ৩০, তখন আমরা আমাদের সেরা কম্পিউটার ম্যাকিন্টোস বাজারে ছেড়েছি। এর ঠিক এক বছর পরের ঘটনা। আমি অ্যাপল থেকে চাকরিচ্যুত হই। যে কোম্পানির মালিক আমি নিজে, সেই কোম্পানি থেকে কীভাবে আমার চাকরি চলে যায়? মজার হলেও

www.pathagar.com

আমার ক্ষেত্রে সেটাই ঘটেছিল। প্রতিষ্ঠান হিসেবে অ্যাপল যখন বড় হতে লাগল, তখন কোম্পানিটি ভালোভাবে চালানোর জন্য এমন একজনকে নিয়োগ দিলাম, যে আমার সঙ্গে কাজ করবে। এক বছর ঠিকঠাকমতো কাটলেও এর পর থেকে তার সঙ্গে আমার মতের অমিল হতে শুরু করল। প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদ তার পক্ষ নিলে আমি অ্যাপল থেকে বহিষ্কৃত হলাম। এবং সেটা ছিল খুব ঢাকঢোল পিটিয়েই। তোমরা বুঝতেই পারছো, ঘটনাটা আমার জন্য কেমন হতাশার ছিল। আমি সারা জীবন যে জিনিসটার পেছনে খেটেছি, সেটাই আর আমার রইল না।

সত্যিই এর পরের কয়েক মাস আমি দিশেহারা অবস্থায় ছিলাম। আমি ডেভিড প্যাকার্ড ও বব নয়েসের সঙ্গে দেখা করে পুরো ব্যাপারটার জন্য ক্ষমা চাইলাম। আমাকে তখন সবাই চিনত, তাই এই চাপ আমি আর নিতে পারছিলাম না। মনে হতো, ভ্যালি ছেড়ে পালিয়ে যাই। কিন্তু সেই সঙ্গে আরেকটা জিনিস আমি বুঝতে পারলাম, আমি যা করছিলাম, সেটাই আমি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি। চাকরিচ্যুতির কারণে কাজের প্রতি আমার ভালোবাসা এক বিন্দুও কমেনি। তাই আমি আবার একেবারে গোড়া থেকে শুরু করার সিদ্ধান্ত নিলাম।

প্রথমে মনে না হলেও পরে আবিষ্কার করলাম, অ্যাপল থেকে চাকরিচ্যুতিটা ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে ভালো ঘটনা। আমি অনেকটা নির্ভার হয়ে গেলাম, কোনো চাপ নেই, সফল হওয়ার জন্য বাড়াবাড়ি রকমের কৌশল নিয়ে ভাবার অবকাশ নেই। আমি প্রবেশ করলাম আমার জীবনের সবচেয়ে সৃজনশীল অংশে।

পরবর্তী পাঁচ বছরে নেক্সট ও পিক্সার নামের দুটো কোম্পানি শুরু করি আমি, আর প্রেমে পড়ি এক অসাধারণ মেয়ের, যাকে পরে বিয়ে করি। পিক্সার থেকে আমরা পৃথিবীর প্রথম কম্পিউটার অ্যানিমেশন ছবি টয় স্টোরি তৈরি করি, আর এখন তো পিক্সারকে সবাই চেনে। পৃথিবীর সবচেয়ে সফল অ্যানিমেশন স্টুডিও। এরপর ঘটে কিছু চমকপ্রদ ঘটনা। অ্যাপল নেক্সটকে কিনে নেয় এবং আমি অ্যাপলে ফিরে আসি। আর লরেনের সঙ্গে চলতে থাকে আমার চমৎকার সংসার জীবন।

আমি মোটামুটি নিশ্চিত, এগুলোর কিছুই ঘটত না, যদি না অ্যাপল থেকে আমি চাকরিচ্যুত হতাম। এটা ছিল খুব বাজে, তেতো একটা ওষুধ আমার জন্য, কিন্তু দরকারি। কখনো কখনো জীবন তোমাকে ইটপাটকেল মারবে, কিন্তু বিশ্বাস হারিয়ো না। আমি নিশ্চিত, যে জিনিসটা আমাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল সেটা হচ্ছে, আমি যে কাজটি করছিলাম, সেটাকে আমি অনেক ভালোবাসতাম। তোমাকে অবশ্যই

www.pathagar.com

তোমার ভালোবাসার কাজটি খুঁজে পেতে হবে, ঠিক যেভাবে তুমি তোমার ভালোবাসার মানুষটিকে খুঁজে বের করো। তোমার জীবনের একটা বিরাট অংশজুড়ে থাকবে তোমার কাজ, তাই জীবন নিয়ে সত্যিকারের সন্তুষ্ট হওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে এমন কাজ করা, যে কাজ সম্পর্কে তোমার ধারণা, এটা একটা অসাধারণ কাজ। আর কোনো কাজ তখনই অসাধারণ মনে হবে, যখন তুমি তোমার কাজটিকে ভালোবাসবে। যদি এখনো তোমার ভালোবাসার কাজ খুঁজে না পাও, তাহলে খুঁজতে থাকো। অন্য কোথাও স্থায়ী হয়ে যেয়ো না। তোমার মনই তোমাকে বলে দেবে, যখন তুমি তোমার ভালোবাসার কাজটি খুঁজে পাবে। যেকোনো ভালো সম্পর্কের মতোই, তোমার কাজটি যতই তুমি করতে থাকবে, সময় যাবে, ততই ভালো লাগবে। সুতরাং খুঁজতে থাকো, যতক্ষণ না ভালোবাসার কাজটি পাচ্ছ। অন্য কোনোখানে নিজেকে স্থায়ী করে ফেলো না।

আমার শেষ গল্পটির বিষয় মৃত্যু।

আমার বয়স যখন ১৭ ছিল, তখন আমি একটা উদ্ধৃতি পড়েছিলাম 'তুমি যদি প্রতিটি দিনকেই তোমার জীবনের শেষ দিন ভাব, তাহলে একদিন তুমি সত্যি সত্যিই সঠিক হবে।' এ কথাটা আমার মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল এবং সেই থেকে গত ৩৩ বছর আমি প্রতিদিন সকালে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে জিজ্ঞেস করি আজ যদি আমার জীবনের শেষ দিন হতো, তাহলে আমি কি যা যা করতে যাচ্ছি, আজ তা-ই করতাম, নাকি অন্য কিছু করতাম? যখনই এ প্রশ্নের উত্তর একসঙ্গে কয়েক দিন 'না' হতো, আমি বুঝতাম, আমার কিছু একটা পরিবর্তন করতে হবে।

পৃথিবী ছেড়ে আমাকে একদিন চলে যেতে হবে, এ জিনিসটা মাথায় রাখার ব্যাপারটাই জীবনে আমাকে বড় বড় সব সিদ্ধান্ত নিতে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছে। কারণ, প্রায় সব কিছুই যেমন, সব অতি প্রত্যাশা, সব গর্ব, সব লাজলজ্জা আর ব্যর্থতার গ্লানি মৃত্যুর মুখে হঠাৎ করে সব নেই হয়ে যায়, টিকে থাকে শুধু সেটাই, যা সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ। তোমার কিছু হারানোর আছে আমার জানা মতে, এ চিন্তা দূর করার সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে, সব সময় মনে রাখা যে একদিন তুমি মরে যাবে। তুমি খোলা বইয়ের মতো উন্মুক্ত হয়েই আছো। তাহলে কেন তুমি সেই পথে যাবে না, যে পথে তোমার মন তোমাকে যেতে বলছে?

www.pathagar.com

প্রায় এক বছর আগের এক সকালে আমার ক্যানসার ধরা পড়ে। ডাক্তারদের ভাষ্যমতে, এর থেকে মুক্তির কোনো উপায় নেই আমার। প্রায় নিশ্চিতভাবে অনারোগ্য এই ক্যানসারের কারণে তাঁরা আমার আয়ু বেঁধে দিলেন তিন থেকে ছয় মাস। উপদেশ দিলেন বাসায় ফিরে যেতে। যেটার সোজাসাপ্টা মানে দাঁড়ায়, বাসায় গিয়ে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও। এমনভাবে জিনিসটাকে ম্যানেজ করো, যাতে পরিবারের সবার জন্য বিষয়টা যথাসম্ভব কম বেদনাদায়ক হয়।

সারা দিন পর সন্ধ্যায় আমার একটা বায়োপসি হলো। তাঁরা আমার গলার ভেতর দিয়ে একটা এন্ডোস্কোপ নামিয়ে দিয়ে পেটের ভেতর দিয়ে গিয়ে টিউমার থেকে সুঁই দিয়ে কিছু কোষ নিয়ে এলেন। আমাকে অজ্ঞান করে রেখেছিলেন, তাই কিছুই দেখিনি। কিন্তু আমার স্ত্রী পরে আমাকে বলেছিল, চিকিৎসকেরা যখন এন্ডোস্কোপি থেকে পাওয়া কোষগুলো মাইক্রোস্কোপের নিচে রেখে পরীক্ষা করা শুরু করলেন, তখন তাঁরা কাঁদতে শুরু করেছিলেন। কারণ, আমার ক্যানসার এখন যে অবস্থায় আছে, তা সার্জারির মাধ্যমে চিকিৎসা সম্ভব। আমার সেই সার্জারি হয়েছিল এবং দেখতেই পাচ্ছ, এখন আমি সুস্থ।

কেউই মরতে চায় না। এমনকি যারা স্বর্গে যেতে চায়, তারাও সেখানে যাওয়ার জন্য তাড়াতাড়ি মরতে চায় না। কিন্তু মৃত্যুই আমাদের গন্তব্য। এখনো পর্যন্ত কেউ এটা থেকে বাঁচতে পারেনি। এমনই তো হওয়ার কথা। কারণ, মৃত্যুই সম্ভবত জীবনের অন্যতম প্রধান আবিষ্কার। এটা জীবনের পরিবর্তনের এজেন্ট। মৃত্যু পুরনোকে ঝেড়ে ফেলে 'এসেছে নতুন শিশু'র জন্য জায়গা করে দেয়। এই মুহূর্তে তোমরা হচ্ছ নতুন, কিন্তু খুব বেশি দিন দূরে নয়, যেদিন তোমরা পুরনো হয়ে যাবে এবং তোমাদের ঝেড়ে ফেলে দেওয়া হবে। আমার অতি নাটুকেপনার জন্য দুঃখিত, কিন্তু এটাই আসল সত্য।

তোমাদের সময় সীমিত। কাজেই কোনো মতবাদের ফাঁদে পড়ে, অর্থাৎ অন্য কারও চিন্তাভাবনার ফাঁদে পড়ে অন্য কারও জীবন যাপন করে নিজের সময় নষ্ট কোরো না। দের মতবাদে তুমি নিজের জীবন চালাতে চাচ্ছে, তারা কিন্তু অন্যের মতবাদে নি, নিজের মতবাদেই চলেছে। তোমার নিজের ভেতরের কণ্ঠকে অন্যদের কলে শৃঙ্খলিত করো না। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো, নিজের মন আর ইনটুইশনের মাধ্যমে নিজেকে চালানোর সাহস রাখবে। ওরা যেভাবেই হোক, এরই

www.pathagar.com

মধ্যে জেনে ফেলেছে, তুমি আসলে কী হতে চাও। এ ছাড়া আর যা বাকি থাকে, সবই খুব গৌণ ব্যাপার।

আমি যখন তরুণ ছিলাম, তখন দ্য হোল আর্থ ক্যাটালগ নামের অসাধারণ একটা পত্রিকা প্রকাশিত হতো; যেটা কি না ছিল আমাদের প্রজন্মের বাইবেল। এটা বের করতেন স্টুয়ার্ড ব্র্যান্ড নামের এক ভদ্রলোক। তিনি তাঁর কবিত্ব দিয়ে পত্রিকাটিকে জীবন্ত করে তুলেছিলেন।

স্টুয়ার্ট ও তাঁর টিম পত্রিকাটির অনেক সংখ্যা বের করেছিল। সত্তরের দশকের মাঝামাঝি সময়ে, আমার বয়স যখন ঠিক তোমাদের বয়সের কাছাকাছি, তখন পত্রিকাটির শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। বিদায়ী সেই সংখ্যার শেষ পাতায় ছিল একটা ভোরের ছবি। তার নিচে লেখা ছিল ক্ষুধার্ত থেকো, বোকা থেকো। এটা ছিল তাদের বিদায়কালের বার্তা। ক্ষুধার্ত থেকো, বোকা থেকো। এবং আমি নিজেও সব সময় এটা মেনে চলার চেষ্টা করেছি। আজ তোমরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি ছেড়ে আরও বড়, নতুন একটা জীবনে প্রবেশ করতে যাচ্ছে, আমি তোমাদেরও এটা মেনে চলার আহ্বান জানাচ্ছি।

ক্ষুধার্ত থেকো, বোকা থেকো।

www.pathagar.com

www.pathagar.com